৮৩৩

পাঞ্চালী-বরণ।

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভং
নচেদিদং দ্বন্দ্বময়োজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥

রঘুবংশম্।

কলিকাতা।

৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, পিপলস্ প্রেসে
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৸০ বার আনা।

উপহার।

সাদরে

এখানি

তোমাকে

দিলাম।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ব্যাস, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিরাট, শিশুপাল, সুশর্ম্মা, শল্য, অন্যান্য রাজগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র অন্যান্য দেবগণ, ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য্যদ্বয়, বন্দীবালক, বকাসুর, তন্ত্রীদার ও সৈনিকগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

রুক্মিণী, সরস্বতী, কুন্তী, দ্রৌপদী, দ্রুপদমহিষী, সখীগণ, ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকন্যা, প্রবৃত্তি, স্বপ্ন, নিদ্রা, রাগিণীগণ ও অপ্সরাদ্বয় এবং বিকটরসনা প্রভৃতি।

পাঞ্চালী-বরণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগরপ্রান্ত—তরুতল।

ভিক্ষুকবেশে যুধিষ্ঠির।

যুধি। অহো! এই কিরে বিধিলিপি? মূঢ় আমি—
চির-অভাগ্য-পালিত, কেমনে বুঝিব
অনন্ত ভাগ্যের খেলা? ভাগ্য হেতু কেহ
ত্রিতলে বিরাম ভুঞ্জে সুখদ শয্যায়;
ভাগ্যে পথের ধুলায় কেহ গড়াগড়ি।
ভাগ্যে অযত্ন-সুলভ কেহ ক্ষীর খায়,
ভাগ্যে দিনান্তের শাকে কার' পড়ে বালি।
ভাগ্যে রাজরাজেশ্বর—মুকুট-ভূষিত-
শির—সবে পদানত—কিঙ্করীর দল
চামর ঢুলায়, মন্ত্রী মন্ত্র করে দান;
ভাগ্যে পথের ভিখারী মুষ্টিভিক্ষা তরে—

শুনেও শুনে না কেহ দুখের বারতা,
দেয় খেদাইয়া দূরে কেহ বা ঘৃণায়।
ভাগ্যে দুর্য্যোধন আজি রাজছত্র-তলে;
ভাগ্যে—আহো! প্রাণ ফেটে যায়—ভীমার্জ্জুন
এবে ভিখারীর বেশে অজ্ঞাত নিবাসে
করে বাস! সহদেব বালক নকুল
গেরুয়া বসনে আজি ঢাকিয়াছে কায়,
জননীর কত ক্লেশ কহি তা কেমনে!
(মৌনাবস্থিতি

[ভিক্ষুকবেশে ভীমাদি চারি ভ্রাতার প্রবেশ।]

অর্জ্জুন। দেব, কেন হেরি আজি বিরস বদন?
কেন ম্রিয়মাণ? মুখে কেন নাহি হাসি,
চির-হাস্যময় তুমি—কি হেতু এ শোক?

ভীম। কহ, দিলা দুর্য্যোধন দুষ্টমতি কি গো
নূতন দুঃখের হেতু? কি হেতু ভাবনা?
এখন' রয়েছে প্রাণ ভীমের শরীরে।
দেহ আজ্ঞা, এই দণ্ডে দিই রসাতলে
সসাগরা বসুন্ধরা,—ব'সে দেখ তুমি;
দেহ-শোভা তরে বাহু নাহি ধরে ভীম।

নকুল। দাদা,
দুঃখ কর দূর, নহে হেরিলে তোমার
এহেন বিরস মূর্ত্তি, কাঁদিবে জননী।
যুধিষ্ঠির-গতপ্রাণা কুন্তী চিরকাল!

সহ। দাদা, দেখ না গো চেয়ে, সাজিয়ে এসেছি

মোরা, লহ ভিক্ষাঝুলি, যাইবে কখন ?
মা বলেছে, বেলা হ'লে ভিক্ষা নাহি পা'ব।

যুধি। প্রাণের দোসর তোরা, আছি প্রাণ ধ'রে
হেরি তো'সবার মুখ, সহেছ কঠোর
তাপ আমার শাসনে, ভৃত্যভাবে সদা
বাড়া'য়ে করেছ বড় ; এবে জ্যেষ্ঠ আমি
কিবা কৈনু প্রতিদান তার ? আমা লাগি,
থাকিতে অজেয় বল আপন আপন,
বনবাসী রাজ-সুখে দিয়া জলাঞ্জলি।
আমিই দুঃখের হেতু ! আহো ! কাঁদে প্রাণ,
সোণার লাবণ্য মরি ভস্মে আচ্ছাদিত !

ভীম। এবে খেদ কেন তায় ? কি ছার রাজ্যের
সুখ তোমা সেবা কাছে ? চিরপূজ্য তুমি,
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃসম মানি ; কহ, কভু
হেরেছ কি ত্রুটি ? অবোধ অনুজ তব
সবে : দেহ ভিক্ষা, ক্ষম অজ্ঞানের দোষ,
যুধিষ্ঠির ক্ষমাধনে ধনী চিরকাল।

যুধি। ছি ছি ছি ছি ! বৃথা জন্ম, বৃথায় শরীর,
আমা হেতু এত ক্লেশ ! বুঝা'য়ো না আর
ভাই, একে একে সব জাগিছে হৃদয়ে,
না পারি হইতে স্থির ; জলে উঠে প্রাণ
বারণাবতের কথা হইলে স্মরণ।
দেহ ফেলে ভিক্ষাঝুলি, মুছ অঙ্গ-মাটি,
চল ফিরি' হস্তিনায়, চল ল'য়ে মায়ে।

অযশ ঘুষিবে ? কিন্তু—

অর্জ্জুন। আপনা পাশর

কেন দেব ? জ্ঞানী তুমি, কি বুঝা'ব তোমা,

বিপদে ধৈরয ধরা তোমারই নীতি।

সহ। দাদা, কারো না'ক বেলা, মা বলেছে, গৃহে

নাহি কিছু, ক্ষুধা পেলে কি খা'ব সকলে ?

নকুল। মো'সবার তরে তত নাহি ভাবি আমি,

মা র'বে যে উপবাসে না আনিলে কিছু।

যুধি। আকুলিত পরাণ আমার, হও স্থির,

শান্ত হও, বৎসগণ, তোমরা আমার

প্রাণ, হেরি তোমাদের সুচারু বয়ান

ভুলিব সকল জ্বালা, বাঁধিব হৃদয়।

চল, যাই ভিক্ষাহেতু নগর-মাঝার।

সহ। (নকুলের প্রতি জনান্তিকে)

দাদা, তোর ঝুলি ভাল নয় ভাই, দেখ

দেখি, মোরে মা দিয়েছে নূতন কেমন।

নকুল। তোর কিরে কিছু বুদ্ধি নেই, দেখিছ না

কাঁদিতেছে দাদা, চল, ধীরে ধীরে যাই।

[সকলের গমনোদ্যোগ।

যুধি। ভাল কথা হলো মনে, চলিনু সবাই,

কিন্তু কে রহিবে ঘরে ? মা রবে যে একা।

শত্রু ফেরে চারি ধারে গোপনে গোপনে

কি জানি কি হয় কবে—ভয় বাসি মনে,

একাকিনী জননীরে না রাখা উচিত।

যা'ব বহুদূরে, না জানি কখন আসি,
হইবে বিলম্ব বহু, এতক্ষণ তরে
কেমনে যাইব তাঁয় রাখিয়া একাকী।
কহ, কে রহিবে ঘরে?

ভীম। বড়ই প্রচণ্ড রৌদ্র উঠিবে এখনি,
তাতিয়া উঠিবে বালি, বালক উহারা
কচি-অঙ্গ সহদেব নকুল দু-ভাই
কেমনে সহিবে কষ্ট; দেব, দেহ আজ্ঞা,
মায়ের নিকটে থাকুক দুজনা গৃহে।

যুধি। সত্য তুমি যা কহিলা, কিন্তু ভয় বাসি,
বালক উহারা, কেমনে রক্ষিবে গৃহ?
হেন গুরুতর ভার অর্পিব কেমনে?
খেলিবার কাল এবে ওদের এখন।

সহ। দাদা, কেন কর ভয়? ক্ষত্রিয়-সন্তান
মোরা, জানি অস্ত্র-খেলা, দেখ নি কি তুমি
কতদিন বাণে বাণে ঢেকেছি আকাশ,
কতদিন নদীজল ফেলেছি শুখায়ে।
ভয় কেন? খেলি যদি, খেলিব সে খেলা।

অর্জ্জুন। প্রভো, দেহ আজ্ঞা দাসে, সেবি পা দুখানি
থাকি জননীর ঠাঁই; সন্দ হয়, পাছে
মন্দ লোকে দেয় হানা, তাই ধনু ধরি
রহিব রক্ষার হেতু দুয়ারে বসিয়া।

ভীম। কাল ছিল এই ভার তোমার উপরে,
গৃহে তুমি ছিলে কাল তাই; নাহি ভয়,

জননীর রক্ষা হেতু আজি রবে ভীম।
যাও ভিক্ষায় তোমরা, আর করো না'ক
দেরি, হয়েছে অনেক বেলা।—

যুধি। যাও, বৎস,
যাও তবে গৃহে, জননী আছেন একা।

[ভীমের প্রস্থান।

এস, চারি ভাই মোরা, যাই ভিক্ষাহেতু।
অহো! ভিক্ষা-উপজীবী পাণ্ডুসুতগণ—
সকলি ভাগ্যের খেলা!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঈশানী-মন্দির।

দেবী-প্রতিমা সম্মুখে কুন্তী পূজায় নিরতা।

কুন্তী। ওমা ভবরাণি, জগত-জননি,
দীনদয়াময়ি তারা
সঙ্কটবারিণি, তার মা ঈশানি,
দুর্গমে দুর্গতি-হরা।

হরমনোরমা মেনকার উমা
গিরিশ-মানস-মেয়ে,
ডাকিছে তনয়া, দেখ মা অভয়া
দেখ মা বারেক চেয়ে।
গণেশ-জননী তুমি, ত্রিনয়নি,
জান তো মায়ের ব্যথা,
সন্তানের তরে পরাণ কি করে,
বুঝ তো সে সব কথা।
রাজরাজেশ্বর বাছারা আমার,
পা দিতে নাহিক স্থান,
চোরের মতন ফেরে বনে বন,
ভিক্ষায়ে বাঁচায় প্রাণ!
সুখ-শয্যা বিনে যবে পাঁচ জনে
ধূলায় শরীর ঢালে,
ক্ষুধার সময়ে ক্ষীর বিনিময়ে
ফল তুলে যবে গালে,
ভিক্ষার লাগিয়ে মাগিয়ে মাগিয়ে
হেঁটে যবে হয় সারা,
(মরি) বুক ফেটে যায় কি করি উপায়
দুনয়নে বহে ধারা।
কি কব সে আর? করুণা অপার
তাই দয়াময়ী নাম।
আমি অভাগিনী দিবস রজনী
কাঁদি, তবু কেন বাম?

ডাকি সকাতরে, বারেকের তরে
দেখ মা মহেশ-জায়া,
পাষাণ-নন্দিনি, হ'স্‌নে পাষাণী
দে মা, দেগো পদছায়া।

[প্রণাম।

বাড়িল অনেক বেলা, এখন' এল না
কেন সবে? মরি, দুখিনীর ধন তারা।

[নেপথ্যে বিলাপসঙ্গীত]

রাগিণী আশোয়ারী—তাল আড়াঠেকা।

অভয় দে মা অভয়ে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
দুখিনী তনয়া মা তোর, হয় বুঝি অনাথিনী।
ফেলে অকূল পাথারে, ওমা জনমের তরে
পতি পুত্র দেয় ফাঁকি—আঁধার ধরণী।
কি করি না পাই কূল, ওমা পরাণ আকুল,
অকূলে দেগো মা কূল, কুলকুণ্ডলিনি।
ঘোর বিপদে, রাখ মা শ্রীপদে,
দীন দয়াময়ি তারা তাপ-হারিণি।

এ কি! আচম্বিতে শুনি রোদনের রোল!
অভাগিনী আমি, না জানি কি হয় পাছে।
ভীম কৈ আমার?

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম। কেন, কেন গো জননি,
এই তো ছিলাম হেথা, হাঁ মা, শুনেছ কি

বিষাদের গীত উচ্চে গায়িছে অদূরে
কোন' জনা ?

কুন্তী। শুনিয়াছি, কিন্তু ভাবি মনে,
(নহে অনুমান, স্বর চেন চেন করি)
বিলাপিছে যেন উচ্চে মোদের ব্রাহ্মণী।

ভীম। কি বলিলা ? বিলাপিছে ব্রাহ্মণী মোদের !
কি হেতু বিলাপ হেন ? কার সাধ্য এত
ভীমের সম্মুখভাগে কাঁদায় অবলা ?

[নেপথ্যে পুনঃসঙ্গীত]

নহে ছোট কথা এই, অই শুন, মাতা,
আবার উঠিছে সেই হৃদিভেদি গান।

কুন্তী। তাইত, বাছনি ! নহে মিথ্যা অনুমান,
বাড়িছে রোদন ক্রমে, না জানি কি হ'লো।
যদি মন্দ ঘটে—ভাল চেয়ে মন্দ ঘটা
অধিক সম্ভব—হবে মোদের অযশ,
আছি গৃহে, দেছে স্থান, করিতেছে দয়া,
হেন উপকারীজনে (বিশেষ ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়কুলের পূজ্য রক্ষ্য চিরকাল)
প্রাণপণে রক্ষা করা ধর্ম্মমত, তাহে
ভীম তুমি বাহুবলে খ্যাত চিরকাল।

ভীম। জানি আমি—জানি আমি প্রাণ পণ করি
দেব দ্বিজে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়-উচিত,
তাহে উপকৃত। কাঁদে আমার সম্মুখে

উপকারী জন—সহায়-বিহীনা বালা!
কি বলিব, নারীজাতি—না পারি সহসা
সম্মুখে যাইতে তাঁর, নহে এখন' কি
রোদনের ধ্বনি শুনি গৃহে রহে ভীম?
দেহ আজ্ঞা, নহে এস সুধাইয়ে নিজে
কি হেতু বিলাপ করে ব্রাহ্মণ-রমণী।

কুন্তী। শান্ত হও, এখনি আসিব আমি, রহ
সাবধানে ততক্ষণ।

(দেবীর উদ্দেশে)

হে মা দয়াময়ি,
(যেন) কোন মতে নাহি হেরি অমঙ্গল-হেতু।

[কুন্তীর প্রস্থান।

ভীম। বজ্রমুষ্টি বাহু মোর, ধর নিজ বল,
ভীম-নাম প্রচার' জগতে। দেখা'য়েছ
—নহে একবার—শৈশব-ক্রীড়ার কালে,
দগ্ধ-জতুগৃহ-ভঙ্গে, হিড়িম্বের বধে,
দেখায়েছ—নিজবল, এবে সেই বল,
ধর আরবার, অদূরে আসিছে ক্ষেত্র।

তৃতীয় দৃশ্য।

গৃহ।

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী এবং তাহাদিগের পুত্রকন্যা।

ব্রাহ্মণ। আর কাঁদিও না, মুছ অশ্রুনীর, হের,
কাঁদিছে বালক—দুধের বাছনি শিশু—
আছাড় পাছাড় খায় ধুলার উপরে।
মরি, চাহ ওর মুখ পানে।

ব্রাহ্মণী। কার শিশু?
কে চাহিবে? যার শিশু সে না চাহে যদি।
বৃথা ভুলায়ো না মোরে, না মানে প্রবোধ
আকুল পরাণ, হেরি আঁধার চৌদিক;
(দেবীর উদ্দেশে করযোড়ে)
হে মা গণেন্দ্রজননি, কি হেতু এ রোষ?
কহ, কি দেখিলা অপরাধ, অভাগিনী
আমি, এ ঘোর সঙ্কটে, তার মা তারিণী।

ব্রাহ্মণ। কেন জেনে শুনে তবু কর এত খেদ?
বলেছিনু—ভেবে দেখ, পড়ে কি না মনে—
রাক্ষসের উপদ্রব সদা যেই দেশে,
পুত্র কন্যা নিয়া তথা বাস অনুচিত।
নহে এক দিন—বলেছিনু এই হেতু,

এ হেন কুস্থান ছাড়ি চল অন্য ঠাঁই,
পিতা মাতা স্নেহে তুমি লঙ্ঘিলে সে কথা।
হ'লো যা হ'বার, তবে খেদ কেন তায়?

ব্রাহ্মণী। নহে উচিত তোমার ভৎর্সন আমারে;
নারী আমি—কি ক্ষমতা লঙ্ঘি তব কথা?
উদ্যোগী হইয়া যদি নিতে সাথে করি,
তুমি যদি যেতে অন্য ঠাঁই, অবশ্যই
যেত সঙ্গে ছায়াকারা ধর্ম্মপত্নী তব।
কলঙ্ক-পাশরা কেন দাও মোর মাথে?
নহে দ্বন্দ্বের সময়—যাক্ অন্য কথা—
দেহ ভিক্ষা—দাসী আমি—সাধি পায়ে ধরি,
রহ গৃহে——

ব্রাহ্মণ। ধৈর্য্য ধর, ভাব স্থির চিত্তে
ক্ষণকাল, আমি কিম্বা কয় যেই জন
অবশ্য ভেটিতে হবে ভীষণ রাক্ষসে।
ধর্ম্মপত্নী তুমি মোর, পুত্রবতী তায়,
আপনী রাখিয়া দিব তোমায় কেমনে?
ছার প্রাণ তরে কিবা দিব বিসর্জ্জন
স্ত্রী-পুত্র-কন্যায়? ছি ছি, আর বলিও না
হেন নিষ্ঠুর বচন; শুনিলে মরম
কাটে। সংসার—সংসার! কি কাজ সংসারে
সংসারের সার ধন না রহিল যদি?
রত্ন ফেলি গিরা দেয় কে কোথা আঁচলে?
যাই আমি—যাই আমি, সম্বর রোদন;

ক্রমে বাড়িতেছে বেলা, বুঝি এতক্ষণে
আসিয়াছে যমরূপী রাক্ষস দুর্ব্বার।

ব্রাহ্মণী। নারী আমি—হীনমতি যদি, তথাপিও
কহি শুন, দেখ বুঝে সুপণ্ডিত তুমি,
কি কাজ নারীর জন্মে এ সংসার মাঝে
পুরুষ তাহার পাশে না রহিত যদি?
জ্ঞানশূন্যা—নিরক্ষরা—সহজ-অবলা—
পুরুষ সহায় বিনা কি শকতি তার?
নিজ প্রাণ দিতে চাও রাখিতে সংসার,
ভেবেছ কি, কি হইবে তোমার বিহনে
সংসারের গতি? বাঁচিবে কি এক প্রাণী?
তুমি যদি যাও ছাড়ি, একে হবে আর,
মরিবে যতেক প্রাণী, মজিবে সংসার।
চিতাগ্নি করিবে মোরে তোমার সঙ্গিনী,
ছায়া কভু নাহি বাঁচে না বাঁচিলে তরু।
(কিম্বা) কিবা জানি, পোড়া প্রাণ তবু যদি নাহি
বাহিরায়, (বড় শক্ত রমণীর প্রাণ)
কি শক্তি আমার শিশু করিব পালন?
অনাথ হইব সবে, ভাসিব অকূলে,
দুর্গতির শেষ নাহি রবে তোমা বিনে।
তাই বলি, অনুচিত তোমার গমন,
দেহ আজ্ঞা, থাক সুখে, আমি যাই তথা।
শাস্ত্রমতে পুত্রহেতু ভার্য্যা-প্রয়োজন;
শাস্ত্রমতে ভার্য্যা হ'তে সেধেছ সে কাজ,

কন্যা পুত্র দুইওটি হ'য়েছে তোমার—
(ভাগ্যবতী আমি) পিতা তুমি, পাল পোহে
বালক হইতে রাখ পুন্নাম নরক।
ইচ্ছ যদি, পুনরায় করিও বিবাহ,
নাহি অন্য ভিক্ষা—দাসী ব'লে একবার
দিনান্তে স্মরণ করো,—স্বর্গে যা'ব আমি।
আর করিও না মানা; দেহ অনুমতি,
যাই আমি—খেদ কেন তায়? ভেবে দেখ,
আমা লাগি কিছু ক্ষতি না হ'বে সংসারে,
বজায় থাকিবে সব, চলিবে এমনি,
এমনই গৃহস্থালি হ'বে আর বার।
কিন্তু, অহো! ফাটে প্রাণ স্মরিলে সে কথা,
তোমা বিনা সব শূন্য—সব ছার খার!

ব্রাহ্মণ। আর না—যথেষ্ট—অহো! প্রাণ কি কঠিন!

ব্রাহ্মণী। আবার কি হেতু চক্ষু ভাসে অশ্রুনীরে?
নারী আমি—আমা হেতু কেন এত শোক?
নারীর পরম ধর্ম্ম স্বামী-পদ-সেবা,
স্বামী ধর্ম্ম, স্বামী মোক্ষ, স্বামী যজ্ঞ যাগ,
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন।
সেই স্বামী হেতু চাই ত্যজিতে পরাণি
—মোক্ষ আশা—কেন তায় ঘটাও জঞ্জাল?

(অশ্রুমার্জ্জন)

ব্রাহ্মণ। (নিরুত্তরে রোদন।)

কন্যা। কেন মা—কেন মা—তুই করিস রোদন?

বাবা, কেন কাঁদ তুমি, কেঁদে কেঁদে অই
ধুলার উপর খোকা যায় লুটাপুটি
কেন তায় না কর সান্ত্বনা? কোথা যাবে—
কোথা যাবে দুহনায় শিশুকে ফেলিয়া?
কন্যা আমি, জন্ম মম পরের লাগিয়া,
অবশ্য ত্যজিতে হ'বে আজ নহে কাল;
তাই বলি, কাঁদিও না, কর মোরে দান,
বিলম্ব হইলে রুষ্ট হইবে রাক্ষস।

ব্রাহ্মণী কি বলিব—পোড়া প্রাণ যা'বার কি নয়?
আর কেন কাটা ঘায় লবণের ছিটা?
(দেবীর উদ্দেশে)
হেমা গণেশ-জননি, কি হেতু দিতেছ
হেন তাপ? কি ক'রেছি অপরাধ পায়? (রোদন

কন্যা। কেন ছন্নমতি মা গো, ত্যজ বৃথা শোক,
বুদ্ধিমতী তুমি, মাত্র দুই দিন হেতু
মাটীর নির্ম্মিত দেহ এই, ইহা দিয়া
কোন মতে পারি যদি তোমা রাখিবারে
(অশোধ্য জগতে সদা পিতৃ-মাতৃ-ঋণ)
বৈকুণ্ঠ ভুঞ্জিব;—হাঁ মা, কেন সাধ বাদ?
(পিতার প্রতি)
পিতঃ, মা আমার চির মায়ার মুরতি,
মায়ার কারণে তাঁর ফাটিতেছে প্রাণ,
তুমি তো সুধীর বট, যাচি করযোড়ে,
প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ গো বিদায়।

ব্রাহ্মণ। বধির—বধির হও শ্রবণ আমার!
আর এ দারুণ কথা না পারি শুনিতে,
মর্ম্মের নিভৃত স্থলে বাজিছে বিষম!
বজ্র, উল্কা, কালঝড়, নাচ চারিদিকে,
ছিঁড়ে ফেল জীবনের গ্রন্থি, ভেদ' মর্ম্ম,
এখনি উড়াও প্রাণ, পুড়ে যা'ক দেহ,
এ ভীষণ দৃশ্য আর নারি হেরিবারে।

[কুন্তীর প্রবেশ]

কুন্তী। কহ, কি হেতু এ শোক? ক্রন্দনের রোল
শুনি এসেছি জানিতে, একি আচম্বিতে
কিসের কারণে সবে করিছ রোদন?
কহ, সাধ্য যদি হয়, করিব মোচন।

ব্রাহ্মণ। বড়ই দুর্ভাগা, মাগো, কি কব সে কথা।
বক নামে নিশাচর—শুনেছ কি নাম?
বড়ই দুর্জ্জয়—বড় উপদ্রব তার।
করারে আবদ্ধ সবে আছি পালাক্রমে,
প্রতিদিন এক প্রাণী ভেটিতে তাহার।
পালাক্রমে মোর ঘরে আজি সে পঞ্চক!
কি করিব—কি হইবে—তাই ভাবি মনে,
চারিপ্রাণী আছি মাত্র—চারিপ্রাণী মাঝে
কারে দিব বলিদান?—কি হবে উপায়?
চারিদিক অন্ধকার—হেরি শূন্যময়—
বিষম বিপদ, মা গো, না জানি কি করি।

কেহ কারো মায়া নাহি পারে তেয়াগিতে,
সবে মিলে যাব তাই ভাবিয়াছি মনে।

কুন্তী। ভুল ভয়, কর চিন্তা পরিহার, এক
লাগি সবে কেন যাবে রাক্ষসের ঠাঁই?
নারী আমি—নারী ব'লে করো না সন্দেহ—
পাঁচপুত্র আছে মোর; ছাড় সে ভাবনা,
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণে।

ব্রাহ্মণ। ছি ছি! একি কথা কহ মাত, এই কি গো
বিচারিলা মনে? আছে অতিথি ব্রাহ্মণ
আশ্রয়ে আমার—ছার প্রাণ হেতু আমি
করিব এ কাজ? লোকে অযশ ঘুষিবে,
ইহকাল পরকাল যাইবে মজিয়া।
আত্মা দিয়া দ্বিজে রাখি—নহে অন্য কথা—
বেদবাণী। দ্বিজ দিয়া আত্মার রক্ষণ!
শুনিলেও পাপ অর্শে রোগ কটু বটে,
কিন্তু এ কটু ঔষধ তার নহেক ব্যবস্থা।
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ-বধে নাহি প্রতিকার,
এত কাপুরুষ—এত মূঢ় কি গো আমি,
ব্রাহ্মণকুমার তায় অতিথি আমার,
কুলাঙ্গার সম ছার প্রাণের মায়ায়,
কুলেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার।
নাহিক নরক-ভয়? কহ, কত দিন—
কতদিন তরে আর র'ব এ সংসারে?
এ পাপ ভুঞ্জিতে হবে যুগ যুগান্তরে।

কুন্তী। সত্য, জানি আমি, সত্য যা কহিলা তুমি।
মাতা আমি, মায়ের পরাণ মোর বটে,
আমার' পরাণ কাঁদে সন্তানের তরে ;
কিন্তু লোকের বেদনা—তায় শাস্ত্রবিদ্
ব্রাহ্মণ সুমতি তুমি—সহিব কেমনে ?
তাও বটে, আরো কেনো মম সুতগণ
মহাবলধর সবে, মহা-পরাক্রম,
রাক্ষসে খাইবে ইহা না ভাবিও মনে।
দেখিয়াছি—নহে বহুদিন—সে ঘটনা
এখন' জাগিছে যেন চক্ষের সমক্ষে,
অবহেলে নিশাচর করিল সংহার।
পাঁচ পুত্র—নহে সেই সে কারণে শুধু,
শত পুত্র হইলেও মায়ের নিকটে
নাহি পুত্রে অনাদর। শান্ত হও, ধীর,
ভয় ত্যজি রহ গৃহে সুস্থিরে সবাই।

ব্রাহ্মণ। হেন হেরি নাই কোথা, নহে কাহিনীতে
শুনিয়াছি কভু ; আছি মূকের সমান,
না সরে বচন ! একি দেবীর ছলনা !
মা গো, মানবীর বেশে কে তুমি ললনে ?
না পারি চিনিতে আমি, অচিন্ত্য মহিমা
হেন নাহি কভু শোভে মানবী-শরীরে।
এত দয়া—হৃদয়ের উদারতা এত
কে কোথা দেখেছে মর্ত্ত্য রমণী-চরিত্রে ?
কে তুমি, জননি, শুনি ব্রাহ্মণের দুঃখ,

দুঃখ-বিনাশিনী রূপে দুঃখ বিনাশিতে
অভাগার পর্ণশালা করেছ পবিত্র ?

কুন্তী। কেন ভ্রান্তমতি—কেন পাশর আপনা ?
আশ্রিত তোমার দেব, পালিছ যতনে,
দাঁড়াবার স্থল মোর নাহি ছিল কোথা,
দয়া করি নিজালয়ে দিয়াছ আশ্রয়।
কেমনে শোধিব সেই ধার ? অকারণ
চিন্তা কর দূর, কর এই আশীর্ব্বাদ—
এক পুত্র যায় যদি, আর চারি জনে
এই মত পারে যেন দেহ-বিনিময়ে
লভিতে অক্ষয় স্বর্গ দিব দ্বিজ কাজে।

(কুন্তীর প্রস্থান।)

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) এ কি দৃষ্টি-বিপর্য্যয়! এ কি প্রহেলিকা!
অথবা কি চারুরুচি কল্পনার খেলা!
না এ দেবীর ছলনা! কি তবে ? মানবী!
অসম্ভব হেন ? কিন্তু কে যে এ রমণী
না পারি বুঝিতে। এত দয়া পরহেতু!
তাই ভাবি মনে একি দেবী না মানবী!

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপূর্ণ ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

বকাসুর ও বিকটরসনা।

বক। কৈ কৈ কৈ?

বিকট। ঐ ঐ ঐ।

বক। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্।

বিকট। লিক্ লিক্ লিক্।

বক। লিক্ লিক্ কি—তুই রক্ত পেলি?

বিকট। পাই না পাই জিভটে মেলি।

(জিহ্বা আস্ফালন)

বক। ছি ছি ছি!

বিকট। কি কি কি?

বক। মেয়ে মানুষের সাত হাত নোলা!

বিকট। পুরুষ গুলোর কি জিভটি ছোলা!

বক। অত খায় না পুরুষ লোকে!

বিকট। তা বটে তো নাকে শোঁকে।

বক। পুরুষেরা তো মরে খেটে।

বিকট। থাকেন দাঁতে কুটো কেটে।
সাতবেলা সে কুঁড়ে পাতর
না হলে যে গলে গতর!

বক। (ইতস্ততঃ করিয়া বিকটরসনার গালে হাত দিয়া)
চুপ চুপ চুপ—আসচে ঐ,
আর করিস্ নে কেঁই মেই।

বিকট। বটে বটে—আন্‌না ওর মুণ্ডু কেটে।

বক। কি খাবি তুই—কি খাবি তুই?

বিকট। আর তো কিছু নাহি খাবো,
দশমেসে পেট ফেলে দেবো।

বক। কেন কেন এ কারখানা?

বিকট যে বা তোমার ব্যাক্‌খানা?

বক। সে সব কথা ছাড়রে, হাবি,
বল্ এখন তুই কোন্‌টা খাবি।

বিকট। অরুচির মুখ—অরুচির মুখ,
কল্‌জে আনগে চিরে বুক।

বক। তাই আন্‌বো—তাই আন্‌বো,
এখনি তাই আন্‌তে যাবো।
বল্ দেখি কি আমি খাবো।

বিকট। খাবার জন্তে ভাবনা কি,
মাথা খুলে খাও না ঘি।

বক। কি কি কি?

বিকট। মরণ আর কি,—ঘি ঘি ঘি।

বক। হি হি হি!

বিকট। রক্ত খাওগে ভেঙে মাজা।

বক। বেশ ব'লেচিস্ বড্‌ডো মজা!
রক্ত খাবো তাজা তাজা।

তা ধিন্ ধিন্ যুগল বাজা।

বিকট। চর্ব্বি বসায় মজ্‌বে ঝোল,
মাথার হ'বে অম্বোল,
ছিঁড়ে আনবো নাড়ি ভুঁড়ি
বাসি খাবো চড় চড়ি।

বক। (বিকটরসনার দাড়ি ধরিয়া)
ওরে আমার বড়াই বুড়ি!

(বিকট নৃত্য)

(দূরে ভীমকে দেখিয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ অন্তরালে গমন ও তৎপ্রতি লোলায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ)

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম। বড়ই পীরিতি যদি পাই অবসর
দেখা'বারে বাহুবল। হলো বহু দিন,
যত দিন আছি এই অজ্ঞাত নিবাসে,
যত দিন করিয়াছি হিড়িম্ব নিধন,
সমরের নাম মাত্র পশেনি শ্রবণে;
জড়ের মতন আছি বাহু গুটাইয়ে।
দাদা সদা করে মানা, তেঁই ভয় বাসি,
নহে এখন' কি—এখন' কি দুর্য্যোধন
শোভে কভু মণিময় রাজছত্র-তলে?
অথবা সে কভু মুকুট-ভূষিত-শির
রহে তার দেহে—ভীম থাকিতে জীবিত?

(কিঞ্চিৎ পরিক্রমণানন্তর)

থাক্, বৃথা আলোচনা এ সব এখন।

উপস্থিত মহানন্দ মোর—আসিয়াছে
সুসময়—মাতৃ-আজ্ঞা—ব্রাহ্মণ-উদ্ধার—
রাক্ষসে মারিয়া পুরী করিব রক্ষণ।
কোথা দুষ্ট নিশাচর—কোথা সেই বক?
বড় না প্রতাপ তার—বড় না দুর্জ্জয়?
কই? কোথা দিল রড়? নাহি কেন সাড়া?
ভীম আমি আসিয়াছি, তাই জেনে বুঝি,
লুকাইয়া আছে কোথা পরাণের ডরে।

(বকের উদ্দেশে)

অরে রে পাষণ্ড দুষ্ট নিশাচর-গ্লানি!
কোথায় আছিস্ ত্বরা আয় আশু বাড়ি
লুকা'য়ে রহিলে নাহি পাবি রে নিস্তার,
কালান্তক যম তোর আসিয়াছে ভীম।

(তর্জ্জন গর্জ্জন)

[বকাসুর বিকটদনার প্রতি জনান্তিকে]

বক। আরে ম'লো একি ল্যাঠা!
কোথাকার ব্যাটা এটা?
লাগালে তো বড় ভামাষা,
বাগের ঘরে ঘোগের বাসা!
থাক তুমি খানিকক্ষণ হৃদ্‌পিঁজারায় মুরি,
এখনই আস্‌ছি ব্যাটার ভেঙ্গে আরি জুরি!

(প্রকাশ হওনান্তর)

কে রে ব্যাটা— কে রে ব্যাটা!
যমের দোরে পা বাড়িয়ে,

ডাক্‌চিস্ হাঁকচিস্ সাধ মিটিয়ে ?
প্রাণের ভয়টা নেইকো বুঝি ?

(হুহুঙ্কার করিয়া ভীমকে আক্রমণ)

বিকট। (নেপথ্যের অন্তরাল হইতে দৃষ্টি পূর্ব্বক)
বেশ! বেশ! বেশ!
বকের বেশ ছদ্মবেশ!
আমার প্রাণের পাখি, গুণের ঢেঁকি,
প্রেমের গুণ টান্‌বার কাছি ;
আমি নারী নয় কি ওরি সাধে ভুলে আছি ?
বেশ বক! বেশ বক!
শিগ্‌গির এস রক্ত নিয়ে খাই চক্ চক্।
মানুষ হ'য়ে এত আরি,
আর চোকে না দেখ্‌তে পারি।
কি ব'লবো পেট্টা আছে,
যেতে পাচ্চিনে ওদের কাছে,
নৈলে ব্যাটার বুকের ছাতি
ভাঙ্‌তুম মেরে একটা নাতি।
আর কিন্তু দেরি সয় না,
খুলে আনি কল্‌জে খানা।
নোলায় জল পড়্‌চে ভারি,
নোলা আর রাখ্‌তে নারি।
রক্ত নিয়ে আয় রে বক।
নোলা কচ্চে সক্ বক্।

ভীম। ভীম আমি—ভীম বাহু মোর, নাহি জান,

চাগিপায়—মোর সাথে যুঝিবার সাধ!
নিতান্ত উঠেছে পাখা মরিবার তরে।
ভাল ভাল—আন্ গাছ, আছি দাঁড়াইয়ে,
কত বল ধরে দেখি রাক্ষসের বাহু।
নিত্য নিত্য প্রাণী মারি বেড়েছে বড়াই,
ভীম হাতে আজ তোর নাহিক নিস্তার।

বক। বড় তোর আস্পর্দ্ধা, বড় বাড়াবাড়ি,
র' ব্যাটা আর খানিকক্ষণ পাঠাই যমের বাড়ি,
গাছ মালুম লাথে লাথ,
তবু ব্যাটা ক'চ্চিস্ জাঁক!
ভাল—ভাল! আন্‌চি গিয়ে পাতর তুলি,
দিচ্চি গুঁড়িয়ে মাতার খুলি।

(শিলাগ্রহণ)

ভীম। তুচ্ছ তুই, রাক্ষস-অধম, তোর সনে
না সাজে সমর, হীন জনে মারি সদা
বেড়েছে বড়াই; নহি হীন জন আমি,
এখনি ভাঙিব আরি। নিমেষের কালে
মেদে তোর পৃথিবীর বাড়া'ব শরীর।

(উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে এক দিক্ দিয়া নেপথ্য-
শালার ভিতরে প্রবেশ। অন্য দিক্ দিয়া
বিকটরসনার প্রকাশ।)

বিকট। বেশ হ'য়েচে! বেশ হ'য়েচে!
ভারি রণটা বেঁধে গেচে।
এলো এলো এলো ব'লে।

খুলি খানায় রক্ত ঢেলে,
খাব আমি চক চক;
বক আমার বেঁচে থাক!

(পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করতঃ)

আ মলো' রে একি পোড়া।
কোথাকার এ হতচ্ছাড়া!
দেখ্‌তে দেখ্‌তে বন খানা হ'য়ে পড়্‌লো মুড়ো,
বড় বড় শালগাছ পিঠে হ'লো গুঁড়ো,
তবু ব্যাটা হয় না সড়!
শিলের রণটা গেচে চুকে,
এখন যুদ্ধ বুকে বুকে।
রাক্ষস মানুষ নেইকো জ্ঞান,
যুদ্ধ ক'চ্চে সমান সমান!

(সাগ্রহে পুনর্দৃষ্টির পর)

সাবাস্ সাবাস্ বক! আচ্ছা রণে পটু!
বেশ পেড়েচ মিন্সেটাকে বুকে দিয়ে হাঁটু;
আর দেরি ক'রো না।
আর দেরি করো না, কপাটপানা, বুকটো ফেল খুলে,
টাট্‌কা টাট্‌কা, রক্তভরা, কল্‌জে খানা তুলে—
আন কল্‌জে খানা তুলে।
আ মরি কি স্বাদের মজা তার।

(ক্ষণেক নিস্তব্ধ দৃষ্টির পর)

ওমা ওমা এ আবার কি?
মানুষ ব্যাটা উঠ্‌লো ঝাঁকি।

বক পল্লো চিত্‌হয়ে নীচে,
মানুষটো তার বুকে নাচে।
কি সব্বোনাশ! কি দেখি চোখে,
গাঁজা ওটে বকের মুখে,—
রক্ত পড়ে ঝলক ঝলক,
চোখেতে না নড়ে পলক,
জিভ্‌টে প'ল্লো বাইরে এসে!
ওমা আমার কি হলো শেষে! (রোদন)

(নেপথ্যে অন্য দিক হইতে টলিতে টলিতে আসিয়া বকাসুরের পতন।)

বক। ওঃ!—জ—অ—অ—ল!
মো—লু—উ—ম,
কি হলো—রে—এ—এ,
জ—অ—অ—অল! (মৃত্যু)

(বিকটরসনার বিকট রোদন ইত্যাদি)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

গাহিতে গাহিতে চারিজন সখীর প্রবেশ।

গীত।

বসন্তবাহার—জলদতেতালা।

বসন্ত আওল, কানন শোভল
ফুল্ল ফুল্ল ফুল-রাগে,
মলয় সমীর চুম্বই পরিমল
বিলায়ত অনুরাগে।
কোয়েলা কুহরে, মধুরে মধুরে,
বিরহীজন-দুরন্তে।
আও অওলো সখি, কাঁহা প্রিয়সহি,
ঢুঁড়ই চল বনান্তে,
বনান্তে বসিয়ে সহি কাহে এ বসন্তে।

১-সখী। দেখ দেখ সই হেলিয়ে দুলিয়ে,
নাচিছে কেমন মাধবী লতা।

২-সখী হেসে হেসে হেসে রসের আবেশে,
সহকার সনে কহিছে কথা।

৩সখী। এ দিকে দেখ না, রাগরঙ্গভরে
ফুটেছে কেমন মল্লিকে ফুল।

৪-সখী। সাধে কি ফুটেছে? মাঝে মাঝে মাঝে
অই যে উড়িছে ভ্রমরাকুল।

১-সখী। যা বলিলি সই, বসন্ত এয়েছে
বসন্তে ফুটেছে সকল কলি।

২-সখী। ফুটবে না কেন? মনের মতন
যুটেছে সবার সাধের অলি।

১-সখী। কিন্তু প্রিয়সখী ফুলসম তনু
ফুটিল না হেন বসন্ত মাঝে;
কবে বা ফুটিবে—কেমনে ফুটিবে
কোথা সে মিলিবে অলির রাজে?

৩-সখী। সখীর আমার সোণার শরীর
ভাবিয়ে ভাবিয়ে হ'য়েছে কালি,
এ হেন বয়স—এ হেন লাবণ্য
চিন্তায় সকলি দিয়াছে ঢালি।

১-সখী। কে জানে পিতার মতি, ভয়ানক পণ,
হেন স্বয়ম্বর প্রথা শুনিনি শ্রবণে,
কত দূর উচ্চ সেই রাধাচক্রস্থান,
তার মাঝে আছে মীন, নীচে জলপাত্রে
ছায়া মাত্র হেরি তার কাটিয়া পাড়িবে
একচক্ষু—অসম্ভব—মানুষের সাধ্য
একি কভু? কে দিল এ বিষম মন্ত্রণা,
উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েছে পিতা!

৪-সখী। সেই দিন হ'তে
(বালিকা নহে তো সখী) আহা দিনে দিনে·

আরো যেন মনোদুখে যেতেছে শুকায়ে।

১-সখী আমি জানি—নহে একদিন—শুয়ে শুয়ে
কত দিন কাঁদে সখী একেলা বিরলে।

৩-সখী। আরো সেই সে কারণে, বুঝি, আজ কাল
নিয়ত অঞ্জলি দেয় কৃষ্ণের চরণে।
শুনেছিনু কৃষ্ণ বড় ভালবাসে তাঁয়;
কিন্তু এতদিনে নাহি ত করিল দয়া
দয়াময় হরি।

১-সখী। ভাল বলিলি সজনি, বোধ হয় সখী
এতক্ষণ পূজিতেছে শ্রীমধুসূদনে।
চল সেইখানে যাই। কি কাজ হেথায়
আর? দ্রৌপদীর সঙ্গী মোরা চিরকাল।

গীত।

বেহাগ—দাদ্‌রা।

কাস্‌লো মধু পরাণবঁধু
জুট্‌লো যে যার মনের মত।
ফুলটি ফুটে সরম টুটে
চাইচে অলির পানে কত।
বায়ুর সনে অবশ প্রাণে
খেল্‌চে খেলা লতা যত।
মধু কি যাবে, কুচ ফুরাবে
রবে কি আশা মরম-গত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানের অপর প্রান্ত—কৃষ্ণকুঞ্জ।

দ্রৌপদী পূজায় নিরত।

স্তব।

বরাড়ি—ঠুংরি।

জয় জগবন্দন সত্যসনাতন
জয় জয় গোলোকবিহারি,
জয় দুর্গতিহারক ভুবন্যাদি পালক
জয় ভবজলধিকাণ্ডারি।
জয় কমলাজীবন শ্রীমধুসূদন
জয় হৃষিকেশ বনমালি,
জয় শঙ্খচক্রধারী মুকুন্দমুরারি,
জয় ভীমবাহুবলশালী।
জয় জগদীশ্বর ব্রহ্ম পরাৎপর
কুরু দেব করুণা সুদীনে,
দেহি পদাশ্রয় হরি দয়াময়
প্রণমতি কিঙ্করী চরণে।

গীত।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেন গো ছলনা এত করুণানিধান।
এ দাসীরে দয়া করি দেহ শ্রীচরণ।
তব পদ ভিখারিণী
দ্রৌপদী অনাথিনী

কেন তারে প্রবঞ্চনা
কর নারায়ণ ?
তুমি গো অখিলপতি
পূজে তোমা উমাপতী
রবি শশী করে নতি
ও কমল পায় ;—
মূঢ়া আমি কিবা জানি,
একান্ত তব অধিনী
বারেক দুখিনী ব'লে
কর নিরীক্ষণ।

দয়াময় ! কেন এত নিদয় দুখীরে ?
দয়ার আধার তুমি দেব। সৃষ্টিস্থিতি
তব দয়া লাগি, এ বিশ্ব জগৎকাণ্ড
তোমার দয়ার হেতু। নহে একবার,
দয়া ভাবি যুগে যুগে ধরিলা শরীর,
ভুঞ্জিলা জঠরজ্বালা হরিতে ভুভার।
তব দয়া না থাকিত যদি, বল দেখি
কেমনে বাঁচিত, দেব, পশুপক্ষী কীট
আর কীটাণু নিচয় ? জলে কিম্বা স্থলে
অথবা অনিলে সর্ব্বত্র বিরাজ তব,
সর্ব্বত্রই সুপ্রকাশ তোমার করুণা।
গায় শাখীশাখে পাখী তব দয়াগান,
কুসুমভূষণা লতা হেলিয়া হেলিয়া
প্রকাশে অটবী মাঝে দয়ার বারতা।
দয়ার সৌরভ বহে বিশ্বপ্রাণ বায়ু,
রবিশশী সেই কথা প্রচারে জগতে।

প্রতিদিন উষাসতী জাগায় মানবে
পূর্ব্বের দুয়ার খুলি, দেখায় সকলে
দয়ার ব্যাপার নব। ওহে দয়াময়,
বালুকার কোটি কোটি কণা কোটি কোটি
দয়ার নিশান। ক্ষুদ্র আমি, হীনবুদ্ধি,
স্বভাবতঃ মূঢ়া নারী দুর্ব্বলা অবলা
কেমনে বুঝিব দেব সার তত্ত্ব তব ?
দাসী ব'লে দয়া কর, তাই জানিয়াছি
দয়ার সুমর্ম্ম কিছু, দাসী প্রতি কেন
এ ছলনা ?

[নেপথ্যে গীত।]

বাউলের সুর।

(ও) দিন যাচ্চে চ'লে দয়াল ব'লে
ডাক দেখিবে বনের পাখি।
সে নাম সাধন হ'লে মোক্ষ ফলে
আর কি হেথা প'ড়ে থাকি।
নামের গুণে বধির শোনে,
অন্ধ পায় যে কমল-আঁখি,
(সে নাম) ভবের ভেলা, আয় এই বেলা
দয়াল বলে সবাই ডাকি।

হে দেব ! ঐ শুন সবে গাহিছে সুতানে
তোমার দয়ার গান। কেন না গাহিবে,
এ বিশ্ব দয়ায় বাঁধা। বিশ্ববাসী জন
কেমনে ভুলিবে সেই দয়ার মহিমা,
সংসার মরুর মাঝে তাপদগ্ধ প্রাণে

এক মাত্র যাহা শান্তি-সুধার নির্ঝর।
জনম দুখিনী আমি, জনম অবধি
নাহি জানি পিতা মাতা; নাকি যজ্ঞভূমি
দয়া করি অভাগীরে দিয়াছিলা স্থান,
তেঁই যাজ্ঞসেনী আমি, হায় সেইক্ষণে
কেন না পুড়িনু আমি যজ্ঞের অনলে?
দয়া করি তুলে নিল দ্রুপদ রাজন
দয়া করি কন্যাভাবে পালিল আমারে।
অনাথিনী আমি, তাই দয়া করে সবে,
তুমিও করিতে দয়া, সেই সে কারণে
নিজনামে দিয়াছিলে নাম—কৃষ্ণা আমি
কৃষ্ণ দয়ার প্রসাদে। ওহে ভগবন,
কি পাপে সহসা তবে ত্যজিলে আমারে।

(কমলার উদ্দেশে)

হে মা কমলবাসিনী কেশববাসনা
রমা, মাগো নিরাশ্রয়া দুখিনী তনয়া
তোর, ডাকে সকাতরে. কেন গো নিদয়া,
কেন না দাও উত্তর? রমণী তো তুমি,
ভাল বুঝ রমণীর মরমবেদন,
কি পাপে—কহ কি পাপে জনক জননী
দুজনায় দুখিনীরে ঠেলেছ চরণে!
ক্ষম দোষ, পরিহর রোষের কারণ,
অভাগিনী আমি মাতঃ নমি রাঙাপায়।

[ধীরে ধীরে "ওদিন যাচ্ছে চলে" ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে সখীচতুষ্টয়ের প্রবেশ]

এস এসগো সজনি এতক্ষণ সবে
কোথা ছিলে ভাই? জান না কি প্রিয়বস্তু
তোমাদের মত আর নাহি দ্রৌপদীর।

১-সখী। প্রিয় তুমি, সেই হেতু সবে প্রিয়জন
তব; নিজে যাহা দেখ অপরেরে তাই
এ কেবল তোমারই গুণ, নহে—

দ্রৌপদী। কেন আর লজ্জা দাও, কহ অন্য কথা,
কহ, শুনেছ কি পিতা কি চিন্তিলা মনে?
কি করিবে অতঃপর? কেহ দিলা কি গো
মতি ছাড়িবারে হেন সর্ব্বনেশে পণ?

৩ সখী। কি যে হয়েছে পিতার না পাই ভাবিয়ে
সহজে যে থামিবেন তাহাও না দেখি।
কিন্তু ভাবনা কি হেতু?

২-সখী। ভাবনা কি হেতু!
রাজকন্যা বিবাহেতে হবে স্বয়ম্বর,
রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হয় চির প্রথা—
অবশ্যই ভাবনার নাহি কিছু কথা;
কিন্তু এ যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত ব্যাপার
হেন শুনেছে কি কেহ? দেবের অসাধ্য
ইহা—কেমনে সাধিবে দুর্ব্বল মানুষে?

৩-সখী। সত্য, জানি আমি সত্য, কিন্তু বল দেখি
ভাবনায় কিছু কিগো আছে উপকার?

কেন তবে মিছা মিছি হও নিজে সারা,
সোণার শরীর কেন ভেবে কর মাটি?

৪-সখী। এল সন্ধ্যা, এখনই আসিবে আঁধার,
বহু স্থানে খুঁজে খুঁজে পাইয়াছি দেখা
চল গৃহে ফিরি ত্বরা, বিলম্ব হইলে
কি জানি বা অন্বেষণ করেন রাজন।

দ্রৌপদী। চল তবে প্রণমিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে
চল সবে গৃহে যাই আজিকার মত।

(সকলের প্রণাম ও গমন।)

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকা।

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী পাশাক্রীড়ায় রত।

রুক্মিণী। ছি ছি হরি, লাজ কিহে নাহিক তোমার
বিস্ময় মেনেছি এবে হেরি তব কাজ।
মুখেতে বড়াই মাত্র, হার প্রতিহাত।
এই তো মরিল ঘুঁটি—ছয় তিন নয়—
আর কিবা দেখ চেয়ে, এই ফের জিত!
ছি ছি! সরমেতে মরি, লজ্জার ঘাটে কিগো
ধোও নাই মুখ—পুরুষ নিলাজ এত!

প্রীতি হাতে হার যদি, কহ কি সাহসে
খেলিবারে এস তবে রুক্মিণীর সনে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন—কেন মানময়ি, অধীনের প্রতি
এতেক গঞ্জনা? কহ কিবা অপরাধ!
হারিয়াছি সেই হেতু দাও লজ্জা হেন,
পরম শ্লাঘার কথা সে তো, তুচ্ছ খেলা
কোন্ কথা,—কহ, কেনা জানে চিরদিন
রুক্মিণীর রাঙাপায় কৃষ্ণ পরাজিত।

রুক্মিণী। কথায় বড়ই দড়, এই তো কারণে
চিরদিন শ্রীচরণে করেছ কিঙ্করী।
চঞ্চলা আমার নাম, কিন্তু প্রেমডোরে
অচঞ্চল ভাবে বেঁধে রাখিয়াছ পায়।
নারীকুলে ধন্যা আমি, ধন্য ভাগ্য মম,
শিবের আরাধ্য পদ সেবি দিবা নিশি।

শ্রীকৃষ্ণ। রাখ অন্য কথা, বৃথা যাইছে সময়,
পাত ছক, এস পুনঃ খেলি দুজনায়।

রুক্মিণী। (সহসা উদ্বিগ্নভাবে)
থাক, নাথ, একি অকস্মাৎ কেন মন
হইল চঞ্চল? নারি বুঝিবারে কেন
শরীরের রোম সব উঠিল শিহরে?
কেন হেন পড়ে মনে গোলোকের কথা,—
লক্ষ্মীনারায়ণ-রূপ, লক্ষ্মীনারায়ণ-
প্রিয় ভক্তজনগণে, কি হলো সহসা?
কেন অকস্মাৎ নয়নের প্রান্ত হতে

ঝরিল সলিল—কেন উচাটন মন?
এত ভাল বাসি যে তোমায়, ভুলে যাই
সংসারের সব কথা হেরিলে ও মুখ,
তাও কেন আর পুনঃ নাহি লাগে ভাল?
লুকায়ে হিয়ার মাঝে কাঁদিছে পরাণ,
না পারি হইতে স্থির। দেব, জান যদি,
কহ, কি হেতু এ ভাবান্তর! কাঁদে কি গো
আমা লাগি কেহ মোর সংসার-পীড়নে?
কেন মোর পরাণ অস্থির?—

শ্রীকৃষ্ণ। এত দয়া—
এত দয়া তব হৃদি-মাঝে! একবার
ডাকিয়াছে সকাতরে, তাই তুমি আর
না পার হইতে স্থির—চক্ষে বহে জল!
সকলি আশ্চর্য্য তব, আশ্চর্য্য এ শিক্ষা
দিলে আজি। প্রাণপণে ডাকিয়াছে মোরে
এতদিন, একটি বারের তরে কভু
না দিছি উত্তর, প্রাণ কাঁদিনি আমার,
তবু লোকে সদা মোরে বলে দয়াময়।

রুক্মিণী অনন্ত তোমার লীলা, লীলাময় তুমি,
দাসী আমি কি বুঝিব? কিন্তু নারায়ণ,
পড়ে মনে দ্বাপরের সেই সব দিন,
পড়ে মনে বিচিত্র দয়ার কথা তব।
ভয় বাসি পাড়িতে সে সব আর। কহ
কে স্মরিছে দুঃখে পড়ি লক্ষ্মীনারায়ণে।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনেছতো দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর পণ
শুনেছত কতবড় অসম্ভব সেই—

রুক্মিণী। শুনিয়াছি। বুঝিয়াছি এতক্ষণে বটে
হতাশ ভাবিয়ে তাই কাঁদিছে দ্রৌপদী।
ছি ছি নাথ, বড় না সে কৃষ্ণপরায়ণা
সেই হেতু বড় না সে ভালবাস তায়,
কেমনে রয়েছ স্থির, কিবা বিবেচনা!
এতই পাষাণ কিগো পুরুষ-প্রকৃতি।
নারী আমি, বুঝি তাল নারীর বেদন
কত যে যাতনা তার, কি জানিবে তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ। আর দিওনা গঞ্জনা, কিন্তু ভেবে দেখ,
কার্য্য আমি, বুদ্ধি তুমি কার্য্য প্রবর্ত্তিনী;
কোথা থেকে হবে কার্য্য বুদ্ধি না জুটিলে?
ভাল বাসি দ্রৌপদীরে নাহি আন তায়,
ভালবাসি বলে তার দিব যোগ্যবরে;
খুঁজিয়াও রেখেছি সে বর। শুনিবে কি—
শুনিবে কি প্রিয়ে কেবা সেই ভাগ্যধর।—
অর্জ্জুন—অভেদ-আত্মা সুহৃদ আমার।

রুক্মিণী। মনে মনে এত ঘোট, এতেক কল্পনা!
অসাধ্য তোমার কিবা? সৃষ্টিপ্রাণ তুমি,
তর্জ্জনী হেলায়ে পার, চাহ যদি পুনঃ,
দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড নব গঠিতে আবার।
কিন্তু এত মনে যদি, বিলম্ব কি হেতু
হবে তার?

শ্রীকৃষ্ণ। ভ্রাতৃসহ ভিখারীর বেশে,
অজ্ঞাত নিবাসে বাস করে ধনঞ্জয়,
এ সম্বাদ নাহি জানে ভটি, সয়ম্বর—
বার্ত্তা কে দিবে লইয়া?

রুক্মিণী। ইচ্ছাময় তুমি,
ইচ্ছ যদি, পাঠাইতে পার তো কাহাকে।

শ্রীকৃষ্ণ। আছে যুধিষ্ঠির, অবিহিত যাকে তাকে
পাঠান সেখানে, কিন্তু আছে এক লোক।
ব্যাস ভিন্ন যোগ্য পাত্র নাহি দেখি আর,
বড় ব্যস্ত মুনিবর পুরাণ লাগিয়া
সন্দ হয়, যান কি না যান তিনি, তবে
আছে এক কাজ—ডাক দেখি প্রবৃত্তিরে।

রুক্মিণী। অদ্ভুত তোমার কার্য্য বাড়ে কৌতুহল,
তারে কিবা প্রয়োজন?

(রুক্মিণীর প্রবৃত্তিকে স্মরণ)

মূর্ত্তিমতী প্রবৃত্তির প্রবেশ।

প্রবৃত্তি। কেন—কেনগো জননী, হেন অকস্মাৎ
করিলা স্মরণ? ছিনু দেবলোকে সুখে
অমরা-বাঞ্ছিত চারু নন্দন কাননে
পারিজাতসুবাসিত শচীহৃদি-মাঝে,
কেন ডাকিলে জননী? করি নমস্কার।
পিতঃ কহ, কি নিয়োগ দুহিতার প্রতি।

শ্রীকৃষ্ণ। কার্য্য হেতু ডাকিয়াছি তোমা, কার্য্য হেতু

যাও সাবধানে ব্যাসের আশ্রম-দেশে।
পুরাণ রচনে আছে ব্যস্ত মুনিবর
সবধানে পশ গিয়া তাঁহার হৃদয়ে।
যেন সর্ব্ব কর্ম্ম ছাড়ি রজনী-প্রভাতে
একচক্রা-অভিমুখে করেন গমন।
আছে পাণ্ডবেরা তথা, তাদের গোচরে
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর লক্ষ্য-ভেদ আদি
একে একে সংগোপনে করেন প্রকাশ।
—বার্ত্তা দিয়া নিয়ে যেতে হন যত্নপর।
যাও বৎসে অবিলম্বে সাধি এস কাজ,
কার্য্য শেষে যেও নিজ ঈপ্সিত প্রদেশে।

প্রবৃত্তি। জনক জননী দোঁহে কর আশীর্ব্বাদ
এখনি সাধিব আজ্ঞা চরণ প্রসাদে।

(প্রবৃত্তির অন্তর্দ্ধান)

রুক্মিণী। ভাল খেলা জান তুমি হরি, দ্রৌপদীর
ভাল হয় এই আমি চাই, কাঁদে প্রাণ
তার লাগি, মনোবাঞ্ছা পূরাও তাহার
বড় ভক্তিমতী বাছা আমা দুজনার।

চতুর্থ দৃশ্য।

ব্যাসের আশ্রম প্রদেশ।

চতুর্দ্দিকে নানাবিধ গ্রন্থখণ্ড ও লিখন সামগ্রী

ব্যাস চিন্তায় নিমগ্ন।

গীত।

কেদারা—সুরফাক্তাল।

দীন পানে চাও হে অনাথ নাথ, পূর্ণ কর হে আশ,
আলো তুমি মোহ-অন্ধকারে।
কি আর বলিব সকলি জানিছ হে,
আকুল এ হৃদয়ের ভারে।
কাঁদি হে দিবা নিশি পড়িয়ে দুস্তরে,
তোমা বিনা কেবা আর তারে।
যাতনা সহেনা তোমা বিনা আর হে,
দ্যাখা দাও দ্যাখা দাও কাতরে।

হলো বহুদিন, কবে যে ফলিবে শ্রম,
কবে যে করুণাময় করিবেন দয়া!
অথবা এ বৃথা চেষ্টা, হবে কি না হবে
তাই বা কে জানে? কার সাধ্য বুঝে উঠে
বিধির বিধান? ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্রাশয়ে

মাতি ঘুরিতেছি চিরকাল, বৃথা মোহ,
বৃথা মরীচিকাময়ী আশার ছলনা।
পঙ্গুপদ হয়ে চাই লঙ্ঘিবারে গিরি।
অথবা—
অনর্থক নিরাশারে কেন আনি ডেকে।
ভ্রান্ত আমি, বাঞ্ছা মনে অমর-নগর
সৃজিবারে একদিনে, অসম্ভব ইহা।
সকলি কালের বশ, কালে সব হয়,
কালেও ফলিতে পারে ব্যাসের দুরাশা।
জগতের বিচিত্রতা কিছুতেই নাই।
যতনের অবশ্যই আছে পুরস্কার।
অবশ্যই দয়াময় হবেন সদয়।
অন্য আশা নাহি রাখি,—বেদে যাঁকে বলে,
নানাগতে নানা ঋকে যাঁর গুণ গায়,
সেই সে অচিন্ত্য ধ্যেয় মহাপুরুষের,
কথাচ্ছলে, গুণগান করিব পুরাণে।
বীরিঞ্চি-বাঞ্ছিত সেই রাজীব চরণ
প্রাণপণ যতনের ধন নারদের
একমাত্র সে চরণ ভরসা আমার—
সেই মাত্র ভরসায় বাঁধিয়াছি হাল,
চিরদিন অপুরন্ত র'বে কি গো আশা!
নাহি অন্য আশা—জগতের নরনারী
ভবিষ্য সন্ততি, অমজ্ঞান অন্নদৃষ্টি (হবে)
কেমনে সে মূলমন্ত্র শ্রবণে কেবল

অচিন্ত্য-স্বরূপ-চিন্তা করিবে ধারণা ?
সেই হেতু চাহি কিছু কথা-ব্যপদেশে
শিক্ষা দিতে বিধিজ্ঞান মানবের মনে ।
মূঢ় আমি—কিবা জানি বিধিজ্ঞানমর্ম্ম
কিবা সাধ্য শিক্ষা দিই অন্য পাঁচজনে
শিবের অজ্ঞেয় গুণ বর্ণিব কেমনে ?
অবশ্যই ধৃষ্টতার সুদৃষ্টান্ত ইহা ।
ধৃষ্টতার সুদৃষ্টান্ত আমি কোন্ মূঢ় ?
হীনশক্তি-হীনবুদ্ধি কোথাকার আমি ?
যাঁর গুণ নিজে তিনি করিবেন গান
অবলম্ব আমি মাঝে সুধু ; যন্ত্রী তিনি,
আমি মাত্র ভারবাহী যন্ত্রের বাহক ।
ভবনাথ, ভবজনে কর গো তারণ,
অজ্ঞজনে বুঝাইয়া দেহ গো মহিমা ।
ক্ষুদ্রশক্তি আমি, থাকি শ্রীচরণ তলে,
পুরাণ প্রচার ছলে জগতের কাছে
তোমার স্বরূপ গাই তোমার প্রসাদে ।

(কিঞ্চিৎ পরিক্রমণান্তর)

মনে মনে রচিয়া রেখেছি বহুভাগ,
পারি আরো রচিবারে নিমেষের মাঝে
কিন্তু মনে মনে থাকিলেতো, তাহে কভু
নাহি হবে কাজ, নাহিতো পুরিবে আশা ।
ভবিষ্য সন্ততি জন্য সেই সব কথা
লিপিবদ্ধ করে রাখা হতেছে উচিত ।

রচি পুনঃ লিখে উঠি—নাহিক শকতি,
লিপিপটু গণপতি আছেন স্বীকৃত
লিখিবারে, চতুর্হস্ত—তেঁই ভয় বাসি
ভয়ের কারণ বটে প্রতিজ্ঞা তাঁহার;
একমুখে কেমনে বা রাখিব ব্যাপৃত
অতি দ্রুত চারিহস্ত তাঁর! তাও বটে,
কিন্তু তার আছে প্রতীকার, পণে বদ্ধ
করিয়াছি তাঁর, যা বলিব, নাহি বুঝি
নাহি কভু লিখিবারে হবেন সক্ষম।
অতি বুদ্ধি ধরে কিন্তু পার্ব্বতীর সুত,
কেমনে বা ঠকাব তাঁহারে? পরাজয়
মানি বুঝি, মনোব্রত হবে উদযাপিতে।
শ্রীহরি ভরসা মোর, শ্রীহরি প্রসাদে
মাঝে মাঝে রচি শ্লোক বড়ই কঠিন
'ব্যাসকূট' নাম তার দুর্বোধ্য জটিল
প্রতারিব লম্বোদরে, পাব অবসর
ততক্ষণে মনে মনে রচিব অনেক।
হে দুর্ব্বলের বল দেব বাঞ্ছাকল্পতরু,
পুরাও ব্যাসের বাঞ্ছা এ মিনতি পদে।

(মৌনাবস্থিতি)

[প্রবৃত্তির প্রবেশ।]

প্র। ভ্রমেছি অনেক দেশ, কিন্তু হেরিয়াছি
এ হেন সুরম্য স্থান শান্তিনিকেতন

নন্দন-কানন-পঙ্ক্তি শোভা মনোহর
সামান্যই অন্য কোথা। মরি, দেবলোভা
এ শোভা সুন্দর। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, রোষ
নাম মাত্র নাই; ভেক সুখে নিদ্রা যায়
ভোগীসহ, ভ্রাতৃভাব বিরাজিত সদা।
দুর্ব্বলের প্রতি বল নাহি প্রবলের,
সিংহশিশু খেলা করে মৃগশিশুসনে।
শব্দমাত্র নাহি কোথা শ্রুতিবিঘ্নকর,
শান্তির বিরামস্থল। কোথাও কেবল
অদূরে তটিনী এক ঝর ঝর ঝরে
গায়িছে মঙ্গল গান। আশ্রমপাদপ
আরামে রাখিতে তার তলবাসী জনে,
ভানুরে দেখাতে ভয়, ধীরে শাখা নাড়ি
আশ্রমের গম্ভীরতা করিছে ঘোষণা।
মগ্ন আছে মুনীশ্বর পুরাণ-চিন্তনে
তাই বুঝি ভয়ে বায়ু বহে সাবধানে।
সকলি সুশান্তিপূর্ণ। হেরি, মনে হয়
ধূর্জ্জটীর মনোহর কৈলাস কানন
নিভৃতদ্বিরেফ শান্ত নন্দীর শাসনে,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ ব্যাখ্যায়
নিরত নিমগ্ন যথা উমা উমাপতি।
অথবা মানস সর রম্য উপবন
কোটিকল্প যুগ ধরি দেব পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসি যথা আছেন নিরত

চতুর্ম্মুখে বেদপাঠে ওঁকার সাধনে।
বড় ভাগ্য আসিয়াছি হেন স্থানে আজি
বিলম্ব কিহেতু আর ? লভি পবিত্রতা,
সাবধানে পশি গিয়ে মুনিহৃদাসনে।

[প্রবৃত্তির অন্তর্দ্ধান]

ব্যা। এ কি !
সহসা এ চিত্ত কেন হইল উদ্বেল ?
কোথা গেল সেই ভাব গলিয়ে গড়ায়ে
ছিন্ন তুষারের প্রায় ? কিন্তু সত্য বটে,
কার্য্যহেতু আত্মভোলা ছিনু এতদিন,
এককালে ভুলে ছিনু পাণ্ডুসুতগণে !
বড় কষ্টে আছে পাঁচভাই, বড় কষ্টে
আছে কুন্তী সতী। ভাল হলো মনে হলো
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর—লক্ষ্যভেদ পণ
অবশ্যই ফাল্গুণীরে যেতে হবে নিয়ে,
তবে যদি যুধিষ্ঠির না হন সম্মত
ছাড়ি দিতে প্রাণাধিক সোদর অনুজে,
কুন্তীসহ পাঁচ ভাই যান যেন তথা
সুকৌশলে দিতে হবে হেন সুমন্ত্রণা।
আর তবে করিব না দেরি, যাই আমি—
এখনই যাই আমি, একচক্রা পুরে।
অহো কি আশ্চর্য্য ! কোথা পুরাণরচন
কোথা সংসারের কার্য্যে রতি ! মূঢ় আমি
কি বুঝিব, সকলি বিধির খেলা।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাঞ্চাল নগর—গৃহ-প্রাঙ্গণ।

নকুল ও সহদেব।

সহ। দাদা, চল যাই খেলিবারে। দুজনায়
চল যাই খেলি গিয়ে নগর ভিতরে।

নকুল। বড়ই বালক তুই—বড়ই অবুঝ,
দিন রাত্রি খেলা তোর, তবু খেলা খেলা!

সহ। কেন দাদা, কেন আজি কহ হেন ভাষা?
কেমন কেমন যেন হইয়াছ তুমি—
খেলিবারে নাহি মন—কি হেতু এ ভাব?

নকুল। নাহি অন্য হেতু, দাদা সদা করে মানা,
যায় প্রতিদিন তিন জনে ভিক্ষা হেতু,
এত বলি যাইবারে সাথে—জনে জনে
এত করে বলি, কেহই না যায় লয়ে।
জননী না দেন হ'তে গৃহের বাহির।
নাহি অন্য হেতু, সেই সে কারণে ভাই,
খেলিবারে করি মানা নগরে যাইয়া।

সহ। তাও বটে, সত্য কথা, নহে মিথ্যা এই,

আমিও তাহাই দাদা ভাবি মাঝে মাঝে।
ছিনু ভাল, ছিনু যবে একচক্রাপুরে;
ভিক্ষা হেতু এক সঙ্গে যেতেম সকলে,
মা দিত সাজায়ে তোমা আমা, পাছু পাছু
তাঁদের যেতেম দুটি ভাই, সন্ধ্যা হলে
ফিরিতাম পুনরায়, গৃহে আসি সবে
নমিতাম ধীরে ধীরে মায়ের চরণে;
মা করিত কত আশীর্ব্বাদ, সব কষ্ট
যেতেম ভুলিয়া। মুছাইয়ে মা তখন
দিত খাদ্য হাতে, খেতে খেতে দুই জনে
যেতেম ছুটিয়া, খেলিতাম কত খেলা;—
ছিনু ভাল, ছিনু যবে একচক্রাপুরে।
কেন বা আইনু হেথা, কোথা হতে সেই
বুড়ো বেটা গিয়ে এই ঘটালে জঞ্জাল।

নকুল। ছি ছি ছি ছি সহদেব, ছি ছি একি কথা!
এ হেন বচন নাহি শোভে তাঁর প্রতি;
গুরুজন তিনি মো সবার। দেখ নি কি—
দেখ নি কি কত ভক্তি করে তাঁয় মাতা,
কত ভক্তি করে তাঁয় দাদা তিন জনে;
হিতার্থী মোদের নাকি নাহি তাঁর মত।

সহ। যত তাঁর হিত ইচ্ছা বুঝিয়াছি আমি,
রাখ ও তোমার কথা। কত কষ্ট পরে
আছিনু একটু সুখে ব্রাহ্মণের ঘরে,
তাও তাঁর না সহিল প্রাণে; যুক্তি করি,

রাখিল চোরের মত আনিয়া হেথায়।
তখনই জানি আমি, দেখিনু যখন
পিছনে জটার গোছা ঠেকিয়াছে পায়
সুমুখে নেমেছে দাড়ি নাভির নিকটে,
শরীরের আধখানা গিয়েছে ঢাকিয়া,
মিট্ মিট্ করে চোখ ঝোপের আড়ালে
দুইটা জোনাকি যেন জলে থেকে থেকে ;—
যখনি দেখিনু দূরে সেই জটে বুড়ো,
তখনি বুঝিনু পুন ঘটিবে জঞ্জাল !
হলো তাই।—

নকুল। পুনরায় কহ সেই কথা !
পরম তাপস তিনি যোগীর প্রধান,
যোগকার্য্যে সদা তাঁর জীবন গোঁয়ায়
সংসার-বৈরাগী, তবে, মা বলেছে, তিনি
মোদের কল্যাণ হেতু, মাঝে মাঝে শুধু
যোগ ছাড়ি সংসারের কার্য্যে হন রত ;
বড় ভাল বাসে সেই আমা সবাকারে,
তাঁর প্রতি হেন কথা না হয় উচিত।

সহ। তাই যেন হলো, কিন্তু, কি জানি কি যাদু
তার ! কি দিলে মন্ত্রণা, ভুলে গেল মাতা,
ভুলে গেল দাদারা সকলে ; কত কান্না
কাঁদিল আসিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোঁহে।
রজনী না হতে ভোর, আসিনু চলিয়া।
পাইনু কতই কষ্ট চলিতে সে পথ,

হেরিনু নগর, হইল পীরিতি বড়,
ভাবিনু থাকিব সুখে; হায়রে কপাল
রহিনু আসিয়া কি না কুমোরের ঘরে!
হলো ঝালাপালা কান, নাহিক সময়—
দিন নাই রাত্রি নাই হাঁড়ি ঠক্ ঠক্,
একটু যে যাব কোথা খেলিতে বাহিরে—
জুড়াবে শ্রবণ—এবে তাহাতেও মানা।
চোরের মতন থাক গৃহেতে বসিয়া।
ইচ্ছা হয়, থাক তুমি—আমি না পারিব।

নকুল। সহদেব বড়ই অজ্ঞান তুই, ভাই,
মাতার নিষেধ যায়, জ্যেষ্ঠের নিয়োগ
তুচ্ছ খেলা তরে চাস্ লঙ্ঘিবারে তাহা!
এতই খেলিতে যদি সাধ যায় সদা,
হের ওই বালকেরা খেলিছে অদূরে,
ইচ্ছ যদি, খেল গিয়া ওদের সহিত।
আমি যাই গৃহে—

সহ। ও কথা বলো না, দাদা,
ওদের সঙ্গেতে ইচ্ছা না হয় খেলিতে।
নাহি জানে অস্ত্রখেলা; শুনে হাসি পায়,
বলে, ও খেলা খেলিতে নাই, ভয় হয়,
কোথায় কাটিবে অঙ্গ, বিষম বাজিবে
কোথা, হবে যন্ত্রণায় হইত অস্থির।
কি খেলা খেলিব তবে উহাদের সনে?

নকুল। চল তবে, চল গৃহে, মা রয়েছে একা।

[নেপথ্যে সন্ধ্যা-সঙ্গীত]

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

দিবস হইল গত, আসিছে সন্ধ্যা রমণী।
ডুবেছে পশ্চিমে ভানু, ধূসরে ছায় ধরণী।
সারিয়া দিনের কাজ, ফিরে সবে গৃহে মাঝ,
নিভিয়া আসিছে ক্রমে দিবসের লোকধ্বনি।
বিহঙ্গ ধরিয়া তান, গায়িছে সন্ধ্যার গান,
চক্রবাক চক্রবাকী আকুল সে রব শুনি।
আকাশে চাহিয়া দেখি, নলিনী মুদিল আঁখি,
কুমুদী হাসিল সরে হেরি দূরে নিশামণি।

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। এলো সন্ধ্যা, বিহঙ্গম পশিছে কুলায়,
প্রাণ-পাখিগুলি এখনো এলনা কেন
মোর! গগনে ফুটিছে তারা ধীরে ধীরে,
এতক্ষণে কেন নাহি ফুটিল আমার
নয়নের তারাগুলি হাসি হাসি আসি!
দুখিনীর ধন মরি ভ্রমিছে কোথায়?
কোথায় নকুল সহদেব দুই ভাই
কোথা গেল তারা? আহা বাছারা আমার
শিশু অতি, কি বা জানে দুখের বারতা,
ভুলে যায় সব কষ্ট খেলা যদি পায়,
খেলিছে কোথায় বুঝি দূরে।

সহ। (ছুটিয়া আসিয়া) হেঁ মা, হেঁমা,
দাদা কেন করে মানা খেলিতে চাহিলে?

নকু। ঘরে বসে খেলিতে তো করি নাই মানা,

সহদেব চায় গিয়ে খেলিতে বাহিরে,
তাই মা করেছি মানা, হেঁমা তুমি তো মা
নিষেধ করেছ হ'তে গৃহের বাহির।

সহ। হেঁ মা তোর মানা—তোরই মানা মা, তবে
আর না চাব খেলিতে।

কুন্তী। (উভয়ের মুখচুম্বন করিয়া) আসিয়াছে সন্ধ্যা,
বাহিরে থাকে না আর; চল গৃহে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও সহদেব আসীন।

অর্জ্জুন। ভিক্ষাহেতু গিয়াছিনু রাজপুরভাগে
দেখিয়া আসিনু তথা অপূর্ব্ব ব্যাপার—
মঙ্গল বাজনা কত বাজিছে সুতানে
গায়িছে গায়কবৃন্দ, নাচিছে নর্ত্তকী,
হয়, হস্তী, রথ, কোথা যোধ শত শত
কাতারে কাতারে এবে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
সাজাইছে রাজপুরী—সাজাইছে পথ

পল্লবে, কুসুমহারে অপরূপ সাজে ;
বায়ুসনে অগণন উড়িছে পতাকা।
রজনীর অন্ধকার করিতে হরণ
সারি সারি চারি পার্শ্বে করিছে প্রোথিত
দীপদণ্ড। নানা কার্য্যে ব্যস্ত নানা লোক।
জিজ্ঞাসিনু একজনে কারণ ইহার।
সে দিলে উত্তর "রাজার কুমারী কাল
হবে স্বয়ম্বরা, তাই সে উদ্যোগ এত,
বহুদেশ হতে বহু আসিবেন রাজা,
সভায় হয়েছে বড় অপূর্ব্ব সাজন।"
আরো শুনিলাম—
সে নাকি তামাসা বড়—লক্ষ্যভেদ পণ—
অবিরত ভ্রাম্যমান রাধাচক্র'পরে
বহু উচ্চে আছে এক মীন অবস্থিত,
নীচে রবে সভাতলে পাত্রপূর্ণ জল,
মীন-ছায়া পড়িবে তাহায়, হেটমুখে
তাই লক্ষ্য করি এড়িতে হইবে শর ;
একোদ্যমে মীনচক্ষু হইবে বিঁধিতে।
তবে সে দ্রুপদ তায় দিবেন কুমারী,
তবে সে পাঞ্চালী তার গলে দিবে মালা।
অপূর্ব্ব এ কথা এনু শুনে, দেহ আজ্ঞা,
বহুদিন হেরি নাই হেন রাজসভা
বহুদিন হেরি নাই বীরের মেলানি,
সামান্য বীরের কার্য্য নহে ইহা বটে,

ইচ্ছা হয় দেখিতে সে সভা, ইচ্ছা হয়
দেখিতে সে বীর, দেব, দেহ আজ্ঞা তাই,
পাঁচ ভাই মিলে কাল যাই সভা মাঝে।

যুধি। ধনঞ্জয়, অপরূপ অবশ্য এ কথা,
অবশ্যই ইচ্ছা যায় দেখিতে এ সভা,
কিন্তু—

ভীম। ইচ্ছা যদি, কেন 'কিন্তু' পুনরায়!
কিসের ভাবনা! না হয় না যাবে তুমি,
না যাবে নকুল সহদেব, দেহ আজ্ঞা,
ধনঞ্জয়ে সঙ্গে করি আমি যাব তথা।

নকুল। আমিও যাইব দাদা তোমাদের সাথে,
রোজ রোজ এত বলি না নে যাও মোরে
কাল কিন্তু ছাড়িব না আমি।

সহ। আমি বুঝি
রব ঘরে, আমাকেও যেতে হবে নিয়ে।
(কুন্তীর প্রতি)
হঁ্যা মা তুই দিবিনে পাঠায়ে?

কুন্তী। কোথা যাবি—
কোথা যাবি সবে মিলে মায়েরে ছাড়িয়ে?
দুখিনী সন্তান তোরা—ভিক্ষান্ন-পালিত—
কি কাজ তোদের গিয়া রাজার সভায়,
ভয়ে মরি, ভিক্ষা হেতু হইলে বাহির
প্রাণে প্রাণ থাকে না আমার, কত ভাবি,
কত ডাকি অন্তরে, কহই আশঙ্কা।

হয় মনে, পোড়া মন না হয় সুস্থির
যতক্ষণ না এস ফিরিয়ে। কেন যাদু
কাঁদাবে আমারে? শত্রু ফেরে পায় পায়,
কি জানি কপাল মন্দ কি হতে কি হবে,
কাজ নেই গিয়ে তথা তোমা সবাকার,
শোন্ দেখি বড় দাদা কি বলে তোদের—

যুধি। শুন ভাই—ইচ্ছা বটে; তবু সে যে কেন
"কিন্তু" বলিলাম তায়—

(নেপথ্যে গীত-ধ্বনি।)

বুঝি বা মা আজি
আসিছেন মুনিবর। আহা কত কষ্ট
মো সবার তরে তিনি করেন গ্রহণ,
অই শোন মাতা, তাঁহারি গলার স্বর—
সেই ব্রহ্মগান—শান্তিপূর্ণ—প্রেমপূর্ণ
পবিত্রতা-উৎস যেন ছোটে শতধারে!

গীত।

ইমন্—চৌতাল।

গাওরে চিত্ত অবিরত, ভূতভাবন বিশ্বনাথ,
অনাদি অশেষ অরূপ অচ্যুত অনুপম অবিনাশী।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারণ, পাপকলুষমোহবিনাশন,
ভবাব্ধিভেলক ভীতিবিভঞ্জন ভকত-হৃদয়বাসী॥
ভজন সাধন পূজন বিহীন, মূঢ়মতি ব্যাস অতীব সুদীন,
কি হবে কি হবে ক্রমে আয়ুক্ষীণ, ঘেরিছে তিমিররাশি।
জ্যোতির্ম্ময় নাশ এ আঁধার, কাঁদে পাপী, করুণাসাগর,
এ ঘোর তুফানে ধর ধর ধর কৃপাকণা পরকাশি॥

[গাইতে গাইতে ব্যাসের প্রবেশ এবং
কুন্তী সহ পাঁচ ভ্রাতার প্রণাম।]

ব্যাস। ভাল ত আছহ মাতা, ভালত আছহ
পাঁচ ভাই, বহুভিক্ষা মিলে তো নগরে ?

কুন্তী। ও চরণ-আশীর্ব্বাদে সকলি মঙ্গল,
মঙ্গলনিলয় তুমি পিতা. তব কৃপা যায়
অমঙ্গল-হেতু তার কেন বা হইবে ?

যুধি। যাই প্রতিদিন ভিক্ষা হেতু তিন ভাই,
ভ্রমিতে না হয় বড়, বহু ভিক্ষা পাই,
সন্ধ্যা না হইতে পুন ফিরে আসি ঘরে,
নাহি ক্লেশ, সকলি তোমার কৃপা, দেব।

ব্যাস। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কহ
কেমনে যাপিছ দিন আসিয়া নগরে ?

ভীম। তব কৃপা যার প্রতি, কি কষ্ট তাহার ?

অর্জ্জুন। কর আশীর্ব্বাদ এই ভাবে যায় দিন।

নকু। আমি কিন্তু না দেখিনু কেমন নগর !

সহ। মা কেন গো করে মানা হইতে বাহির ?

ব্যাস। (সহাস্যে)
যাবে কি নকুল তুমি—যাবে সহদেব—
যাবে কি দেখিতে দেশ মোর সাথে ভাই,
কাল যাব লয়ে আমি তোমা সবাকারে।

(যুধিষ্টিরের প্রতি)

যুধিষ্ঠির, শুনেছ কি দ্রুপদের পণ,
শুনেছ কি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-কথা,

উতরোল গণ্ডগোল শুন মন দিয়া—
যতেক নগরবাসী ভাসিছে উল্লাসে,
কাল হবে স্বয়ম্বর, দেশদেশান্তরে
গেছে ভাট, বহুরাজা আসিবে সভায় ;
বহু ব্যয়—বহু ঘটা—বহু আয়োজন—
দেবগণ আসিবেন হেরিবারে সভা,
বড়ই অপূর্ব্ব বটে ইহা, চাহি তাই,
সবে মিলি এক সাথে যাইতে তথায়।
কহ কি মত তোমার ?

যুধি। এই মাত্র দেব,
হইতেছিল সে কথা, ধনঞ্জয় আজি
ভিক্ষা গিয়ে এসেছেন সকলি শুনিয়া,
করিতেছিলেন তাই সবে বলাবলি,
সকলেই অভিলাষী যাইতে সভায়,
আমি মাত্র করিয়াছি মানা—

ব্যাস। মানা! কেন
যুধিষ্ঠির! কেন তব অমত ইহায় ?

যুধি। গুরুর অধিক তুমি দেব, কি বলিব
তোমা, অন্তরদর্শিন্ নহে অগোচর
অন্তরের কোন কথা তব কাছে কভু ?
মা আমার আশঙ্কায় না চান ছাড়িতে—
নাহি মোর সে আশঙ্কা—নাহি শত্রুভয়—
ভীমার্জ্জুন-বাহুবল নহি অবিদিত—
গদার কি গাণ্ডীবের জানি পরিচয়—

আশঙ্কায় নাহি দিই স্থান, কিন্তু অহো!
কি কহিব—কহিতে মরম ফেটে যায়—
ভিখারীর বেশে হেন পাণ্ডুসুতগণ
পশিবে কেমনে আজি রাজসভা মাঝে,
কেমনে বা কোন্ প্রাণে হেরিব সে আমি?
কেহ না সুধাবে, কোথায় দাঁড়াবে, কেবা
কি কহিবে, বসিবারে না পাবে আসন,
রুক্ষ কেশভার, দীনের আকার, পরিধান
চীরমাত্র গেরুয়া বসন, এবে তায়
ব্রাহ্মণের বেশে বাস অজ্ঞাত নিবাসে,
কি দিবে বা পরিচয় জিজ্ঞাসিলে কেহ?
ইচ্ছা হয় যেতে বটে, ইচ্ছা হয় বটে
দেখিবারে লক্ষ্যভেদ সেই, কিন্তু সুধু
সেই সে কারণে মন সরেও সরে না।

ব্যাস। যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মরাজ তুমি, ধর্ম্মাধর্ম্ম
অবিদিত নহে কিছু তোমার নিকটে।
চিত্ত-ক্ষোভ অধর্ম্মের হেতু। কেন বৎস
কর মিছা ক্ষোভ, বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা,
নির্ব্বন্ধে সন্তুষ্ট রহে তোমা হেন জন।
ত্যজ ক্ষোভ, কর স্থির, যাব সবে কাল,
শিষ্য বলি তোমাদের দিব পরিচয়,
সম্মান করিবে সবে, দিবে যোগ্যাসন,
স্বয়ম্বর—লক্ষ্যভেদ দেখিব বসিয়া,
ফিরিয়া আসিব পুন সভা ভঙ্গ হলে

কর স্থির—অন্য মত নাহি কর আর।

যুধি। একান্ত বাসনা যদি তব, হবে তাই,
সবে মিলে তবে কা'ল যাইব সভায়।

ব্যাস। (কুন্তীর প্রতি)
মাগো করোনা ভাবনা, আশঙ্কায় মনে
নাহি দিও স্থান, আমিও সন্তান তব,
যাব ছয় ভাই একসাথে, বড় ইচ্ছা,
দেমা অনুমতি, আবার আসিব ফিরে
পুন ছয় ভাই।

কুন্তী। বড় ভালবাস পিতা,
তাই এত দয়া তব দুখিনীর প্রতি,
কেমনে শোধিব এই ধার ? ইচ্ছা তব,
অনিচ্ছা আমার তবে কেন বা হইবে ?

ব্যাস। তবে, ভীম, ধনঞ্জয়, থাকিও প্রস্তুত,
প্রত্যূষে আসিব আমি কা'ল; দেখাইব
নকুল, তোমায় সব, দেখিও নগর;
সহদেব, মা দিয়েছে অনুমতি, যাব
ছয় ভাই এক সাথে নগরে সকালে,
বুড়ো দাদা আমি তোর নিস্ হাত ধরে।
যুধিষ্ঠির, চলিলাম আজ তবে ভাই,
আসিব সকালে। মাগো চলিল সন্তান।

[ব্যাসের গমনোদ্যম, সকলের প্রণ-
সকলে নিক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ-বাতায়ন।

দ্রুপদরাজ আসীন।

দ্রুপদ। আসিছে রজনী তিমির বসন পরি,
দিক্ হ'তে দিগন্তর ফেলিছে গ্রাসিয়া,
ছেয়ে গেল ধরাতল; আঁধারের নীচে
লুকাইল ধরাবাসী—পক্ষী শিশু যথা
লুকায় বিস্তারি পক্ষ ঢাকিলে পক্ষিণী।
নীলিমার কালিমায় ছেয়েছে আকাশ,
ফুটিছে তারকাপাঁতি, যথা তারাহার
প্রাবৃট-পয়োদমালা সম ঘন ঘোর
কামিনীর সুচিকণ বিমুক্ত কুন্তলে।
অদূরে ঝোপের আড়ে অযুত জোনাকী—
জলিছে নিভিছে—কভু নিভিছে জলিছে;
আঁধারে হারা'য়ে গেছে প্রাণসখা তার
আলো জেলে খোঁজে তাই করি আতিপাতি।
আসিছে রজনী, কিন্তু আসিছে না আজি
রজনীর নীরবতা, সমভাবে সেই
দিনের কল্লোল অই উঠিছে সঘনে।
সঘনে করিছে সবে উল্লাসের ধ্বনি—
আমোদে উন্মত্ত পুরবাসী; বাল বৃদ্ধ

হাসিছে নাচিছে গাইছে সকলে মিলে।
বাজিছে মধুর তালে মঙ্গল বাজনা—
শঙ্খ ঘণ্টা জয়ঢাক দামামা দগড়া
কাড়া ঢোল নহবত সানাই সুস্বর,
তা সহ বাজিছে ধীরে বেণু বীণা বাঁশী
পাখোয়াজ খরতাল ত্রিতন্ত্রী এস্রার;
হুলাহুলি করিতেছে পুর-নারীগণ।
রজনী প্রভাতে হবে দ্রৌপদী আমার
স্বয়ম্বরা, আমোদে ভাসিছে সবে তাই,
তাই এ উৎসব; আমি কেন ভাবিতেছি
একা, মোর কেন নাহি রে আমোদ? পিতা
আমি, কন্যা মোর হ'বে স্বয়ম্বরা কা'ল,
আসিয়াছে কত রাজা, আসিবে বা কত
সে সবার মাঝে যেই সর্ব্বগুণান্বিত—
শৌর্য্যে বীর্য্যে রূপে গুণে কুলে মানে শীলে
সকলের উচ্চ যেই, তাহারে বরিবে
দুহিতা আমার, সে হবে জামাতা মোর—
অবশ্যই সুখসাধ নাহি এর চেয়ে;
কেন তবে মনোমাঝে বিষাদের ছায়া?
কেন বক্ষ কাঁপে—কেন অশুভ ভাবনা—
প্রাণ কেন না হয় সুস্থির?

অই পুন

আঁধার হইছে ছিন্ন—সারি সারি সারি
জ্বলিয়া উঠিছে দীপ প্রাসাদে, কুটীরে,

রাজবর্ত্মে, গৃহচূড়ে, মন্দিরে, প্রাঙ্গণে,
অতিথি-নিবাসে। জ্বলিল অসংখ্য দীপ
ঘুচিল আঁধার। নিশায় দিনের ভুল।
অন্তরের ঘন মোর কেন না ঘুচিল—
কেন তবু অন্ধকার হৃদে করে বাস ?
আশঙ্কার—বিষাদের আঁধার নাশিয়া
কে দিবে জ্বালিয়া তথা হর্ষের আলোক,
চিন্তা ভুলি কেমনে বা—

[মহিষীর প্রবেশ।]

মহিষী। একি মহারাজ,
নিভৃতে নির্জ্জনে আসি একলা বসিয়া
কি ভাবিছ মনে মনে, পাগলের মত
আপনা আপনি কিবা বকিতেছ এত ?
বুদ্ধি দোষ তব, সেই হেতু পাও কষ্ট,
দাও কষ্ট মোরেও সে হেতু ; রাজরাণী
নহে আমি, এক কন্যা মোর ; কত সাধ
হবে স্বয়ম্বরা সে আমার, মনোগত
পাইব জামাই, আনন্দ কি ধরে মোর ?
মার প্রাণে এর চেয়ে নাহি আর সাধ !
পতি তুমি, এমনই বুদ্ধিদোষ তব,
সে চির সুখের সাধে ঘটালে বিবাদ।
মেয়ে মোর স্বর্ণলতা, তব বুদ্ধিদোষে
ভেবে ভেবে সারা হয়ে গিয়াছে শুকায়ে।

দ্রুপদ। গঞ্জনা দিও না আর মহিষি আমায়,
বুদ্ধিদোষে কর্ম্মফল ভুগিনু উচিত,
আকুল পরাণ মোর, আপনা খাইয়ে
কেন বা করিনু হেন প্রতিজ্ঞা দুর্জ্জয়!
ভাবনায় ভেসে যায় প্রতিজ্ঞা আমার—
কেমনে হইবে রক্ষা, কেমনে বাঁচিবে
মান—কি হবে কন্যার? হাসিয়া উঠিবে
পূর্ব্ব বৈরী যত; হাসিয়া উঠিবে দ্রোণ—
তার হাসি নারিব সহিতে! কহ রাজ্ঞি,
কি হবে উপায়?

মহিষী। আসিয়াছে কত রাজা—
শুনিলাম—আরো আসিবেন কত শত;
চিন্তার কারণ যদি' বটে, এত চিন্তা
কিসের লাগিয়া? এক জনো কেহ কি গো
নাহি হেন বীর! নির্ব্বীরা হয়েছে পৃথ্বী!
অমঙ্গল এত রাজা করো না কল্পনা।

দ্রুপদ। কি জানি কি মতিভ্রংশ ঘটেছে আমার,
প্রাণ সদা করে হুহু হুহু! কহ রাণি
কেমনে ভুলিব চিন্তা, কেমনে বা আজি
অস্থির পরাণ মোর করিব সুস্থির!
মেয়ে মোর স্বর্ণলতা নব দুর্গা সম
রূপে গুণে পৃথিবীতে তুলনা-রহিত,
তুলনা-রহিত বরে তেমনি দেখিয়া
দিব তায়, বড় সাধ মনে; সেই হেতু

করিলাম লক্ষ্যভেদ প্রতিজ্ঞা এমন।
হবে না কি পণ রক্ষা? পুরিবে না সাধ?
উচ্চ মাথা হবে হেঁট?

মহিষী। ছিছি—একি কথা!
অমঙ্গল চিন্তা রাজা কর পরিহার।
পাগলের মত কেন বকিছ প্রলাপ?
চিন্তার কারণ ইহা বটে, কিন্তু রাজা
তুমি আমি চিন্তা করে কি তার করিব?
ডাক তাঁরে চিন্তাহর চিন্তামণি যিনি,
কুচিন্তায় তব রাজা হইবে সুচিন্তা।

দ্রুপদ। বহুদিন কৃষ্ণ সনে হয়নি সাক্ষাৎ
বহুদিন আগমন হয়নি তাঁহার।
কৃষ্ণ বড় ভালবাসে দ্রৌপদীরে মোর,
নিশ্চিন্ত আছেন কি গো তিনি! তাঁর কার্য্য
কে করিবে তিনি না করিলে? ক্ষুদ্র আমি—
কি সাধ্য আমার? সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি হোক,
যা হয় করেছি এক কাজ; ফলদাতা
তিনি সকলের, কেন তবে ভাবি আমি?
জন্ম মৃত্যু বিবাহের কর্ত্তা প্রজাপতি।

মহিষী। এস দোঁহে এস তবে দেখিগে উৎসব,
এখানে থাকে না আর একা।

দ্রুপদ। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিমানতল।

নিদ্রার প্রবেশ।

নিদ্রা।   গীত।

চিত্রাগৌরী।

জাগরণ, যারে ডুবিয়ে।
দিগন্তের আঁধার-সাগরে যারে ডুবিয়ে।

তোরা ঘুমারে ধরাবাসী,
ভুলে যা দিনের কোলাহল,
শোক তাপ জ্বালা যারে দূর হ'য়ে।

পোয়াতী ঘুমাগো, ছেলে কাঁদিস্‌নেক আর,
প্রবাসী প্রবাস-চিন্তা ভোল্‌
পান্থ, শ্রান্তি কর দূর শুইয়ে।

দরিদ্র রে ভুলে যা ক্ষুধার জ্বালা,
শোকী তুই সান্ত্বনা পাইবি,
শো'রে আঁখি মুদিয়ে।

রবিতাপে তাপিত হয়েছিস্‌ রে কত,
কার্য্যক্ষেত্রে সদা ছুটাছুটি করি,
যা রে সে দিনের ক্লেশ ভুলিয়ে।

এসেছি তোদের তরে বিমান হইতে,
আয় কোলে আয়, ভুলে যা রে ব্যথা,
ধীরে শুয়ে পড়্‌রে ঘুমায়ে।

তোরা ঘুমারে ধরাবাসী,
ভুলে যা দিনের কোলাহল,
শোক তাপ জ্বালা যারে দূর হ'য়ে।

জাগরণ, যারে ডুবিয়ে।
দিগন্তর আঁধার-সাগরে যারে ডুবিয়ে।

[নিদ্রার অদর্শন।

স্বপ্নের প্রবেশ।

স্বপ্ন।

গীত।

বেহাগ—একতালা।

ঘুমাল ধরাবাসী।

নীরবতা ধীরে করিছে সঞ্চার—
ফিরিছে আঁধার-রাশি।

সুষুপ্তির কোলে মাথাটি রাখিয়ে,
স্তবধ দিগন্তে গাত্র ঢালি দিয়ে,
নিদ্রা যায় ধরা অসাড় হইয়ে
শবের সমান—

গেছে কোলাহল, গেছে জাগরণ,
গেছে সে সংসার, গেছে সে স্মরণ,
অঘোর প্রকৃতি—যেন বা মরণ
জগতে ফেলেছে গ্রাসি।

বিয়োগী বিরহী শিশু বৃদ্ধ যুবা,
রোগী শোকী তাপী দীনদুঃখী কিবা
ভুলিয়াছে কাজ, ভুলিয়াছে দিবা,
ভুলেছে আপনা—

সুখ দুঃখ বাস একত্র না করে,
বিনিময় যায় হয় পরস্পরে,
হাসি কান্না মিশে কোলাকুলি করে
হেরিবারে ভালবাসি।

ভিক্ষু হয় রাজা, রাজা ভিক্ষা করে,
বিরহিণী ভাসে মিলন-সাগরে,
চুরি করি হাসি শিশুর অধরে
বড় অভিলাষ—

এই তো সময় তাহার এখন
বিস্তারিয়ে ধীরে মোহ-আবরণ,
গাহিতে আঁধারে কল্পনার গান,
ছড়াতে চাঁদের হাসি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শয়ন-কক্ষ।

দ্রৌপদী নিদ্রিতা।

দ্রৌপদী। (নিদ্রাভঙ্গে)

খুলিব না আঁখি, খুলিলে পালায় যদি ;
মরি কি মধুর স্বপ্ন ! অপরূপ রূপ—
দেখিতেছি, বুঝিতেছি, জাগিছে সুস্পষ্ট

হৃদে, কিন্তু, কি যে তাহা না পারি বলিতে,
নহে চম্পক বরণ, নহে সে গোলাপ,
নহে অলক্তক দুধে, হরিদ্রার নহে
সেই রঙ—কিবা বলি—কি দিই উপমা
অনুপম কান্তি সে তাহার, নিশাকর-
কর নিছানিয়া গড়েছে তাহারে বিধি।
উন্নত শরীর, বাহু আজানুলম্বিত,
বিপুল সে বক্ষঃদেশ কবাট সমান—
বীরত্বের লীলাস্থল, বীরত্ব করিছে
ক্রীড়া মুখে চোখে দেহে—প্রতি অবয়বে।
আকর্ণ-বিশ্রান্ত আঁখিযুগ; মরি মরি
কি এক কিরণছটা ফুরিছে তাহায়।
মদন যতনে শয্যা পাতিয়াছে ভালে।
অপরূপ রূপ, কিন্তু আচ্ছাদিত তাহা
ভস্মলেপে, বিভূতিভূষণ সর্ব্বগায়,
পরিধান গৈরিক বসন, মরি মরি
নবীন বয়সে হেন কে সেই তাপস?
কাহারে কাঙ্গালী করে ধরেছে এ বেশ?
পাগলিনী করে মোরে লুকাল কোথায়!
গুচ্ছে গুচ্ছে কেশদাম পড়িয়াছে মুখে—
শৈবালে ঘেরেছে যেন ফুল্ল ইন্দীবর,
অধরে বান্ধুলিরাগ, তায় হাসি রাশি—
জলদে বিজলী যেন হইছে প্রকাশ!
হাসি হাসি বসিলেন শিওরে আমার,

কহিলেন কত কথা; পাগলিনী আমি,
কি শুনিনু কি বুঝিনু কিছুই না জানি,
কেবল পড়িছে মনে—যেন অকস্মাৎ
শীতান্তে বসন্তোদয়ে ঝঙ্কারিল পিক
—মধু-সহচর—কলকণ্ঠ উচ্চে তুলি,
গাহিল এ হৃদয়ের গান, তারে তারে
বাজিয়া উঠিল তায় এ ক্ষুদ্র হৃদয়,
অবশ হইনু হায় শুনিতে শুনিতে।
কহিলেন—"দ্রুপদকুমারি, তুমি নাকি
হবে স্বয়ম্বরা কাল, কোন্ ভাগ্যধর
করেছে এ হেন ভাগ্য লভিবে তোমায়!
আসিবেন বহু রাজা ধনী জ্ঞানী মানী
বিক্রমী সুরূপ, এবে না জানি সে কেবা
ভাগ্যবলে লক্ষ্য বিঁধি লভিবে রতন,
দরিদ্র ভিখারী আমি—বৃথা আশা মোর
চিরদিন মন্দভাগ্য—" বলিতে বলিতে
আর না সরিল কথা, আঁখি দুটি তুলি
স্থিরভাবে মুখপানে চাহিলেন মোর।
লজ্জায় যাইনু মরিয়া, লজ্জায় মুখ
করিনু অমনি নত। সহসা শ্রবণে
পশিল কৃষ্ণের স্বর, দেখিনু চাহিয়া—
কিবা নবীন জলদরুচি, বাঁকা ঠাম—
বাঁকা চূড়া শোভে শির'পরে, গলে দোলে
গোপিনী-গ্রথিত চারু বনফুলমালা,

আধা মুকুলিত আঁখি, মোহন মূরলী
বাম করে, শ্যামকায়ে শোভে পীতবাস,
মরি মরি হেরিনু মাধুরী অপরূপ।
হেরিনু শ্রীকৃষ্ণ মোর হাসি হাসি আসি
ডাকিছেন কৃষ্ণা ব'লে—আহা বহুদিন
শুনি নাই স্নেহমাখা সেই স্বর—কর্ণ
হইল শীতল, আনন্দে গলিল প্রাণ।
প্রসারিনু যুক্তকর করিতে প্রণাম,
যাইনু বলিতে কত কথা, না বলিতে—
না হইতে কোন কথা মুখের বাহির—
হাসি হাসি নিজ হাতে ধরি দুটি হাত
কহিলেন—"কৃষ্ণা, তুই কি বলিবি মোরে?
যা বলিবি বুঝিয়াছি সব কথা তোর,
পারি কি থাকিতে তোরে ভুলিয়ে কখন?
চেয়ে দ্যাখ্ মুখ তুলে লাজ কিসে এত—
চেয়ে দ্যাখ আনিয়াছি এই তোর বর
দ্যাখদেখি হয় কি না হয় মনোমত।"
শিহরি উঠিল তনু শুনি সেই কথা,
আরো পুন লজ্জায় হইল মুখ হেঁট,
লাজ খেয়ে না পারিনু দেখিতে চাহিয়া।
কি জানি কি হইল আমার, দুপ্ দুপ্
করিতে লাগিল বুক, সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে
ঘাম লাগিল ঝরিতে, নারিনু টানিতে
শ্বাস, কি জানি কি হ'লো; ধড়্ফড়্ ক'রে

উঠিনু জাগিয়া। স্বপ্ন পালাল অমনি—
রহিনু শয্যার পরে একলা পড়িয়া।
গেল স্বপ্ন, গেল না সে স্মৃতি; আর কিবা
আসিবে সে নিদ্রা মোর! আর কি কপালে
আসিবে আবার সেই স্বপ্ন সুখময়!
হা কৃষ্ণ—হা রমানাথ—কৃষ্ণার ভরসা,
একান্ত অধিনী তব এ চিরদুখিনী,
তার প্রতি কেন প্রভু এতেক ছলনা!

[নীরবে নিদ্রার চেষ্টা।

[ছায়াপথে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।]

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা, আসিয়াছি আমি, মেল আঁখি—
দেখরে চাহিয়া—তোর তরে না পারি রহিতে
স্থির দ্বারকা ভবনে, তোর তরে সদা
রুক্মিণী আকুলা, প্রাণ চায় শুভ তোর,
কেন অশুভ কল্পনা—কেন চিন্তা এত?
হের দেখ আসিয়াছি সকল ত্যজিয়া,
তোর ডাকে নারিনু রহিতে স্থির। কেন—
কেন রে অবোধ মেয়ে এত অভিমান!
এত খেদ এত দুঃখ কেন মোর লাগি!
সাজে কি ছলনা মোর তোর প্রতি কভু
প্রাণের সামগ্রী তুই মোর! স্বয়ম্বরা
হবি তুই কাল, আছি কি নিশ্চিন্ত আমি?
বড় সাধ মিলাইব যোগ্যপতি সনে,

ভোর কিরে সাজে আজ অশুভ ভাবনা ?
ধর ধৈর্য্য, করি আশীর্ব্বাদ, হবে সত্য
নিদ্রার আবেশে যাহা হেরিলা নয়নে ;
যাবে মনঃপীড়া, স্বপ্ন ফলিবে তোমার।

[কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

দ্রৌপদী। এও কি স্বপন ! না না, কেমনে তা হবে ?
ছিনু বটে আঁখি মুদে, ঘুম ত আসেনি
চোখে মোর;—অসম্ভব জাগিয়া স্বপন !
কাণে মোর এখনো বাজিছে সেই স্বর,
নিশীথে নদীর পারে বংশীধ্বনি সম,
প্লাবিয়া উঠিছে হৃদি। এও কি কুহক !—
এও কি সে স্বপনের মোহ ইন্দ্রজাল !
অসম্ভব—অসম্ভব অবশ্যই তাহা।
কেন তবে ভাবি আর ? এতদিন পরে
দাসী বলে কৃষ্ণ মোরে করেছেন দয়া,
করেছেন কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ; কথা তাঁর
অবশ্য ফলিবে,—কোটি কোটি বিশ্ব হেন
কথায় তাঁহার ভাঙ্গিছে গঠিছে নিত্য।
ফলিবে কি—ফলিবে কি স্বপ্ন মোর ? ভাগ্যে
হবে কি সে দিন ? চির-অভাগিনী আমি।

গীত।

হাম্বির—ঝং।

কোথা হে দয়াময় !
অধিনীরে দেখা দিয়ে লুকালে পুন কোথায়।

স্নেহময় পিতা আজি সুধালে যে কথা বলে,
সংসার-কঠিন-বুকে ঘুমাব সুখ-হিল্লোলে,
নিদ্রার আঁধার-মোহে সে কথা স্বপন-প্রায়।
অভাগিনী ভয় হয়,
সদত কাঁপে হৃদয়,
দুখিনী দুহিতা তব, ঠেলনা—ঠেলনা পায়।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তোরণ-দ্বার।

বন্দী বালকদ্বয়ের গীত।

যোগীয়া রামকেলি—ঢিমেতেতালা।

দেখ, যামিনী পোহাইল, গা তোল হে গা তোল,
জাগ হে জাগ হে নরমণি।
টুটিছে আঁধার-ঘোর পলাইছে নিশাকর
তমোহর প্রভাকর জানি।

অকূল-দুকূল-প্লাবি কালস্রোত সঙ্গ
কে জানে কখন যেন একটি তরঙ্গ
নীরবে আঁধারে চলি মিশায়েছে অঙ্গ,
নীরবে গিয়াছে খুলি একটি যামিনী। ১

কে তুমি অমর-বালে, লোহিত সিন্দূর ভালে
পূরব দুয়ার খুলে কে তুমি মোহিনী ;—
উছলিছে হাসিরাশি মধুর অধরে,
নীরব অবনীপানে চাহিয়া সুধীরে,
দাঁড়ায়ে দুয়ার পরে উষা ধীরে ধীরে
কি জানি কি ছড়াইল মন্ত্র সঞ্জীবনী। ২

পলাইলা অচেতন, আইলা চেতন পুন,
হৃদয়েতে জাগরণ উদিল অমনি!
অরুণ-সারথি ধীরে পরি নব বেশ,

খোলা পেয়ে পূর্ব্ব দ্বার করিলা প্রবেশ,
অমর দিনের শিরে উঠিলা দিনেশ
আলোকে পুলকে জলে হাসিল নলিনী। ৩

মুহূর্ত্তে ব্রহ্ম-মণ্ডল হ'লো যেন সভাস্থল
বরবেশে সাজাইল নব-দিনমণি ;—
সাজিল নলিনী-কন্যা সরসী সলিলে
মলয় লেপিল অঙ্গে গন্ধ কুতূহলে
চৌদিকে বেড়িয়া তায় দিগঙ্গনা দলে
আমোদে মিলিয়া সবে দেয় হুলুধ্বনি। ৪

শুনি সে আনন্দ গান ললিতে ধরিয়া তান
দোয়েল আকুল প্রাণ গায় আগমনী !—
যতেক বিহঙ্গকুল মিলিয়া গায়িল,
হেরিতে সে মহোৎসব ভ্রমরা ছুটিল,
উল্লাস-সরিত-স্রোতে জগত ভরিল
জাগিল প্রকৃতি সতী, জাগিল অবনী। ৫

জিনিয়া সে মহোৎসব স্বয়ম্বর অভিনব
মহারাজ পুরে তব হইবে হে শুনি ;—
সভার হয়েছে কিবা বিচিত্র সাজন,
বাজিছে সুতালে দ্বারে মঙ্গল বাজন,
অমরাবতীর শোভা করিয়ে হরণ
শোভিত নগর তব করেছ আপনি। ৬

দিনকর-সম-তেজা এসেছেন কত রাজা
তোমারে করিতে পূজা গুরুজন মানি ;—
দ্রৌপদী দুহিতা তব লাবণ্যের লীলা,
সুবর্ণ বরণ যেন সুস্থির চপলা,
অধরে মধুর কিবা কৌমুদীর খেলা
শোভিত জিনিয়া মরি প্রফুল্ল নলিনী। ৭

রাজ-সহচরী সবে মাতিয়া এ মহোৎসবে
কল কল কলরবে পূরিছে মেদিনী ;—
নগর নিবাসী হের যত নরনারী—
আমোদে উৎসবে মাতি চলে সারি সারি,
দেশ দেশান্তর হ'তে হেরিবারে পুরী
আসিছেন কত রাজা কত ঋষি মুনি। ৮

এ হেন সময়ে আর না শোভে আলস্যভার
কর নিদ্রা পরিহার, উঠহ নৃমণি!—
বরষে শিশির তব দয়া নিরমল,
প্রভাত সমীর বহে যশ পরিমল,
বিহগ ললিত স্বরে গায়িছে মঙ্গল,
প্রকৃতি করিছে তব জয় জয় ধ্বনি। ৯

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

তল্পীদার সমভিব্যাহারে জনৈক ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

তল্পী। বলি, ও ঠাউর মশাই, মুই যে আর চল্‌তি পারি নে গা ;—পার নলি যে ছিঁড়ে গ্যাল।

ভট্ট। বাপু হে, কষ্ট নৈলে কি সুখ হয় ?

তল্পী। পরাণডা যদি কষ্টে বেইরেই গ্যাল, তবে সুখ ভোগ কর্ব্বে কেডা ?

ভট্ট। আরে না, আর ভয় নেই; এই এসেছি, একটু পরেই রাজবাড়ি।

তন্ত্রী। হাঃ তোমার নাজরাড়ি! নাজবাড়ি যাতি হয়, আপুনি যাও, মুই যাতি পারবো না।

ভট্ট। পাগল, এত পথ এসে, সুমুখ থেকে ফিরে যাবে?

তন্ত্রী। তুমি তো ঠাউর, বাড়ি হতি বেইরিই সারা-খুণ্ডি বল্‌তি নেগেচ, এই আসেচি—এই আসেচি। চৈপোর রাতটা পথে পথে কেটলো, ধূপ ছুটে গ্যাল, এখনো তোমার "এই আসেচি" ফুরুলো না। মাগী বল্লে, যা না ঠাউরের সাতে, নাজবাড়ি হতি খাবার দাবার আন্‌বি, বাছকাছগুলো খেয়ে বত্তাবে। হাঃ তোর নাজবাড়ির খাবার! হাঃ তোর বাছকাচ! পিয়েসে মোর ছাতি কেটতে নেগেচে।

ভট্ট। আরে খ্যাপা, এই নগর, এই পথ, এই সব শোভা দেখে বুঝ্‌তে পাচ্চ না যে কোথায় এসেচি। আর একটু পরেই বাড়ির দোরে পৌঁছাবে।

তন্ত্রী। হ্যাঁগা, ময়শাই, তোমরা না ভালমানুষ! ভাল-মানষির কি এই রীত! এই কথাবার্ত্তা! হোগ্, মোরা ঝ্যান চাষা ভূষোই আচি, তা বলে কি এই গুনো বল্‌তি হয়?

ভট্ট। কেনরে বাপু, তোরে আবার বল্লেম কি?

তন্ত্রী। বল্লে না—বল্লে না! আবার কি বল্‌বে? এই যে বল্লে, দোরে যাবি। কেন গা, মুই দোরে যাতি গেলুম কেন গা? মোরা ঝেন গরিব নোক, মোরা ঝেন গতর খেটিয়েই খাই; তা বলে কি মোদের বাঁচতি নেই! মোরা অমনি যমের দোরে যাব। এই কি ভদ্দোর মান্‌ষির কথাবাত্তরা!

ভট্ট। আঃ তোর চাষার বংশ নির্ব্বংশ হোক, আমি তোরে বল্লেম কি, তুই ব্যাটা বুঝ্‌লি কি!

তল্লী। না, মুই সম্‌জাতি পারিনি। আরে যাও ঠাউর, এই তোমার তল্লী রৈলো; মুই চল্লাম।

[তল্লী ফেলিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন।

ভট্ট। অরে যাস্‌নে যাস্‌নে, ফের বাপু, শোন বলি।

তল্লী। আর্‌ তোমার বলবার দেয় নি; তোম্‌গা ভদ্দোর নোক বড্‌ডি হেঁ।

ভট্ট। কেন বাপু তুমি রাগ কর্চ্চো, আমি তো কিছু মন্দ বলি নি।

তল্লী। আবার বল্‌বে না কি, তা বলো, মোরা গরিব নোক, আপনারা হচ্চো ভদ্দোর, তা বলো, মোগার তো মা বাপ নি, তা বলো। বলো, বলো—কি বলবে বলো।

ভট্ট। কি বিপদ! এমন ভূতের হাতেও পড়ে!

তল্লী। কে পড়্‌তি বলেলো। আপনি তো নিয়ে এয়েলে। মুই কি আস্‌তি চেয়েলাম।

ভট্ট। আমিই তোকে নিয়ে এলাম, বটে রে বেল্লিক; আর তোর পরিবার যে তোকে পাঠিয়ে দিলে।

তল্লী হ্যা দ্যাখ ঠাউর, তুমি ঠাউর বলে ঢের সয়েচি পরিবাদ! পরিবাদ তুলো না বল্‌চি।

ভট্ট। (স্বগত) কি বিপদ! এমন অভাগের ব্যাটা ভূতের পাল্লায়ও মানুষে পড়ে গা!

তল্লী। আবার বিড়্‌বিড় বিড়্‌বিড় কচ্চো কি? মনি দেবে —তা দেলে দেলে। মুই ক্যাননি ঘর হতি বেইরিচি তাখনি

জানি একটা কি ঘট্‌বে। মাগী হারামজাদিরই তো ঝ্যাত হিরভিতি। মুই ত্যাখনি বলেলাম যাতি পারবো না; তা সে শোন্‌লে না। বল্লে, ভশ্চাজ্জি ময়শাই যাচ্চে, ওনার সাতে যাবা, ভাবনা কি? ভশ্চাজ্জি ঠাউর পথের মাঝখানে মল্লি দিতি বস্‌বেন তা তো জানে না। আঃ তোর মল্লিরে নে খাটা পেকিয়েচে।

ভট্ট। (রাগিয়া) যা ব্যাটা বেল্লিক, তোর যেখানে ইচ্ছে চুলোয় যা, আমি চল্লেম।

তল্পী। যাতি হয় যা লগে না।

ভট্ট। দে ব্যাটা আমার তল্পী ফেল্লি কোথায়, দে।

তল্পী। উঃ ঠাউরের যে বড্ডি লম্বা লম্বা কথা। হ্যাদে উই তোমার তল্পী রয়েচে। নে যাওনা।

ভট্ট। আহা হা, ধুলো লাগিয়েচে, মাটীতে ফেলেচে, বেটা বেল্লিকের আস্পর্দ্ধাটা দ্যাখ।

[ভূপতিত তল্পী উঠাইয়া ঝাড়িয়া গ্রহণানন্তর প্রস্থানোদ্যম]

তল্পী। বলি ও ঠাউর ময়শাই—ঠাউর ময়শাই—

ভট্ট। আবার ব্যাটা ষাঁড়ের ন্যায় চিৎকার কচ্চিস্‌!

তল্পী। বলি, এই কি ভদ্দোরের বিচের, এই কি ভদ্দোরের ধম্ম। মোকে এখানে একা ফ্যালে কোম্‌নে যাও।

ভট্ট। কেন, তুইতো আমার সঙ্গে যাবিনে বল্লি, বাড়ি চলে যাবি বল্লি, তা আবার চীৎকার কচ্চিস্‌ কেন?

তল্পী। বাবা, এ যে পথ ঘাট, যে আন্তা, যে গলি ঘুজি,

বড় বড় বাড়ি, মুই ঠাওর পাব ক্যামনে। মোরে মেটো পথে রেখে না আলি মুই কোমনে যাব।

ভট্ট। হ্যাঁ ওই করি। বেলা হয়ে গ্যালো, এখনও প্রাতঃসন্ধ্যা কর্ত্তে পাল্লেম না। ব্যাটার সঙ্গে বকতে বকতে মাথা ধরে গেলো। যা ব্যাটা, আসতে হয় আয়, যেতে হয় চুলোয় যা। আমি আর—

[অপর এক ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ]

আরে কেও, সিদ্ধান্ত খুড়ো যে, কোথা থেকে বাপু, নমস্কার।

২-ভট্ট। নমস্কার। বলি, রাজবাড়ি অভিমুখে?

১-ভট্ট। আহা খুড়ো আমার ন্যায় শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। অনুমানখণ্ডে প্রতি চমৎকার দখল। হঠাৎ এরূপ অনুমান যার তার সম্ভবে না।

২-ভট্ট। বাপু হে, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ যদি নির্ণয় করিতে না পার্‌বো, তবে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি শ্লোক গুলো বৃথা অভ্যাস করেছিলাম। তবে কি জান, সকলেই তো পড়ে, কিন্তু সকলেই কি মর্ম্মগ্রহ করে উঠ্‌তে পারে—তা নয়।

১-ভট্ট। বটে ত বটেত। "সাধনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" সকলে কি সমান সাধনা কর্‌তে পারে। সাধ্য কি?

২-ভট্ট। বেলা হয়েচে এখনো স্নান হয় নাই দেখ চি যে।

১-ভট্ট। প্রাতঃ স্নান করা অভ্যাস, তা আজ আর হ'য়ে উঠ্‌লো না, রাত্রি হতেই পথ চল্‌চি। তার পর কোথায় এসে পৌঁছালেম, শীঘ্র শীঘ্র যাব, না এই বেল্লিক ব্যাটা জ্বালিয়ে তুলেচে।

ভগী। বলি—বলি—

১-ভট্ট। চুপ কর ব্যাটা, আবার কথা কয়!

তল্পী। যাও ঠাউর, তোমার সাথে, কতা বল্‌চিনি। বলি সিঙ্গয় মশাই, আপনি তো ভদ্দোর, আপনি তো শোন্‌লে— ভদ্দোরের মুখে কি এই কথা শুনো ভাল!

২-ভট্ট। কি কথা—কি তোর ভাল লাগলো না।

তল্পী। বটে—তুমিও ঠাউর কি না।—বলে, "ভাল ভাগ করে গেলুম কেলোর মার কাছে। কেলোর মা——"

২-ভট্ট। চুপ কর, ব্যাটা বেকুব অর্ব্বাচীন বেল্লিক!

তল্পী। ও বাবা, এ কে আবার মহিষির দাদা গোবাগা।

১-ভট্ট। ব্যাটা জ্বালিয়ে মেরেচে। সারাপথ বক্‌তে বক্‌তে প্রাণ গেল। দূর হোক, চল, আমরা যাই।

২-ভট্ট। চল। [উভয়ের অগ্রসর হওন।

তল্পী। ও ঠাউর—ঠাউর মশাইরা গো, তুজনাই চল্লে গা। ও বাবা, কেন মত্তি এয়েলাম! মুই যে কিছুই ঠাওর কত্তি পাচ্চিনে, কোমনে হেরিয়ে যাব। দোহাই ঠাউর এট্টু দাঁড়িয়ে যাও—মোরে সাতে করে নে যাও।

২-ভট্ট। (সহাস্যে) এ ব্যাটা কোথাকার ভূত!

১-ভট্ট। দাঁড়াও খুড়ো, ব্যাটা ছুটেচে, আসুক। চাষা কি আর গাচে ফলে!

তল্পী। দ্যাও—হ্যাদে তল্পীটে মোর হাতে দ্যাও। চল ঠাউর, আর ক্যাত দূর আচে গা?

২-ভট্ট। দেখ্‌চ না, ঐ যে রাজবাড়ির ধ্বজা দেখা যাচ্চে।

তল্পী। এই বাসাতে ওড়চে বটে, উঃ হ্যাদি দ্যাক্—বাবাঃ বাড়ি খান যেন আসমানে ঠেকেচে।

২-ভট্ট। তুই আর এ রকম বাড়ি কেথাও দেখেছিস্?

তন্নী। কোম্‌নে দ্যাখবো গা, মোদের গেরামে পরাণভাঁড়ির গোঁসাই ঘর দেখে সবাই বলেলো এ পরকণায় এমন বাড়ি নেই, হ্যাদে, এ দেখ্‌লি সেখানকে গোয়াল বলি মনে হয়।

১-ভট্ট। আয়, আরও কত কি দেখ্‌বি এখন।

তন্নী। হ্যাঁগা তা নাজা মেয়ের সাদি দিতি বসেচে, মিটুই করেচে তো?

২-ভট্ট। হাঃ হাঃ হাঃ "মিষ্টান্নমিতরে জনা"--স্বর্গীয় পণ্ডিতেরা কি কবিতাই রচনা করে গিয়েছেন।

১-ভট্ট। অতি মধুর কবিতা। অতি মধুর কবিতা।

তন্নী। হ্যাঁগা মদু মদু কচ্চো যে—কেবলি কি মদু দেবে—মিটুই দেবে না, ওমা, মদু যে মোরা বাড়িতিও খাতি পাই। নাজারা মিটুই করে না?

১-ভট্ট। ওরে ভয় নেই—ভয় নেই—মিঠাই প্রচুর হয়েচে।

তন্নী। ঐ ঠাউর, তোমার এক রকম কথা। মোরা কেন গরিব নোক, তাবলি মিটুইচোর হতি গেলুম কেন? তুমি ঠাউর চুপ কর; মুই সিদ্ধম মশাইকে সুদুচ্চি।

২-ভট্ট। ওরে উনি তোকে চোর বলেন নি, উনি বলে-ছেন, মিঠাই প্রচুর হয়েছে; কি না, অনেক হয়েচে। এত হয়েচে যে খেয়ে নিয়ে ফেলে ফুরিয়ে উঠ্‌বে না। তুই ভাব্‌-চিস্ কেন, চল্, যত পারিস্ খাস্, যত পারিস্ নিয়ে যাস্।

তন্নী। বটে, তবে চল, আর দিরিং কর্‌বো না।

২-ভট্ট। চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উপবন।

দ্রৌপদী-আসীনা।

গাহিতে গাহিতে সখীচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

গান।

পরজ—জলদ তেতালা।

মরি, ফুটিল ফুটিল মুঞ্জরী লো।
অলি মধুলোভে ধায় গুঞ্জরি লো॥
সোহাগ-বাতাসে মাতিয়ে সুবাসে
ঢলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে ধীরে;
হেরে মন প্রাণ মোরা পাশরি লো।

দ্রৌপদী। গান।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কে জানে কে জানে সখি কেন ফোটে ফুল।
ফোটা চেয়ে বহুগুণে ভাল সে মুকুল॥
ফুটিতে অশেষ জ্বালা ভাবনায় ঝালাপালা
নিজে হয়ে নিজ-হারা হতে হয় আকুল।
মুকুলের যত আশ ফুটিতে ফুটিতে নাশ
হৃদে করি কীট বাস কাটে প্রাণমূল।

১ম সখী। কেন কেন সই এ আনন্দ-দিনে
সুখের বদলে বিষাদ-গান!

২-সখী। কিসের নিরাশা কিসের ভাবনা
কেন লো সজনি ব্যথিত প্রাণ!

১-সখী। চারু হাসি তুমি কেন নাহি হাসি,
কেন লো বিরস সুধাংশুমুখী।
২-সখী। ছিছি ছিছি শুভ মঙ্গলের দিনে
অমঙ্গল-কথা কেন লো সখি।
১-সখী। দুই দণ্ড পরে হবে স্বয়ম্বরা
বিলম্ব বড় সে নাহিক তার,
সুখের প্রভাত বিধির প্রসাদে,
ঘুচেছে আজি সে আঁধার ভার।
আনন্দ লহরী উঠিছে চৌদিকে
ধরে না আনন্দ হৃদয় মাঝে,
স্বয়ম্বরা বেশে এসেছি সাজাতে
মদনমোহিনী রতির সাজে।
এ হেন আনন্দ—এ হেন উৎসব
এ সুখের দিন আর না হবে,
হৃদয়ের সাধ মিটাইয়ে তাই
এসেছি সাজাতে মিলিয়ে সবে।
২-সখী। হেমকুম্ভ পুরি রেখেছি সাজায়ে
গোলাপ-সুবাস বিচিত্র বারি,
স্নান করিবারে চল সখি চল
বড় সাধ মাথে ঢালিব বারি।
৩-সখী। আতর চন্দন কুঙ্কুম কস্তুরী
যতেক সাজায়ে রেখেছি ধরে,
বড় সাধ মনে চারু অঙ্গে তব
মাখাইব সখি হৃদয় ভ'রে।

৪-সখী। সারা নিশি জাগি তুলি নানা ফুল
গাঁথিয়া রেখেছি বিচিত্র হার।
কখন সাজাব ? ক্রমে হলো বেলা
এস সখি দেরি করো না আর।

এক স্বরে চারি জনের

গান।

মনোহরসাহি।

সবে সাজাব হে।—মনের মতন সাজে।
মোদের বড় আশা পূরিল আজি।
চারু মুখে চারু হাসি হেরে প্রাণ জুড়াইবে।
হাসির ফাঁদে মনপাখী নিজে এসে ধরা দিবে।
মোরা সখী বৈ আর জানি না হে।
প্রাণ মিলিত সখীর প্রাণ (ঐ চিরদিন)।

দ্রৌপদী। এমনই মোর প্রতি ভালবাসা বটে,
সুখে সুখী দুখে দুখী অদৃষ্টভাগিনী
তোমা সবাকার সম নাহি দ্রৌপদীর।
চির দিন এই ভাব, ধন্য ভাগ্য মম,
হেন ঋণ নারিব শোধিতে কোন কালে।

১-সখী। রাজকন্যা তুমি, বহুগুণে গুণবতী
ধন্য মোরা, সহচরী তব, সুসৌভাগ্য,
লজ্জা পাই শুনিলে এ কথা তব মুখে।

৪-সখী। কথায় কথায় ক্রমে বাড়িতেছে বেলা,
কখন বা হবে স্নান, কখন বা সাজ
এখনি হইবে সভা, এখনি মহিষী
আসিবেন নিজে তিনি ডাকিতে সখীরে।

১-সখী। তাও বটে, সত্য সখি।

দ্রৌপদী। চল তবে যাই।

(স্বগত) কেন চঞ্চল পরাণ, কেন পদ কাঁপে,
হে শ্রীপতি, রমানাথ, দুখিনী-ভরণ।
দুখিনীর লজ্জা আসি কর নিবারণ।
কায় মনঃ প্রাণ আর নাহি কিছু মোর
সকলি সঁপেছি তার পদে;—পাব নাকি—
পাব নাকি অমূল্য রতন সেই মোর!
কি জানি হইছে ভয় যাইতে সভায়,
যদি না সে হেরি সেথা সে চারু বয়ান
যদি না সে হেরি সেই আঁখি প্রাণহরা,
হে শ্রীকৃষ্ণ, কি হইবে—কি হইবে তবে
চির-অভাগিনী তব দ্রৌপদীর গতি?
কিন্তু—

(নেপথ্যে উলুধ্বনি।)

৩-সখী। দ্যাখ দ্যাখ অই যত পুরনারী—
উলুধ্বনি করে মাতিয়া সবে।

২-সখী। এস এস সই সহচরী মোরা
আমরা থাকিব কেন নীরবে?

গীত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাশ্মিরী খেমটা।

ঘুচিল বিষাদ-নিশি উদিল সুখ-তপন,
আলোকে পুলকে মরি মোহিল মোহিল মন।
চল সখি চল ত্বরা, শোভে না বিলম্ব করা,

মনোসাধে নানাছাঁদে সাজাব করি যতন।
মুনিজন মনোলোভা, নেহারি সে চারুশোভা,
রতি ভ্রমে যেন সখি ভুলিয়ে যায় মদন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্বয়ম্বর সভা।

একপার্শ্বে রাজগণ, একপার্শ্বে মুনিঋষি প্রভৃতি
দর্শকবৃন্দ. মঞ্চোপরে দ্রৌপদী।

দ্রুপদ। ভো ভো মহাবাহু বীরেন্দ্র-সমাজ! নহে
অবিদিত আমন্ত্রণ-কারণ আমার,
নহে অবিদিত সভার উদ্দেশ্য মোর;
ধন্য ভাগ্য মম, ধন্য এ দ্রুপদ আজি—
নয়ন হইলা ধন্য করিয়া দর্শন
এক স্থানে বসি হেন বীরের মেলানি;
এবে কার বীরপণা দেখাও কেমন।
হের অই ঊর্দ্ধদেশে সদা ভ্রাম্যমাণ,
—এক তিল নহে স্থির—আঁখি পালটিতে
সহস্র আবর্ত্ত তায় ফিরিছে নিয়ত—
হের কিবা অপরূপ রাধাচক্র স্থান,
মধ্যভাগে ছিদ্র তার, একমাত্র শর
প্রবেশিতে পারে কষ্টে তাহার ভিতর;—
সেই সে ছিদ্রের পরে আর ঊর্দ্ধে তার

আছে মীন সুবর্ণনির্ম্মিত—লক্ষ্য সেই—
উর্দ্ধ দৃষ্টি কৈলে কিন্তু না পাবে দেখিতে,
জলপূর্ণ পাত্র তাই রয়েছে সভায়,
লক্ষ্য-ছায়া পড়েছে তাহায়,—হের অই
ছায়াপানে চাহি,—ছিদ্র-পথ দিয়া
দুর্লক্ষ্য সে স্বর্ণ-মৎস্য পাইবে দেখিতে।
অদূরে রয়েছে ধনু, তাহে গুণ দিয়া
এইভাবে অধোমুখে ছায়াপানে চাহি
এড়িতে হইবে শর,—একমাত্র শরে
মীনচক্ষু হইবে বিঁধিতে। বীরবৃন্দ,
যেবা পার,—বেঁধ লক্ষ্য, লভহ পাঞ্চালী।

জরাসন্ধ। উত্তম—উত্তম রাজা করিলা প্রস্তাব
সময় হইছে গত বৃথা ক্রমে ক্রমে।
তবে কি সে জান, নিমেষ-সুসাধ্য যাহা,
তার লাগি আড়ম্বর না করা উচিত;
তাই ভাবি এতক্ষণ রয়েছি নিশ্চিন্ত।
ভাল ভাল, ইচ্ছা যদি, এখনি করিব
তাহা, এখনি পূরাব তব মনোরথ।
জরাসন্ধ আমি, রাজা, মগধ-ঈশ্বর
ভুজবীর্য্য মোর ত্রিভুবন খ্যাত, রহ,
নিমেষে বিঁধিব লক্ষ্য, লভিব দ্রৌপদী।

[ব্যর্থচেষ্ট ও লজ্জায় আসন গ্রহণ।

দুর্য্যো। হোঃ হোঃ জরাসন্ধ! হোঃ হোঃ সেই না সে তুমি

গিয়াছিলে একদিন ভানুমতী-হেতু!
লাজ কি হে নাহিক তোমার! ছি ছি ছি ছি
আসিয়াছ চলাইতে হেথায় আবার।
কি সাহসে আগেভাগে সর্ব্বজনে টালি
মদগর্ব্বে বীরগর্ব্ব দেখাতে উঠিলা,
বীর যত তুমি, জানা আছে বহুকাল।
এবে দেখ বীরপণা নয়ন মেলিয়া,
দেখ দেখ লক্ষ্য বেঁধা ক্ষমতা কাহার।

[ব্যর্থচেষ্ট ও আসন গ্রহণ

বিরাট। দুর্য্যোধন, মুখে মাত্র বড়াই তোমার,
বড়াইয়ের নহে এই কাজ, যুবা তুমি,
উষ্ণতেজে বৃদ্ধ ব'লে না মান মোদের।
হইল বয়স বহু, দেখিনু অনেক,
বীরকার্য্যে বহুদিন হয়ে গেল গত,
এবে মাত্র শিখিয়াছ ধরিবারে ধনু,
বহুদর্শী বীরবৃন্দে না করিহ হেলা।
রহ সাবধানে নীরবে আসন পরে,
দেখ বসি বুড়া হাতে ধরে কত বল।

[চেষ্টা, বিফল হইয়া আসন গ্রহণ।

সুশর্ম্মা। হাসালি হাসালি বুড়া, ছি ছি লাজ খেয়ে
কেমনে আইলি ধেয়ে লক্ষ্য বিঁধিবারে।
রাজকন্যা দেখি লোভ নার সামলিতে
গেছে অস্ত্র, গেছে দন্ত, যায় নাক সাধ—

এ বয়সে আর কেন? দেখ স্থির হ'য়ে
হাসিতে হাসিতে লক্ষ্য বিঁধি অবহেলে।

[হতোদ্যম হইয়া আসন গ্রহণ।

শিশুপাল। এতক্ষণে বুঝা গেল কে কেমন বীর।
মুখে আস্ফালন শুধু—বাক্যবীর যত;
বচনে বড়ই দড়, কার্য্যে হেঁট মুখ,
বুঝা গেল যার যত বীরপনা ঘটে।
ভাল ভাল, শিশুপাল রয়েছে জীবিত,
নির্ব্বীরা হয়নি পৃথ্বী, হের বাহুবল
হের বীরপনা, বীরকার্য্য হের হে সকলে।

[ব্যর্থ হইয়া আসন গ্রহণ।

জয়দ্রথ। কাজ নাই বাক্যব্যয়ে, লক্ষ্য বিঁধি আগে,
আগে সে পাঞ্চালী মোর গলে দিন মালা,
তবে সে যাইবে বুঝা কার কত বল।

[ভ্রষ্টলক্ষ্য ও আসন গ্রহণ।

মদ্র। কি আশ্চর্য্য! সভাজন হেরিলা বীরত্ব
যার যত, মদগর্ব্ব বীরগর্ব্ব নহে,
বীরতায় মত্ততায় প্রভেদ অনেক।
নহি মত্ত দেখাইতে বীরত্ব আপন;
আমন্ত্রিত, সেই হেতু দেখিব বারেক
পারি কি না পারি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবারে।

শকুনি। কাজ নাই মদ্ররাজ, কাজ নাই আর
ভাল চাও চেপে যাও, থাক মানে মানে!

তবুও হলোনা জ্ঞান এতেক দেখিয়া,
তোমা চেয়ে ইহারা কি কেহ কিছু কম ?

মদ্র। কাপুরুষ—কাপুরুষ তুমি, হীনবুদ্ধি
সেই হেতু কহ হীন ভাষা, আসিয়াছি
স্বয়ম্বরে, কেন তবে রহিব বসিয়া
কাঠের পুতুল প্রায় আপন আসনে—
অপমান নাহি কি তাহায় ?

শকুনি। ভাল ভাল,
কাজ কি কথায় আর, কাজ কি শ্লাঘায়,
বীরমণি, প্রকাশহ বীরত্ব আপন
এখনি যাইবে সব বুঝা।

মদ্র। দেখ তবে—

[ব্যর্থচেষ্টা ও পুনরাসন গ্রহণ।

দ্রুপদ। চলো বহুক্ষণ, হায় পলে পলে ক্রমে
হইল অনেক দণ্ড, একজনো নাহি
উঠিলেন এতক্ষণে ! কি হলো এ দায়।
পরস্পর মুখ পানে চাহিয়া বারেক
রহিলেন যে যাহার আসনে বসিয়া।
হায় বিধি কি করিলা, কি লিখিলা ভালে,
লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ। ভঙ্গীয়ান
বীরেন্দ্র কেশরী যত, কাঁপে প্রাণ, অহো
কি হইবে—কি হইবে দুহিতার গতি !
হে পৃথিবি, নির্ব্বীরা হলে কি এতদিনে !

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধিক্ ধিক্‌রে ক্ষত্রিয় নামে। ক্ষত্রতেজ,

চির-অকলঙ্ক জ্যোতি যার, একবারে
গেল কি নিভিয়ে? চাঁদে কি গ্রাসিল রাহু?
একজনো নাহি বীর ক্ষত্রিয় সমাজে—
একজনো নাহি পারে লক্ষ্য বিঁধিবারে!
আজন্ম ধানুকী যেই, মাতৃগর্ভ হতে
বাণ-শিক্ষা লক্ষ্যভেদ যাহার ব্যবসা
না পারে ধনুকে দিতে গুণ, নারে আজি
এতক্ষণে একজনো লক্ষ্য ভেদিবারে।
বলে যারা চিরদিন সমর-দুর্দ্দম—
কাঁপে জ্যানির্ঘোষে যার বিশ্বচরাচর
টলে পৃথ্বী—সেই আজি পুত্তলিকা সম
নীরবে রয়েছে বসি আপন আসনে।
কোথা বাণ-শিক্ষা, কোথা ধনুর্দ্ধর-নাম!
বীরগর্ব্ব কোথা গেল, কোথা আস্ফালন!
কে সেই ক্ষত্রিয়-তেজ হরিল সহসা!
প্রলয়ের বিপর্য্যয় হইল কেমনে?
হায় বিধি একি দেখি ক্ষোভে ফাটে বুক
নির্ব্বীর ক্ষত্রিয় কুল—

ভীষ্ম। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শোন—
শোন মন দিয়া, না করিও খেদ আর।
ক্ষত্রকুল এখনও হয়নি নির্ব্বীর।
পরাঙ্মুখ লক্ষ্যভেদে হেরিয়া যাদের
মরমে পীড়িত বৎস আজি, হীন বীর
না ভাবিও কারে কভু। তবে সে সে কেন,

একজনো না পারিল সাধিতে এ কাজ
নারি বুঝিবারে,—নারি বুঝিবারে কেন
ধুরন্ধর বীরকুল পরিম্লান আজি।
ক্ষোভের কারণ ইহা বটে, সেই হেতু,
আরো চিন্তি দ্রুপদের বিষম সঙ্কট—
মানরক্ষা—পণরক্ষা—কন্যার ভাবনা
ভাবিয়াছি লক্ষ্য এই বিঁধিতে আপনি।
কিন্তু বৃদ্ধ আমি, তায় ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা
নহে অবিদিত, নহে অবিদিত, কভু
দার গ্রহণ না করিবে গঙ্গার তনয়।
তাই ভাবি এতক্ষণ ছিলাম নীরবে,
না পারি রহিতে স্থির আর ;. কিন্তু শোন—
শোন সবে বচন আমার, পাঞ্চালীরে
প্রয়োজন নাহি মম, দিব দুর্য্যোধনে
লক্ষ্য ভেদি যদি পারি লভিতে তাহায়।
(ধনুকে জ্যা আরোপ ও গুণদান
অদূরে শিখণ্ডীকে দর্শন)
একি একি, শিখণ্ডি! শিখণ্ডি অই দূরে!
[ধনুঃশর নিক্ষেপ ও আসনগ্রহণ

কর্ণ। অমঙ্গল-হেতু হেরি ত্যজিলেন ধনু
পিতামহ, ধৃষ্টতায় না চিন্তিহ মনে,
না চিন্তিহ দ্রুপদ রাজন্! হের এই
অবহেলে ভেদি লক্ষ্য দেখিতে দেখিতে।
[কর্ণের লক্ষ্যস্থলে গমনোদ্যোগ

পট-পরিবর্ত্তন।

অন্তরীক্ষ।

ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ।

ইন্দ্র। যে ভাবনা, এতক্ষণে ঘটিল তাহাই—
কর্ণ চায় উঠিবারে লক্ষ্যভেদ-আশে।
ভীষ্মকে হেরিয়া প্রাণ উঠেছিল কেঁপে
দৈববলে ঘুচিল সে ভয়, ফেলে দিল—
ধনুঃশর নপুংসক শিখণ্ডীকে দেখি ;
অমঙ্গল হেরি ভীষ্ম অস্ত্র নাহি ধরে।
কিন্তু, কর্ণ মহারথী মহাধনুর্দ্ধর—
সর্ব্ব অংশে বীর সেই ফাল্গুনীর সম—
ন্যূন নহে কোন মতে, সে যদি প্রয়াসে
অবহেলে লক্ষ্যভেদ করিবে নিশ্চয়।
কি হইবে—কি হইবে তবে অর্জ্জুনের—
কেমনে বাছনি মোর লভিবে পাঞ্চালী!
শুনেছিনু কৃষ্ণমুখে স্বয়ম্বর-স্থলে
পুত্র মোর দেখাইবে অপূর্ব্ব ক্ষমতা—
বীরেন্দ্র অসাধ্য যাহা করিবে সে কাজ—
বিঁধিবে অপূর্ব্ব লক্ষ্য, লভিবে দ্রৌপদী।
কৃষ্ণমুখে শুনি তাই হেরিতে নয়নে,
এসেছিনু তাড়াতাড়ি অমরা ছাড়িয়া,
এবে তায় ঘটিল প্রমাদ। পুত্র মোর

ভিখারীর বেশে বসে আছে এক পাশে,
ক্ষত্রিয় বলিয়া তায় কেহ নাহি জানে,
অজ্ঞাত নিবাসে বাস করে পাঁচ ভাই,
কেমনে উঠিবে সেই রাজেন্দ্র-সমাজে।
অথবা উঠিয়া আর কি করিবে পুন
কর্ণ যদি উঠি আগে লক্ষ্য করে ভেদ।
সুনিশ্চয়—জানি আমি কর্ণ মহাবীর—
সুনিশ্চয় বিঁধিবে সে লক্ষ্য অবহেলে।

ব্রহ্মা। মহেন্দ্র, আশঙ্কা তব নহে অমূলক।
সবে বলে বিবাহের কর্ত্তা প্রজাপতি,
ভাবি তাই এত দিনে বুঝি ডুবে যায়
সে খ্যাতি আমার, বিধাতা আমার নাম—
নির্ব্বন্ধ আমার কভু না হয় খণ্ডন—
তাও বুঝি এতদিনে হয় লোপগত!
লিখেছি পাঞ্চালী-ভালে "অর্জ্জুন-রমণী"
কেমনে সে লেখা আজি হইবে পূরণ?
কি সামান্য লক্ষ্য ইহা! কর্ণের নিকটে
বীরের অসাধ্য কিছু নাহি কোনকালে।
ইচ্ছা যদি তার, এখনি বিঁধিবে লক্ষ্য—
এখনি কাটিবে মীন হাসিতে হাসিতে।

মহাদেব। হর পূজে বর পায়—কহে সব লোকে,
অনূঢ়া বালিকা তেঁই সদা পূজে মোরে,
আমিও মিলাই বাছি যোগ্য পাত্র তায়;
ভেবেছিনু পাঞ্চালীরে দিব পার্থবীরে,

কর্ণ লাগি এবে দেখি হয় বিপর্য্যয় —
বিপর্য্যয় মহেশ্বর-বাণী! আর কভু
এর পর কোন বালা না পূজিবে হরে।
কহ ইন্দ্র, কহ ব্রহ্মা, কহ দেবগণ—
কি চিন্তিলা মনে মনে উপায় ইহার!

ইন্দ্র। না দেখি উপায় অন্য আর। ত্রিলোচন,
চল যাই সবে মিলে বিষ্ণুর সকাশে,
চল সে গোলোকপুরে, নহে অন্য কথা
নিজে কৃষ্ণ—

চন্দ্র। বিলম্ব তো হবে কিন্তু তায়,
ততক্ষণে যদি কর্ণ লক্ষ্য করে ভেদ।

ব্রহ্মা। সত্য বটে সত্য, চন্দ্র, যা কহিলা তুমি,
কহ ইন্দ্র, কি চিন্তিলা উপায় ইহার?

ইন্দ্র। (ক্ষণেক চিন্তার পর)
একমাত্র দেখি দেব ইহার উপায়,
ইচ্ছি পাঠাইতে মেঘে স্বয়ম্বর স্থলে,
মেঘ গিয়া শীঘ্র তথা ঘোর আবরণে
আবৃত করুন দশ দিক, ছেয়ে যাক্—
ছেয়ে যাক্ ধরা অকাল জলদোদয়ে,
লক্ষ্য ছায়া জলে আর নাহি যাবে দেখা,
কি করিবে কর্ণ আর লক্ষ্য না হেরিলে,
অবশ্য বিলম্ব তায় হইবে করিতে
যতক্ষণ মেঘ নাহি হয় দূরীভূত।
পাব অবসর, ততক্ষণ সবে মোরা

বিষ্ণুর নিকট হতে আসিব ফিরিয়া।

মহাদেব। সাধু অথণ্ডল, সাধু এ প্রস্তাব তব,
চল তবে চল মোরা যাই, অবিলম্বে
সাধি কার্য্য পুনরায় আসিগে ফিরিয়া।
হুতাশন, এস তবে,—এস দেবগণ।

[সকলের প্রস্থান।

পটোত্তোলন।

পুনঃ স্বয়ম্বর সভা।

কর্ণ লক্ষ্যসমীপে গিয়া ধনুঃশর গ্রহণে উদ্যত।

কর্ণ। হের হের সভাজন, হের হে সকলে
আঁখি পালটিতে এই লক্ষ্য করি ভেদ।
(সহসা মেঘসঞ্চারে ঘোর অন্ধকার)
এ কি এ কি! অকস্মাৎ এ কিরে সহসা!
প্রলয়ের মেঘ ধায় গভীর গর্জ্জনে—
ছেয়ে গেল নভস্তল দেখিতে দেখিতে
আকাশ নীলিমা ধরা ছাইল চৌদিক্—
আঁধারে ঢাকিল বিশ্ব, কি হলো সহসা!
এই তো হাসিতেছিল মাথার উপরে
রবি দীপ্তিমান্,—কোথায় লুকাল তাহা!

মধ্যাহ্ন তপনে কিবা লাগিল গ্রহণ!
রক্তশূন্য ছিদ্রশূন্য করাল মূরতি
অবিরত স্তরে স্তরে ফিরিতেছে মেঘ—
মেঘের পরেতে মেঘ, মেঘ তার পরে,
অনন্ত-অসীম কায় ভীষণ ধূম্রল—
গাঢ়—গাঢ়তর ক্রমে। মেঘ ভিন্ন আর
যত দূর দৃষ্টি চলে কিছুই না দেখি।
অমার অপেক্ষা ঘোর অন্ধকার রাশি।
নিজের দক্ষিণ বাহু নাহি দেখি নিজে
কেমনে দেখিব লক্ষ্য?

দ্রুপদ। তাই ত কি হলো!
হে বিধাতঃ কি আছে তোমার মনে, কেন
অকাল জলদে কেন ছাইলা জগত?
কেন এ সুধার হ্রদে উঠিল গরল —
এত সাধে কেন এ বিষাদ, কহ দেব
কেন এ দারুণ রোষ সন্তানের প্রতি?
রাখ লজ্জা, লজ্জা-নিবারণ! দীননাথ,
ত্রাণ কর এ অধীনে অপার সঙ্কটে,
যায় মান, কি হবে কি হবে দ্রুপদের।

কৃ। মহারাজ, অনর্থক না হ'য়ো কাতর
শুভ কার্য্যে অমঙ্গল না ক'রো ভাবনা;
এ নহে কালের মেঘ, অকালে উদয়
অকালেই পাবে লয় আপনা আপনি।
ধৈর্য্য ধরি কতক্ষণ রহ স্থির হয়ে,

আবার উঠিবে সূর্য্য আকাশমণ্ডলে—
আলোকে আবার পুন হাসিবে মেদিনী।
শোন কর্ণ—শোন বীরবর—রহ স্থির,
আলোক উদিলে পুন লক্ষ করো ভেদ।
সভাজন, ক্ষণকাল রহ ধৈর্য্য ধরি—
রহ স্থির নিজ নিজ আসনে সকলে,
দৈবের ব্যাপার ইহা, না হ'য়ো উতলা।
বহুক্ষণ নাহি রবে এ দুর্দ্দৈব কভু;
অনুমানি এখনই কাটিবে এ মেঘ—
উদিবে তপন পুন।

রাজগণ। ভাল তাই হোক।

[সকলের নীরবে অবস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গোলোকধাম।

সুদর্শন চক্র হস্তে বিষ্ণু আসীন।

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ ও সকলের স্তব।

স্তুতিগান।

মিশ্র—একতালা।*

জয় দয়াময় জয় হে।—
জয় জগপাতা, জয় জয় জয় জগপাতা,
বিঘ্ন বিপদ ভয় ত্রাতা, বিশ্ব ভুবন ধাতা—
জয় দয়াময় জয় হে।
জয় বিশ্বেশ্বর আদিনাথ, অনাদি অনন্ত এক,
জয় অনাদি অনন্ত এক, প্রণবরূপ স্বপ্রকাশ মঙ্গলময় পিতা,
জয় দয়াময় জয় হে।
জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাধার, জগবন্দন ভূমা
জয় জগবন্দন ভূমা, করুণানিলয় তুমি হে অভয় বরদাতা—
জয় দয়াময় জয় হে।
জয় গোলোকনাথ শ্রীপতি হৃষীকেশ মুরারি,
জয় হৃষীকেশ মুরারি, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারণ পিতামাতা—
জয় দয়াময় জয় হে।
জয় যোগী জীবন জনার্দ্দন কেশব বনমালি,
জয় কেশব বনমালি, পরেশ পরম প্রভু পতিত পাবন পাতা,
জয় দয়াময় জয় হে।

---

* ৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের আরতির সুর।

জয় যুগ-যুগ-অবতার ভববন্ধন খণ্ডনকারি,
জয় ভববন্ধনখণ্ডনকারি, নিরঞ্জন নিরুপম সুখসম্পদ দাতা—
জয় দয়াময় জয় হে।
জয় পরাৎপর পরাগতি হে, তোমা বিনা নাহিক নিস্তার
প্রভু তোমা বিনা নাহিক নিস্তার, ভক্তজনে গায় তব গুণগাথা
জয় দয়াময় জয় হে।
যাচে করুণা অধীনগণ হে, দেহি পদাশ্রয় দীনে,
প্রভু দেহি পদাশ্রয় দীনে, সঙ্কটে ত্রাণ করহে সঙ্কটভয়দুখত্রাতা
জয় দয়াময় জয় হে।

বিষ্ণু। এ কি, শুভ দিন আজি, বহুকাল পরে
একত্র পাইনু দেখা সর্ব্ব অমরের,
পাইনু পীরিতি বড়,—ভালত সকলে।
হে শঙ্কর, কৈলাসের কুশল সকল?
হঠযোগ হইছে তো নির্ব্বিঘ্নে সাধন?
চতুর্ম্মুখ, বেদগান, সৃষ্টি-কার্য্য তব
চলিছে তো সুমঙ্গলে সুশৃঙ্খলা ক্রমে?
সহস্রাক্ষ, অমরার কহ সুসংবাদ?
বহু দিন পরে আজি হেরিনু সবারে,
কিন্তু নাহি হেরিলাম প্রসন্ন বদন,
শঙ্কা হয় মনে, পুন কি আবার কোন
দৈত্য দুরাচার করে অমরা-দলন,
পীড়িত কি সুরবৃন্দ অসুর-পীড়নে?
কহ—কহ শুনি, উৎকণ্ঠা হইছে বড়।

ইন্দ্র। দেব, নহে সুরবৃন্দ নিপীড়িত আজি
অসুর-নিগ্রহে, নহে সেই সে কারণে
চিন্তন-বিষাদিত-মুখ দেবগণ আজি।

অমরায় নাহি দৈত্যভয়। শূলপাণি,
পদ্মযোনি অন্য দেব যত দৈত্যভয়ে
আসে নাই কেহ আজি এ গোলোকপুরে।
কিন্তু, দেব, বিধিলিপি এত দিনে বুঝি
অখণ্ড না রহে আর, মহেশ্বর-বর
হয় বুঝি বিপর্য্যয়; নহে অন্য কথা—
নিষ্ফল কৃষ্ণের বাণী বুঝি এত দিনে।

বিষ্ণু। হে বাসব, প্রকাশিয়া কহ হে সকল,
খুলে বল—খুলে বল বচন তোমার—
দেবগণে কেবা হেন করে অবমান!

ইন্দ্র। প্রভো, অন্তর্যামী তুমি, কি কব তোমারে,
অন্তরের কথা যত গোচর তোমার।
পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর আজি, তাই দেব
গিয়াছিনু দেখিবারে সকলে মিলিয়া।
হেরিলাম অপূর্ব্ব সে লক্ষ্যের ব্যাপার।—
উঠিল অনেক রাজা, না পারিল কেহ
বিঁধিবারে লক্ষ্য সেই বিচিত্র কৌশলে,
রহিল বসিয়া সবে যে যার আসনে;
ডাকিলা দ্রুপদ উচ্চে, ধৃষ্টদ্যুম্ন উঠি
সম্ভাবিল ধনুর্দ্ধরে যত, শেষে ভীষ্ম
উঠিয়া লইল ধনু, সহসা সম্মুখে
শিখণ্ডিকে হেরি দূরে অস্ত্র দিলা ফেলি।
উঠিলা তখন কর্ণ, হেরি ত্রস্ত মোরা.
কর্ণ নহে কোন অংশে ফাল্গুনীর ছোট,

অবশ্য হেলায় লক্ষ্য পারিবে বিঁধিতে।
'পাঞ্চালী অর্জ্জুনপত্নী' বিধাতার লেখা,
শঙ্করের বর ইহা, কৃষ্ণের বাসনা,
আমারও সাধ বটে তাই, কিন্তু দেব,
কেমনে সুসিদ্ধ হবে দেববাঞ্ছা তবে
লক্ষ্য বিঁধি কর্ণ যদি লভয়ে পাঞ্চালী।
মেঘেরে পাঠায়ে তাই ঘোর আবরণে
চরাচর সহ লক্ষ্য রাখিতে ঢাকিয়া,
আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় ততক্ষণ মোরা
এসেছি সকলে মিলি আপনার কাছে!
সৃষ্টিপ্রাণ তুমি, কর সৃষ্টি যাহে রয়,
পুরাও অমর-বাঞ্ছা এ মিনতি পদে।

মহাদেব। নারায়ণ, চিন্তিত হৃদয় মোরা সবে,
চিন্তার কারণ যত শুনিলা সকলি,
চিন্তামণি, দেবচিন্তা কর অপসার।

ব্রহ্মা। কি আর বলিব বেশী, রাজীবলোচন,
নিজে তুমি সৃষ্টে এই বিধাতা বলিয়ে
বাড়ায়ে করেছ বড়, এবে যাচি তাই
কর নাথ থাকে যাহে বিধাতার নাম।
থাকে যাহে বিধিলিপি চির-অখণ্ডিত।

বিষ্ণু। (ক্ষণেক চিন্তার পর)
শুনিনু সকল, বুঝিলাম এতক্ষণে
কেন ম্রিয়মাণ দেবগণ সবে আজি।
চিন্তার কারণ ইহা বটে; আরো বটে,

যেই কৃষ্ণ সেই বিষ্ণু নাই কোন ভেদ,
হরি-হর চিরদিন অভিন্ন হৃদয়—
ব্রহ্মা ইন্দ্র দেব যত প্রাণ মোর সবে,
না পারি রহিতে স্থির আর, প্রাণ মন
উঠিছে আকুল হয়ে এ কথা শুনিয়ে।
এক ভিন্ন নাহি দেখি উপায় ইহার,
চল যাই সবে মিলে বাণীর নিকটে,
কর্ণ মহাবীর, কিন্তু সুতপুত্র সেই,
কর্ণকে উদ্দেশ করি ডাকি সর্ব্বজনে
পাঞ্চালী উঠিয়া যাহে কহে উচ্চভাষে
"সুতপুত্রে কভু আমি নাহি দিব পাণি"
এহেন মন্ত্রণা তার দিতে হবে কাণে।
পাঞ্চালী উঠিয়া যদি কহে এই কথা,
রাজেন্দ্র বীরেন্দ্র সভামাঝে, অপমানে
হেট মুখে লাজে কর্ণ পড়িবে বসিয়া,
না রহিবে আর তবে আশঙ্কার হেতু।
কিন্তু কে দিবে এ মন্ত্রণা তাহায়? নহে
যার তার কাজ। হেন জন নাহি হেরি
বিনা বাগ্‌বাণী। চল যাই সবে মিলে।
দেবকার্য্যে অবশ্যই হবেন সম্মত
ভারতী ইহায়।

মহাদেব। ইচ্ছাময় তুমি দেব
যেমন তোমার ইচ্ছা। চল দেবগণ,
চল যাই সবে মিলে বাণীর সদনে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মানস সরোবর।

কমলাসনে সরস্বতী।

চতুর্দ্দিক বেড়িয়া রাগিণীগণের নৃত্যগীত।

গান।

ঝিঝিট—একতালা।

প্রফুল্ল সরোজ আসন মাঝে
মরি কি রাতুল চরণ সাজে
কুসুমে কুসুম যেন বিরাজে
আহা কি রূপ রাশি রে।

নয়নে উথলে করুণা সিন্ধু
কপোলে হাসে বিমল ইন্দু
অধরে নিঝরে বিন্দু বিন্দু
তরুণ অরুণ হাসি রে।

ঢল ঢল মুখ-কমল,
আলু থালু চিকুর জাল,
ঢুলু ঢুলু আঁখি-যুগল,
ললাটে তারকা জ্বলে রে।

শ্রবণপুটে কিরণ ফুল
মাথায় নলক দোদুল দুল,
কি এক নেশায় হয়ে আকুল
পয়োধরে মাথা ঢলে রে।

করে কমল মধুর-গন্ধ
কোলে বীণা রব-সুমন্দ
ছোটে সংগীত মন-আনন্দ
উড়িছে দ্বিরেফ মাতি রে।

বাণী-সহচরী—মোরা রাগিণী
আও সবে মিলি, সজনি,
ফুলে ফুলে ফুলে ছাই অবনী
ছড়াই জ্যোছনা ভাতি রে।

[নেপথ্যে গীতধ্বনি।

"জয় বাণি বীণাপাণি"

[রাগিণীগণ চমকিত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকনে নিস্তব্ধে অবস্থিতি, গাইতে গাইতে দেবগণের প্রবেশ ও রাগিণী-গণের প্রস্থান।]

গীত।

টোড়ি—টিমেতেতালা।

জয় বাণী বীণাপাণি।
জয় বাগীশ্বরী, গীতমধুকরী, রাগসহচরী, সুরপ্রসবিনী।
শ্বেতশতদল দলবাসিনী
বিমল রজত শুভ্রবরণী
মানস-উদ্ভবা রমণী-মণি
জয় নারায়ণী ত্রিদশবন্দিনী।

অবিরাম বীণা সংগীত ওঠে
অযুত ভাষার প্রবাহ ছোটে
ভাবের নবীন কুসুম ফোটে
জয় বেদমাতা কোবিদ-জননী।

সর। কি সৌভাগ্য! দেববৃন্দ একত্র মিলিয়া
দাসীরে করিতে দয়া হেথা উপনীত!
ধন্য এ নয়ন হেরি চরণ সবার।
নমস্কার একে একে করি জনে জনে।
মোর লাগি এত ক্লেশ কিন্তু কি কারণ,
স্মরণে আপনি দাসী যাইত যখন,
দেবাজ্ঞাবাহিনী এবে বাণী চিরকাল।

বিষ্ণু। বীণাপাণি, কার্য্য হেতু আসিয়াছি সবে,
দেবকার্য্য হবে এক করিতে সাধন।
পাঞ্চালীর আজি স্বয়ম্বর;—অপূর্ব্ব সে
লক্ষ্যস্থল—অপূর্ব্ব সে সভার সাজনি,
রাজেন্দ্র বীরেন্দ্র যত হয়েছে মিলিত,
একে একে সকলে পরাস্ত লক্ষ্য ভেদে।
কর্ণ চায় অবশেষে লক্ষ্য বিঁধিবারে।
কর্ণ মহাবীর, লক্ষ্য অবশ্য বিঁধিবে,
কিন্তু বিধিলিপি "পাঞ্চালী অর্জ্জুন-পত্নী"
হর-বর, কৃষ্ণ-উক্তি, বাসব-বাসনা
বিপর্য্যস্ত কর্ণ লাগি হয় বুঝি সব।
আশঙ্কায় সবে তাই একত্র মিলিয়া
এসেছি লভিতে এক ভিক্ষা তব কাছে।

সর। ছি ছি ও কথা বলোনা দেব। দাসী আমি
দাসী প্রতি কর আজ্ঞা, যেবা অভিলাষ।

বিষ্ণু। ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে দেখিনু অনেক,
এক ভিন্ন নাহি দেখি উপায় ইহার।

কর্ণ সূতপুত্র, সভামাঝে যাহে তাই
পাঞ্চালী সদর্পে উঠি কহে উচ্চভাষে
"সূতপুত্রে কভু আমি নাহি দিব পাণি"
এ হেন মন্ত্রণা তার দিতে হবে কানে।
কিন্তু হেন মন্ত্রদাতা নাহি অন্যে আর,
দেবকার্য্য আজি এই কর বাগ্‌বাণী।

সর। বড় ভাগ্য আমা হতে হবে দেবকাজ,
এই দণ্ডে আজ্ঞা এই পালিবে অধিনী।

বিষ্ণু। 'অক্ষয়—অক্ষয় হোক সু-বীণা তোমার.
বাণী নাম চিরকাল ঘুষুক জগতে।
এস তবে এস দেবগণ, চল যাই,
পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর দেখিগে বসিয়া।

[দেবগণের প্রস্থান।

সরস্বতী। পূর্ণ মনস্কাম এতদিনে। কত দিন—
কতদিন মনে মনে একেলা নির্জ্জনে
ভাবিয়াছি পদযুগ, বর্ষ বর্ষ ধরি
কতদিন কত আশা পুষিয়াছি হৃদে,
শয়নে স্বপনে কিবা আহারে বিহারে
কিছুতেই না বাসিত মন, মনে হত
কত কথা, কত সুর ভাসিত হৃদয়ে,
তুলিয়া নিতাম বীণা, দিতাম ঝঙ্কার,
কি যেন লাগিত ফাঁক, না ফুটিত গান,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া বীণা হইত নীরব,
মাঝ-সুরে কভু তার যাইত ছিঁড়িয়া।

এই ভাবে কাটাইনু কতই বৎসর,
বিধি না করিল দয়া, না পুরিল আশা।
এতদিনে অভাগীরে বিধি সানুকুল,
এতদিনে সখা আজি দিয়াছেন দেখা,
মরি কি হেরিনু—সে যে জাগ্রত-স্বপন—
বাসনা হইল কত রাখিতে ধরিয়া,
লুটাইতে পায়ে সেই রাজীব চরণে
মনের সকল কথা কহিতে ফুটিয়া।
সঙ্গে ছিল দেবগণ, সঙ্গে ছিল পিতা,
না ফুরিল কথা। সেই হাসি, সেই ভাষা
অভাগিনী কিন্তু হায় কেমনে ভুলিবে?
হে দয়িত! দয়াময় নাম তব, কহ,
দাসী বধে কিবা তব দয়ার প্রচার?
বড় ভাগ্যবতী আহা সপত্নী আমার,
পতি-প্রেম-গরবিনী লক্ষ্মী অঙ্কলক্ষ্মী—
দিবানিশি সেবে পদ, কিন্তু অভাগীরে
যুগান্তে না কর মনে কেন দাসী ব'লে?
বৃথা আন্দোলনে সেই নাহি প্রয়োজন,
ভাগ্যবতী আজি আমি, হেরিছি চরণ,
শুনিয়াছি মধুকণ্ঠ—পূর্ণ চির সাধ—
কাণে যেন এখনও বাজিছে সে ধ্বনি—
ভাগ্যবতী! হেন ভাগ্য পুন কবে হবে?
ইচ্ছাময় ইচ্ছা আজি চান পুরাইতে,
দাসী হতে; কথা শুনে হাসি আসে মনে।

দাসী আমি আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিব,
অবশ্যই এই দণ্ডে যাইব পাঞ্চালে,
দ্রৌপদীর কাণে কাণে দিব উপদেশ,
সুভগা পাঞ্চালী,—তার তরে নারায়ণ
চিন্তিত হৃদয়। যাই তবে—যাই তথা।
[সরস্বতীর অন্তর্ধান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্বয়ম্বর সভা।

কৃষ্ণ। হের রাজা, হের সভাজন, ধৃষ্টদ্যুম্ন
হের হে, ক্রমশ অই কাটিতেছে মেঘ.
আঁধার হইছে ছিন্ন ধীরে ধীরে ধীরে।
প্রকাশিছে দিবাকর। অই—অই পুন
আলোকে ভাসিল ধরা—ঘুচিল বিবাদ।
সুমঙ্গল কার্য্য ইহা—দেবানুমোদিত—
অমঙ্গল ইথে বল কেন বা হইবে?
উঠ কর্ণ—উঠ বীর—মহারথী তুমি,
রাখ নাম, রাখ গর্ব্ব ক্ষত্রিয়কুলের,
অবিলম্বে লক্ষ্য এই ভেদ' অবহেলে।

কর্ণ। (লক্ষ্যস্থানে গমনপূর্ব্বক)
এখনি রাখিব, কৃষ্ণ, বচন তোমার;
নহে বড় কথা এই, না পারি বুঝিতে

বীরবৃন্দ পরাভূত কেন লক্ষ্যভেদে।
লাজে মরি, বড় ব্যথা বাজিয়াছে বুকে,
দ্রুপদের কষ্ট আর দেখা নাহি যায়,
এ বড় লজ্জার কথা, স্বয়ম্বর স্থলে
সমগ্র ক্ষত্রিয় বীর থাকিতে বসিয়া,
কি হবে কি হবে বলি কন্যার লাগিয়া
মানরক্ষা তরে হবে দ্রুপদ আকুল।
এতক্ষণ ছিনু বটে নীরবে বসিয়া—
না পারি থাকিতে আর। একে একে
দেখিনু সবার চেষ্টা, দেখিনু নীরবে
যার যত বাণশিক্ষা—যত বীরপনা,
শুনিলাম দ্রুপদের দারুণ আক্ষেপ,
শুনিলাম ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষোভে দুঃখে রোষে
যা কহিলা, প্রতি কথা তীব্র শলা তার,
সহসা হৃদয়ে যেন কে দিল আঘাত,
মর্ম্মের নিভৃত স্থলে ফুটিল অঙ্কুশ,
শিরায় শোণিত উষ্ণ বহিল তরল,
আপনা আপনি হস্ত পরশিল তূণ,
দন্তে দন্তে অধরৌষ্ঠ হল নিষ্পেষিত,
ছুটিল তাড়িৎ-স্রোত প্রতি রোমকূপে।
উঠিলেন পিতামহ—বিধি প্রতিকূল—
ত্যজিলেন ধনুঃশর শিখণ্ডিকে দেখি।
না জানি কি আছে আজি ক্ষত্রিয়ের ভালে!
নারিনু রহিতে স্থির—উঠিনু আপনি;

কোথা হ'তে কাল মেঘে ছাইল আকাশ,
বিধির নির্ব্বন্ধ বল কে পারে খণ্ডিতে ?'
কিন্তু, এতক্ষণে সুপ্রসন্ন দেবগণ,
দৈবের প্রসাদে কেটেছে আঁধার সেই—
উঠেছে আলোক, বিলম্ব না শোভে আর।
হের হের হে দ্রুপদ, হের সভাজন
এই সে লক্ষ্যচ্ছায়া, ছায়া প্রতি চাহি
এখনই ভেদি লক্ষ্য দেখিতে দেখিতে।

[কর্ণের লক্ষ্য প্রতি দৃষ্টি করিয়া
ধনুকে বাণ যোজনা।

দ্রৌপদী। রহ—রহ বীরবর—রহ হে ক্ষণেক,
সভাজনে নিবেদন আছে কিছু মোর,
সে কথা হউক আগে, লক্ষ্য বিঁধো পরে।

(সভাজনের প্রতি)

হে বীরেন্দ্র রাজেন্দ্র সমাজ, চির পূজ্য
বিপ্রকুল,—অন্য যে যে আছহ সভায়,
মুখরা বালিকা আমি, এই ভিক্ষা সবে,
মুখরার অপরাধ না ক'রো গ্রহণ।
শুন শুন চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্‌পালগণ,
অন্য অন্য দেব যত শুনহ সকলে,
শুন পিতা, শুন ভ্রাতা, শুন সভাজন
কর্ণ নহে কোন কালে ক্ষত্রিয় সন্তান—
শুনিয়াছি নাহি তার জন্মের ঠিকানা—
কর্ণ সূতপুত্র; হোক জন্মে যেই জাতি,

বিঁধিলে এ লক্ষ্য তাহে বরিবে পাঞ্চালী,
সুতপুত্রে এবে কভু নাহি দিবে মালা।

[কর্ণের শিথিল মুষ্টি হইতে ধনুঃশর পতন
ধীরে ধীরে লজ্জায় কর্ণের আসন গ্রহণ।

দ্রুপদ। (নিস্তব্ধে দীর্ঘনিশ্বাস)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। (দ্রুপদের প্রতি)

বিষম বিপদ আজি পিতা,—যায় মান—
যায় মান—ভীষণ প্রতিজ্ঞাস্রোতে ভাসি।
আর কিবা হবে বল এখন ভাবিলে,
নিজ বুদ্ধিদোষে এই ঘটালে জঞ্জাল।
নহে এক দিন—কত দিন বলেছিনু
ছাড়িবারে সর্ব্বনেশে এ হেন প্রতিজ্ঞা,
শুনিলে না--ভাবিলে না ভবিষ্য-ভাবনা,
এবে দেখ কিবা ফল ফলিল তাহার।
হা বিধাতঃ কি করিলা, কি লিখিলা ভালে,
রাখ দেব, রাখ এই দ্রুপদে অকূলে।

(সভাগণের প্রতি)

সভাজন শুন সবে, শুন কথা মোর—
শুনিয়াছ পাঞ্চালীর বচন সকলে—
হেরিলা ঘটিল যাহা চক্ষের সমক্ষে,
ক্ষত্রকুল হীনবীর্য্য, কেহই নারিল
বিঁধিবারে লক্ষ্য এই। অভাগী পাঞ্চালী!
ডাকি উচ্চে সবে তাই, দেবতা গন্ধর্ব্ব
যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ নাগ—হও যেই জাতি

যেবা ইচ্ছ ধর ধনু, লক্ষ্য কর ভেদ,
এখনি পাঞ্চালী তারে করিব অর্পণ।
[কিঞ্চিৎ পরিক্রমণান্তর)
একি একি! কেহ না উঠিল এতক্ষণে!
হায় হায় বিধাতার কিবা বিড়ম্বনা—
পাঞ্চালীর ভালে বুঝি না লিখিলা বর!
কারে বা বলিব আর? ক্ষত্রিয় সমাজ
হতবীর্য্য, মন্ত্রমুগ্ধ ভোগী যথা। এবে
দেবাদি গন্ধর্ব্বগণ নিশ্চেষ্ট—নিষ্ক্রিয়—
নীরব—নীরব যে যার আসন পরে।
নরকুলে কেবা আর আছে বীর্য্যবান্,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র হও—হও যেই—
যেবা পার ভেদ লক্ষ্য দেখাও বীরতা,
যেবা হও না করিব বর্ণের বিচার,
এখনি পাঞ্চালী তায় করিব প্রদান।

দ্রোণ। ভাল ভাল ধৃষ্টদ্যুম্ন, না চিন্তিহ আর,
এতেক প্রতিজ্ঞা যদি, এখনি সাধিব
এই অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু বৃদ্ধ আমি,
নাহি মম প্রয়োজন রাজার কন্যায়—
দিব দুর্য্যোধনে, যদি লক্ষ্য করি ভেদ।
[ধনুঃশর গ্রহণ, ব্যর্থচেষ্ট।

অশ্বত্থামা। অবশ্যই পিতা নাহি ধরিলেন ধনু
তুচ্ছ ভাবি, যত্ন করি, তেঁই হতোদ্যম।
নহে বাণগুরু যিনি, লক্ষ্যভ্রম তাঁর

না কভু সম্ভবে। সাধিব পিতার কাজ
বিঁধিব দুর্লক্ষ্য লক্ষ্য পিতৃ-ইচ্ছা মতে
দুর্য্যোধনে দিব্য কন্যা লভি বাহুবলে।
[চেষ্টা ও অকৃতকার্য্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। আর কেবা আছ বীর, হও আগুসার
পার কিনা বিঁধিবারে দেখ চেষ্টা করি।—
কর ত্রাণ এ দুস্তর বিপদ্ সাগরে।
সময় হইছে গত, যায় বুঝি দিন,
কে আছ—কে আছ এস, কর লক্ষ্যভেদ,
পাঞ্চালী তাহার করে অর্পিব নিশ্চয়।

(অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের অঙ্গুলি সঙ্কেত,
তদ্দৃষ্টে ব্যাস অর্জ্জুনের প্রতি জনান্তিকে)

ব্যাস। উঠ বৎস, উঠ আর করো না বিলম্ব,
এই সুসময়, দেখাও বীরত্ব নিজ,
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন হ'ক চমকিত,
প্রকাশহ ভুজবল—লভহ পাঞ্চালী।

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি জনান্তিকে)

ধর্ম্মরাজ, দেহ আজ্ঞা, অনুজ তোমার
সাধুন এ বীর কার্য্য, দেখুক সকলে
কত বল ধরে এবে অর্জ্জুনের বাহু,
কিবা তার বাণ শিক্ষা, কিবা লক্ষ্যজ্ঞান।

যুধি। (ব্যাসের প্রতি তদ্রূপ স্বরে)
যেবা ইচ্ছা তব প্রভো! আমি কি বলিব?
ইচ্ছা যদি আপনার—

[শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি সঙ্কেত, তদ্দৃষ্টে অর্জ্জুনের প্রতি)

উঠ ভাই, যাও
সাবধানে, ভেদ' লক্ষ্য, প্রকাশ' বীরত্ব,
ইষ্টদেব সদা তব করুন মঙ্গল।

(অর্জ্জুন সঙ্কেতে কৃষ্ণ, ব্যাস, যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম ও লক্ষ্য-সমীপে গমন, তদ্দৃষ্টে রাজগণের মহা কোলাহল।)

১-রাজা। একি একি! ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ! এতক্ষণে
মিলিয়াছে পাঞ্চালীর উপযুক্ত বর!

২-রাজা। উত্তম—উত্তম রাজা পাইলে জামাই!

৩-রাজা। মরি মরি মরি, মাথায় চুলের বোঝা,
অঙ্গে উঠে খড়ি, অন্ন বিনা শীর্ণ তনু,
পরিধানে চীরমাত্র গেরুয়া কাপড়,
উপযুক্ত পাত্র বটে রাজার কন্যার!

৪-রাজা। (অর্জ্জুনের প্রতি)
শুন বলি, শুন ওহে ব্রাহ্মণ ঠাকুর,
আসিয়াছ ভিক্ষা তরে, এত কেন লোভ!
লহ ভিক্ষা, যাও চলি কুটীরে আপন,
বামন হইয়া চাও ধরিবারে চাঁদ!

৫-রাজা। নিজের অবস্থা এই, নাহি কি ভাবনা,
যোটে কি না যোটে এবে দিনান্তে নিজের,
ও গোঁসাই ভেবেছ কি—ভেবেছ কি কভু
রমণীকে আপনার কি দিবে খাইতে?
রাজার ঝিয়ারী এবে দ্রুপদনন্দিনী—

ভগ্ন পর্ণশালা যাকে রাখিবে কোথায় ?
ছি ছি ছি ছি লাজ কি হে নাহিক তোমার,
ভিক্ষুকের এত লোভ কভু ভাল নয়।

অর্জ্জুন। (ঈষদ্ধাস্য)
থাক থাক বীরবৃন্দ, দেখেছি—বুঝেছি
বীর যেবা যত, থাক—থাক হে নীরবে ;
কাজ কি বাড়ায়ে আর ; ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ
আমি, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কেনবা উঠিবে
ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র কেহ যদি সে পারিত ?
ক্ষত্রিয়ের কাজ ইহা, নহে ব্রাহ্মণের।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব তো এই ! ছি ছি !
আমি লজ্জাহীন ! বলিছ আবার তাই ?
কোন্ মুখে—কোন্ মুখে করিছ বড়াই !
বল দেখি, কে বেহায়া ?—আমি না তোমরা ?
ধিক্ ধিক্ রে ক্ষত্রিয় নামে ! এক জনো
না পারিলা এ সামান্য লক্ষ বিঁধিবারে
কাঠের পুতুল প্রায় রয়েছ বসিয়া ?
একটা রাজার মাথা হইতেছে হেঁট,
এত বড় মান তার যাইছে ভাসিয়া,
রয়েছ সকলে মুখ চা'য়া চা'য়ি করি।
ধিক্ ! আবার বড়াই ! দেখ হে নীরবে
কত বল ধরে ভিক্ষু ব্রাহ্মণের বাহু।
এই তো সে জলপাত্র, এই লক্ষ্য ছায়া
অধোমুখে ছায়া পানে রহিনু চাহিয়া,

ধরিলাম ঊর্দ্ধে ধনু, দেখ—দেখ সবে
এই তো এড়িনু এক শর, দেখ আসি
বিঁধেছে কি না বিঁধেছে মৎস্যের নয়ন।

(অর্জ্জুনের শর নিক্ষেপ, লক্ষ্যভেদ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। (লক্ষ্য ছায়া দৃষ্টে, সোল্লাসে)
বিঁধিয়াছে বিঁধিয়াছে লক্ষ্য একোদ্যমে।

দ্রুপদ। (আস্তে ব্যস্তে)
কই—কই ধৃষ্টদ্যুম্ন? দেখাও আমারে,
সত্য কি চেয়েছে মোরে বিধি মুখ তুলে!

ধৃষ্টদ্যুম্ন। (দ্রৌপদীর প্রতি)
এস ভগ্নি, এস হেথা, এই তব স্বামী!

দ্রৌপদী। (দর্শনানন্তর স্বগতঃ)
একি এ! সেই সে মূর্ত্তি—সেই অবয়ব,
সেই রূপ, সেই মুখ, সেই চোখ কাণ,
সেই সে গলার স্বর—সেই পরিচ্ছদ,
বীরত্বের লীলাভূমি সেই বক্ষঃদেশ।
কিবা এই! অপরূপ প্রহেলিকা ইহা,
ফিরে কি আবার সেই আসিল স্বপন!
হে শ্রীপতি কোথা তুমি, বড়ই সঙ্কট,
এ হেন সময়ে নাহি করো প্রবঞ্চনা।
চির অভাগিনী দাসী, কি জানি কি হবে।
কিন্তু, কিবা এই! কেন বাম আঁখি নাচে,
কেন হেন বাম বাহু কাঁপে ঘন ঘন?
কিসের লক্ষণ!

ধৃষ্টদ্যুম্ন। বিলম্ব না করো আর,
এস ভগ্নি এস ত্বরা, বীরপত্নী তুমি
বীরকণ্ঠে মাল্যদাম দাও পরাইয়া।

[দ্রৌপদীর মঞ্চ হইতে অবতরণ ও মাল্য দিতে উদ্যত;
রাজগণের কোলাহল।

১-রাজা। থাক—থাকহ পাঞ্চালী, থাকহ ক্ষণেক,
দেখি আগে ঠিক্ করি লক্ষ্যপানে চাহি
বিঁধেছে কি না বিঁধেছে মৎস্যের নয়ন।
এ নহে গোলের কাজ, গোলমাল করি
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভগ্নী দান চাও করিবারে?
এই কিহে মান রক্ষা! নাবালক তুমি,
কি বলিব তোমা, কিন্তু বুড়া তো দ্রুপদ,
এই কি বুড়ার কাজ! এই পণ রক্ষা!
ছি ছি ছি ছি ভাল খ্যাতি রাখিলা জগতে!
নাহি কি সমাজভয়?

২-রাজা। এই তো দেখিনু—
কই, কোথা লক্ষ্যভেদ? অই তো সে মীন
রয়েছে যেমন ছিল—নয়ন বিস্ফারি।
ধিক্, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অহো ধিক্ হে তোমায়!

৩-রাজা। মনে মনে এত যদি, কেন এ ছলনা,
রাজগণে ডাকি এনে কেন অবমান।
পারিতে তো চুপে চুপে গৃহে দিয়ে খিল,
যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ কন্যা দিতে দান।
কেহ না আসিত হেথা, না উঠিত গোল,

কোন কথা কেহ না কহিত। ছলা পাতি,
পিতাপুত্রে এ কলঙ্ক কেন বা কিনিলা?

৪-রাজা। মরি মরি আহা কিবা চক্ষু দ্রুপদের,
ধৃষ্টদ্যুম্ন সূক্ষ্ম দৃষ্টি কিবা সে তোমার,
অন্যের দুর্লক্ষ্য যাহা হেরিলা নিমেষে!

৫-রাজা। রাখ উপহাস! এ নহে হাসির কথা।
হে দ্রুপদ প্রকাশিয়া কহ অভিপ্রায়,
এইরূপে পণ তব চাও কি রাখিতে?
ইচ্ছা যদি, কর কাজ, যেবা ইচ্ছা হয়,
থাকহ সচ্ছন্দে সুখে লইয়া জামাই,
সমাজের নাম কিন্তু যেন থাকে মনে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। রাজগণ, কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য কথা,
অথবা এ বড় বিচিত্র নয়—ঈর্ষায়—
ঈর্ষায় দূষিত চক্ষু সকলে তোমরা
কেমনে হেরিবে ইহা! বীরত্ব তো বড়,
অন্যের বীরত্ব দেখি কেন এত ক্ষোভ,
দূষিত জিহ্বায় কেন উগার গরল!
নাহি লজ্জা—ধিক্ ধিক্ রে ক্ষত্রিয়াধম!
নাহি—

রাজগণ। তুচ্ছ! তুচ্ছ কর ক্ষত্রিয়-সমাজে!
সাবধান ক্ষত্রগ্লানি, না ছোটাও মুখ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। যে যেমন তার সাথে ব্যাভার তেমন,
ধৃষ্টদ্যুম্নে কি দেখাও ভয়?—

শ্রীকৃষ্ণ। ধৃষ্টদ্যুম্ন,

হও স্থির, কেন বৎস, মিছা রাগারাগি,
রাজগণ বলিছেন, বিঁধে নাই লক্ষ্য,
বিঁধে নাই মৎস্যের নয়ন, অবশ্যই,
বলিতে পারেন তাঁরা; ছায়া পানে চাহি
না যদি দেখিতে পান লক্ষ্য ঠিক্ করি।
কেন বৎস ভুলে গেলে ইহার ভিতরে
যার যত লক্ষ্য-জ্ঞান দেখেছতো সব।
বাক্যব্যয় কেন তবে আর, কিবা ফল
সেই হেতু মিছামিছি কলহ করিয়ে?
শান্ত হও বৎস তুমি।

(অর্জ্জুনের প্রতি) শুনহে গোঁসাই,
সন্দিহান বীর-কুল বীরত্বে তোমার।
সেই হেতু বহু কড়া শুনিলা দ্রুপদ
অপবাদ রাজকুলে, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী,
মর্ম্মে মর্ম্মে নিপীড়িত ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর,
ক্রুদ্ধ রাজগণ—কলহের উপক্রম,
বড়ই কষ্টের ইহা হেন শুভ কাজে।
পুন বলি, হে ঠাকুর, বীরর্ষভ তুমি,
অপ্রমিত বল ধর বাহুতে তোমার,
বাণ শিক্ষা লক্ষ্যজ্ঞান অপূর্ব্ব সকল,
স্তব্ধ অমর নর হেরি কীর্ত্তি তব;
হে ঠাকুর, একবার—একবার আর
ধরহ ধনুক অই, দাও গুণ টানি
ছায়া পানে চাহি পুন লক্ষ্য কর ভেদ

দেখুক সকলে, এবে ঘুচুক জঞ্জাল।

[অর্জ্জুনের প্রতি ভ্রূ-সঙ্কেত।

অর্জ্জুন। উত্তম—উত্তম বটে ইহা! ধিক্ ধিক্!
বিস্ময় মেনেছি এবে হেরিয়া সকল।
একি এ রাজার সভা! বীর-সম্মিলনী!
হাসি পায়—কি দিব বা উত্তর ইহার।
ভাল ভাল, শ্রীনিবাস, ভাল যুক্তি তব,
এখনি বিঁধিব লক্ষ্য পুন অবহেলে।
কিন্তু—অহো যেবা দৃষ্টি, যেবা লক্ষ্যজ্ঞান—
তাও যদি বীরবৃন্দ না পান দেখিতে!
হে দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, না করো ভাবনা,
সভাজন, সেই হেতু না চিন্তিও আর—

(ধনুঃশর গ্রহণানন্তর)

বীরবৃন্দ দেখ চেয়ে দেখ আঁখি মেলে,
এই পুন এড়ি শর ছায়া পানে চাহি,
লক্ষ্য মাত্র ভেদি' বাণ না ফিরিবে—
চক্ষে বিঁধি মীন অই পাড়িবে ভূতলে।
হের—হের হে সকলে—হের বীরবৃন্দ,
এই তো এড়িনু শর, এই তো বিঁধিল
মৎস্যের নয়ন, অই সে কাটিল মৎস্য,
না হবে রহিতে আর ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহি
হের সভাতলে—হের অই পড়ে মীন,—
বাণ মম চক্ষে বেঁধা তার, বীরবৃন্দ,
সূক্ষ্মদৃষ্টে এইবার দেখ হে চাহিয়া,

দেখে বল, ধৃষ্টদ্যুম্ন গোলেমালে সারি,
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে ভগ্নী করে কি না দান।

[মৎস্য বাণবিদ্ধচক্ষু হইয়া সভাতলে পতন, রাজগণের অধোমুখ; সকলের উচ্চে আনন্দরোল, পুর-মধ্যে শঙ্খধ্বনি, বিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি।

দ্রুপদ। দেবতা গন্ধর্ব্ব আর সিদ্ধচারগণ,
মুনি ঋষি যোগী, চিরপূজ্য বিপ্রকুল,
ত্রিকাল দর্শিন্ মহামতি দ্বৈপায়ন,
সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণ; অন্য যেবা আছ হেথা,
চাহি অনুমতি, প্রসন্ন হইয়া সবে
কর আশীর্ব্বাদ, কর আজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠে
করুক বরণ এই পাঞ্চালী আমার,
দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা মম হউক উদ্যাপিত।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য হে দ্রুপদ তুমি ধন্য রাজকুলে,
পণ রক্ষা হইয়াছে উচিত তোমার,
দুহিতার উপযুক্ত পাইলে জামাই—
বীরকার্য্য হেন আর হেরি নাই কভু,
দেবের অসাধ্য ইহা।

ব্যাস। আশীর্ব্বাদ করি,
ঝি জামাই লয়ে রাজা সুখে কাট' দিন—
প্রজাপতি করুন মঙ্গল।

দ্রুপদ। (অর্জ্জুনের প্রতি)
এস বৎস এস তবে, পূর্ণ মনোরথ,
বড় লজ্জা হতে আজি রেখেছ দ্রুপদে,

সার্থক জননী তব বীরপ্রসবিনী,
সার্থক উদরে তোমা দিয়াছিলা স্থান,
বীরকুল উজ্জ্বলিত আজি তোমা হ'তে।
ভাগ্যবতী দুহিতা আমার; এস বৎস,
অন্তঃপুর মাঝে গিয়া বেদবিধি মতে
সম্প্রদান কার্য্য সুখে করি সমাধান।

অর্জ্জুন। দুঃখী আমি, মা আমার বড় কাঙালিনী,
পরের আশ্রয়ে সদা করেন বসতি,
জ্যেষ্ঠ মোর আছেন দুজন, তিন জনে
সারা দিন ভিক্ষা মাগি নগরে নগরে,
যাহা পাই লয়ে যাই তবে পাই খেতে,
দিনান্তে ভিক্ষান্ন দুটি মা দেন রাঁধিয়া,
খা'য়াইয়া মো সবারে তবে খান মাতা;
আসিয়াছি প্রাতঃকালে ভিক্ষার লাগিয়ে,
হয়েছে বিলম্ব বহু, কাটিয়াছে দিন,
মা আমার ভাবনায় হইতেছে সারা,
মুখে মাত্র দেন নাই এক ফোটা জল,
বিবাহ-উৎসব মোর না সাজে এখন।
ভিক্ষু আমি, ভিক্ষু ব'লে কন্যা আপনার
না যদি করেন ঘৃণা, চলুন সঙ্গেতে.
আগে সে মাতার মুখে দেখি পুন হাসি,
হাসি হাসি মা আমার দিন অনুমতি,
অনুমতি দিন আগে দাদা দুই জনে
তবে সে পাঞ্চালী লয়ে করিব আমোদ,

শাস্ত্র মতে করিব এ দেহার্দ্ধ-ভাগিনী।

দ্রুপদ। উত্তম—উত্তম বৎস কহিলা সকল,
সাধু এ প্রস্তাব তব। যে শুভ মুহূর্ত্তে
রাখিয়াছ তুমি মম প্রতিজ্ঞা দুর্জ্জয়,
সেই সে মুহূর্ত্তে কন্যা মম তব করে
করেছি অর্পণ, যথা ইচ্ছা কর এবে,
লয়ে যাও সঙ্গে করি দুহিতা আমার
লভিয়া মাতার আজ্ঞা, লভি আশীর্ব্বাদ
জ্যেষ্ঠ দুজনার আর আত্মীয় সবার,
যথাশাস্ত্র পাঞ্চালীরে করহ গ্রহণ।

(সভাগণের প্রতি)

সভাজন, সভাভঙ্গ করি তবে আজ,
বিশ্রাম ভবনে এবে চলুন সকলে।

[সভাভঙ্গ।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

জমীদার সহ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ।

জমীদার। ও বাবা! কেন মত্তি এয়েলাম! ও ঠাউর মশাই—ঠাউর মশাই গো, মুই কোম্‌নে যাবগো?—ও বাবা! কেন মত্তি এয়েলাম।

ভট্ট। চুপ কর—চুপ কর—চীৎকার করিস্‌নে।

ভল্লী। কি করে চুপ্ কর্‌বো গো। ও বাবা যে বাণগুনো মশালের মত ছুট্‌তি নেগেচে, যে তেরোনাল ঘুর্‌তি নেগেচে—বেঘোরে বেভুঁয়ে পরাণডা যে গ্যাল গো। নছিবে শেষ এই ছেল গা! ও ঠাউর মশাই, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মোরে বাঁচাও।

[ছুটিয়া পদদ্বয় ধারণ

ভট্ট। থাম্—থাম্, দাঁড়া, দেখ্‌তে দে। কৈ—

ভল্লী। আর দ্যাখ্‌বে কি গো। ঐ যে এদিক্ বাগে আসতি নেগেচে। ও বাবা গো, মলুম গো! ও ঠাউর মশাই মোরে অক্ষে কর। ও বাবা! ছানির মা যে আর নেই রে বাবা!

ভট্ট। এ কি! একি!

কি ভীষণ কাণ্ড এই হেরি অগ্রভাগে,
গ্রহে গ্রহে কিবা অই লাগিল ঘর্ষণ!
অথবা ভূকম্পে সৃষ্টি যায় রসাতলে!
কি ঘোর বিরাট রাব, কাঁপে বসুন্ধরা,
কাঁপে বিশ্ব চরাচর, কাঁপে প্রাণীকূল,
নীড় হতে পক্ষিশিশু পড়িছে খসিয়া,
পিণাকি বাজায় কিবা প্রলয় বিষাণ!
একি একি অস্ত্রখেলা! কি জলন্ত বাণ!
এক কালে শত শত আগ্নেয় ভূধর
বিদারিয়ে অই কিরে ছোটে ধাতু-স্রাব!
কি ভীষণ—কি ভীষণ—জ্বলন্ত বিদ্যুৎ!
মুহূর্ত্তে আকাশ পৃথ্বী গেল যে ছাইয়া,

কোথা যাব কোথা যাব—বাঁচিব কেমনে,
বিদেশে আসিনু কিবা হারাতে পরাণ!
অই এল! অই এল! ব্রাহ্মণি—ব্রাহ্মণি—
ব্রাহ্মণি!—

[দ্রুত পলায়ন।

ভল্লী। ও ঠাউর মশাইগো—কোম্‌নে পালালে গো—মোরে য়মের মুখি একা ফেলে কোম্‌নে গেলে গো! ও বাবা—এল যে! কোম্‌নে যাব, কি করবো। হে মা দুগ্‌গা, কালি, শিব, সিংগী, অসুর! কাঙালকে অক্ষে কর মা।

[বেগে পলায়ন।

[যুদ্ধ করিতে করিতে দ্রৌপদী সহ রথারোহণে অর্জ্জুন, ও রাজগণের প্রবেশ।

১-রাজা। শোন্‌রে শোন্‌রে বলি ব্রাহ্মণ-অধম,
নিজ হিত চাস্‌ যদি,
ছেড়ে দেরে দ্রৌপদী,
বিনিময়ে দিব তোরে রূপসী অতুল,
ভাল চাস্‌ এখনও শোন্‌রে বাতুল।

২-রাজা। চেয়ে দেখ্‌ ওরে মূঢ় কর্‌রে শ্রবণ
ছাড়্‌রে নারীর লোভ,
ছাড়্‌ হৃদয়ের ক্ষোভ
মূল্য তার দিব বাছি রত্ন অগণন,
রাতারাতি হবি রাজা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।

৩-রাজা। শোন্‌রে ব্রাহ্মণ বলি শোন্‌ মোর কথা,
দেরে মোরে দেরে নারী,

দিব রাজ্য অর্দ্ধ করি,
সুহৃদ্ বলিয়া তোর বাড়াব গৌরব,
দেখ্ চেয়ে, মমাধীন যতেক কৌরব।

৪-রাজা। কুবের-ভাণ্ডার আনি দিবরে ভাঙ্গিয়া,
কেন রে নারীর লাগি
মরিবি রে ভিক্ষা মাগি
দেরে মোরে দেরে তায় রাখিব যতনে,
তুই ও থাকিস্ সুখে অন্য নারী সনে।

৫-রাজা। কেন রে বিধবা বল্ করিবি কন্যায়
ক্ষমিয়াছি বহু বার,
ক্ষমা না করিব আর,
মরিবি মরিবি তুই ওরে মন্দমতি,
ভাল চাস্ কন্যা ছাড়ি পালা দ্রুতগতি।

অর্জ্জুন। আরে আরে ক্ষত্রগ্লানি নীচাত্মা বর্ব্বর,
সাবধান সাবধান,
জিহ্বা তোর শতখান
এখনি করিব বাণে, পাবি প্রতিফল,
দেখিব কেমনে পুন উগার গরল।
কাপুরুষ তোরা সবে নাহি গণি মনে,
থাক্ থাক্ ক্রূরপাল,
দেখ্ কিবা করি হাল,
দাঁড়ারে দাঁড়ারে পাপ দাঁড়া নীচাশয়,
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইয়া দিই যমালয়।
যে সাধে সেজেছ আজ বিবাহ সজ্জায়

তবে সে শমন সজ্জা;—
ধিক্ ধিক্ নাহি লজ্জা,
কোন্ মুখে রণ আশে এলি আগুবাড়ি,
নাহি জ্ঞান, পাপ মুখে যাবে গড়াগড়ি।
সামান্য ব্রাহ্মণ কিরে ভেবেছিস্ মোরে!
এই দেখ এক শরে
পাঠাই শমন-ঘরে
সাধ্য থাকে কাট্ বাণ কি দেখিস্ আর,
মরিলি মরিলি আর নাহি রে নিস্তার!

[শর নিক্ষেপ

১-রাজা। আবার আবার তবে দেখরে আবার—

২-রাজা। ওরে দ্বিজ ভ্রষ্টাচার,
হলি তুই ছারখার,
এখনও বলি শোন্ পালা নিয়ে প্রাণ।

৩-রাজা। কোথা যাবে, বড় বীর—থাক্ তুটো বাণ!

৪-রাজা। দ্বিজ তুই, কিন্তু তোর বধে নাহি পাপ,
দেখিব কতই বল
কত রণ-সুকৌশল
স্পর্দ্ধা তোর এত বড় দ্বিজকুলগ্লানি,
সিংহের নিকট হ'তে কাড়িস্ সিংহিনী।

[রাজগণ অর্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিয়া ঘোর যুদ্ধ।

অর্জ্জুন। আরেরে মূর্চ্ছিত এবে দেখি যে সকলে
মুখেতে না কথা সরে

জর জর শরে শরে

নাহি আস্ফালন আর নাহি বীরনাদ,
বীরাধম ফেরুপাল মিটেছে তো সাধ!

(বেগে কর্ণের প্রবেশ।)

কর্ণ। কার সাধ—কে মিটাবে? এ জীবনে কভু
মিটিবে না ওরে পাপ,
তুই মোর কাল সাপ
তোরে না মারিলে মোর মিটিবে না সাধ
আয়রে আয়রে আজ ঘুচাই বিষাদ।
তোর অই মুর্ত্তি মোরে করেছে পাগল,
যে দিকে সে দিকে চাই
কিছুতে না স্বস্তি পাই,
অই তোর অবয়ব দেখি যে কেবল,
তোরে না মারিলে মোর নাহিরে মঙ্গল।
ডেকেনে ডেকেনে শেষে ডাক্ ইষ্টদেবে,
দ্রৌপদীর মুখ-রাকা
দেখেনে রে শেষ দেখা
এ পৃথিবী আর নাহি করিবি দর্শন,
এই তো এড়িনু শর—এই তো মরণ।

[শর নিক্ষেপ।

অর্জ্জুন। ভাল ভাল, কর্ণ তোরে দিই ধন্যবাদ,
পাইয়াছি তোরে যবে
নাহি চাহি অন্য সবে,
মিটাব মিটাব তোর মনের বাসনা,

কালসাপ-বিষে দেখ কত যে যাতনা।
এক মাত্র শর ছুড়ে করো না আস্ফোট,
ছোড় আর কিবা আছে
তৃণ সম মোর কাছে
অটল অচল প্রায় আছি দাঁড়াইয়া,
লহ ধনু, ত্যজ শর, কি দেখ চাহিয়া!
ভাল ভাল ভাল বীর যুঝেছ অনেক,
তবে দিব বাহবা
সহ দেখি এক ঘা,
সহ রে সহ রে এই বাণে রহ স্থির,
তবে সে বুঝিব কর্ণ তুমি মহাবীর।

[বাণবর্ষণ।

কর্ণ। এতক্ষণে বুঝা গেল যত বীরপনা
এই দেখ, দ্বিজাধম,
দেখ, কর্ণ-পরাক্রম,
হাতে ধরি বাণ তোর করিলাম দূর,
এই বাণে যাবে মাথা, গর্ব্ব হবে চূর।

[কর্ণের বাণ নিক্ষেপ, রাজগণের সকলে মিলিয়া আক্রমণ।

১-রাজা। মার মার মেরে ফেল যাক্ রে বালাই।
২-রাজা। দুহাতিয়া মার বাড়ি
ভূমে যাক্ গড়াগড়ি,
৩-রাজা। মরুক—মরুক বেটা চক্ষুর নিমেষে
৪-রাজা। পাঞ্চালীরে নিয়ে মোরা চল যাই দেশে।

অর্জ্জুন। (দ্রৌপদীর প্রতি)

ভেবো না ভেবো না ভদ্রে, করোনাক ভয়,
স্বামী তব নহে কাপুরুষ, রণরঙ্গে
মহোল্লাস তার, রহ প্রিয়ে সাবধানে
ধ্বজদণ্ড দৃঢ় ধরি রহ মোর পিছে;
ঘেরিয়াছে শত্রুকুল, নাহি করি ভয়,
নিমেষে কৃষ্ণের বরে লভিব বিজয়।

দ্রৌপদী। বীর তুমি, কি বলিব তোমা, নাহি ডরি,
বীর জায়া নাহি ডরে শত্রুর সমরে,
কিন্তু তব কষ্ট হেরি প্রাণ ফেটে যায়
সাগর তরঙ্গ সম শত্রু-অনিকিনী
একাকী কেমনে হবে এ দুস্তরে পার।
পারের কাণ্ডারি হরি, ডাক ভক্তিভরে,
অবশ্য তরিবে এই শত্রু-পারাবারে!

অর্জ্জুন। (রাজগণের প্রতি)

দাঁড়ারে দাঁড়ারে সব দাঁড়ারে দুর্ম্মতি,
যার যেবা সাধ্য আছে,
মার অস্ত্র আগে পাছে,
একা হাতে সে সকল করিব বারণ,
দ্বিজ নহি তো সবার সাক্ষাৎ শমন।
দে রণ দে রণ তবে দে রণ দে রণ
নাহি ভঙ্গ দিস্ যদি,
রুধিরে বহাব নদী,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর, দেখ কিবা হয়,

পৃথিবী করিব আজি ক্ষাত্র-রক্তময়।

[ঘোরতর যুদ্ধ।

হুহুঙ্কার শব্দে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। আরে আরে দুষ্টগণ থাক্‌রে তিলেক,
একা হেরি দ্বিজবর,
ভাল পেয়ে অবসর,
গোষ্ঠীশুদ্ধ মিলে তাঁরে ঘিরে চারিভিতে,
করিয়াছ ষড়যন্ত্র পরাণে বধিতে—
সাবাসি সাবাসি দ্বিজ সাবাসি তোমায়,
কিবা অস্ত্র সঞ্চালন
কিবা বাণ বরিষণ
একক কেশরী যেন—শৃগাল-মাঝার,
ধিক্ ধিক্ চন্দ্রবংশে জোনাকি-সঞ্চার!
পাপিনী পৃথিবী এবে তোদের ধরিয়া;
ঘুচাইব পাপ ভার
সবে হবি চুরমার
এ হেন অন্যায় রণ দেখা নাহি যায়,
এখনি হইব আমি দ্বিজের সহায়।
বজ্রমুষ্টি বাহু মোর দেখ্ চেয়ে দেখ,
ক্ষণ মাত্র রহ স্থির,
ভূমেতে লুটাবে শির,
মনের বাসনা যত মিটিবে তখন,
দাঁড়ারে দাঁড়ারে পাপ নিকট মরণ,
তুলে যথা উড়ে বাতে উড়িবি তেমনি;

বিধি বিষ্ণু রুদ্র আদি
হয় যদি প্রতিবাদী
কিছুতেই মোর হাতে নাহিরে নিস্তার ;
ভীষণ গদার ঘায়ে দিব ছারখার।
নিবার নিবার মোর নিবার প্রহার,
নদ নদী পারাবার
হবে সব একাকার
রুধিরের স্রোতে তায় বহিবে পাথার.
শকুনি আনন্দ মনে দিবেরে সাঁতার।
আকাশের স্তরে স্তরে খেলিবে বিদ্যুৎ
কক্ষভ্রষ্ট গ্রহগণ
ঘোর বজ্র গরজন,
উপাড়িব একা নভঃ সাগরের জলে,
চন্দ্র সূর্য্য সহ পৃথ্বি দিব রসাতলে।
[রাজগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ।

দ্রৌপদী। (অর্জ্জুনের প্রতি)
কহ কহ, কহ বীর, একি পুন দেখি
কেবা ওই যুঝে বীর অনল-সঙ্কাশ,
প্রভঞ্জন বেগে ধায় ঘোর হুহুঙ্কারে
প্রভঞ্জন বেগে পাড়ে অরাতি-নিকর,
ভীষণ সমর লীলা, ভীষণ আচার,
পর্ব্বত প্রমাণ বপু নির্ভীক শরীর
মত্তহস্তী বল ধরে কেবা হেন বীর ?

অর্জ্জুন। মধ্যম অগ্রজ ইনি পাঞ্চালী আমার,

বিক্রমে বিশাল শূর মহাবলে বলী,
কার সাধ্য রহে স্থির তিলার্দ্ধ সমরে,
হের হের কি বিচিত্র রণের কৌশল!
একি একি মুহূর্ত্তেকে কি হলো সহসা!
বসুধা মরুৎ ব্যোম
নাহি সূর্য্য নাহি সোম,
উড়ে ধূলি ছায় দিক্ পায়ের দাপটে,
আছাড়িয়া মারে সবে সাপটে সাপটে।
মত্ত মাতঙ্গের প্রায় যুদ্ধ করে বীর,
উভরড়ে রাজগণ
করে সবে পলায়ন
পাছু পাছু অই বীর হয় ধাবমান,
চল যাই দেখি গিয়া চল অই স্থান।

[অগ্রে অগ্রে যুদ্ধ করিতে করিতে রাজগণকে তাড়াইয়া ভীমের প্রস্থান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথারোহণে দ্রৌপদী সহ অর্জ্জুনের গমন।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণ-ভূমির অপর পার্শ্ব।

[শ্রীকৃষ্ণ ও হলস্কন্ধে বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। বুঝেছি—বুঝেছি কৃষ্ণ এ নষ্টামি তোর,

বড় দাগা দিলি প্রাণে
নারিলাম দুর্য্যোধনে
পাঞ্চালী করিতে দান—লভিল অর্জ্জুন,
তুই মূল, তোরে আজি করিবরে খুন।
নিশ্চয় মরিবি আজ নাহিরে নিস্তার;
দুর্য্যোধন শিষ্য মম
গদাযুদ্ধে অনুপম,
সে হলো পরাস্ত লক্ষ্যে—সব তোর ছল,
মরিলি মরিলি এই তুলিলাম হল।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন দাদা মারিবে গো অনুজে তোমার,
লোকে নানা মন্দ কবে
তুমিও ব্যথিত হবে,
পরের কলহ কেন কিনি ভাই ভাই,
চল ফিরে হেথা আর থেকে কাজ নাই।
কিন্তু দাদা এক কথা কহি শুন সার,
দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়
কভু সমকক্ষ নয়
কি আর বলিব আমি তোমা শঙ্কর্ষণ,
দেখিলে বুঝিবে অই উভে করে রণ।
দেখ দেখ দেখ কি অপূর্ব্ব রণ
বুঝি বা প্রলয় হয়,
আকাশ পৃথিবী সব একাকার
বিশ্ব অস্ত্রে অস্ত্রময়,
বহিছে রুধির ভীষণ প্রবাহে

নৃমুণ্ড ভাসিছে কিবা,
পাখশাট মারি ফিরিছে গৃধিনী
ড'কিছে উল্লাসে শিবা ;
দেখ দেখ দেখ দেখ ধনঞ্জয়
মরি কি রণনিপুণ !
মারে রাজগণ বেড়ি চারি ভিতে
ভ্রূভঙ্গে যুড়িছে গুণ ;
রথ সঞ্চালন বাণ বরিষণ
মরি কিবা ক্ষিপ্রগতি,
বাণে বাণে বাণে কন্দু খেলা যেন
ফাল্গুণী খেলিছে মাতি।
রাজকীয় চমূ বেড়িয়া চৌদিকে
বর্ষার ধারার মত,
বামে কি দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে
মারে শর শত শত,
নহে সে কাতর তবু সব্যসাচী
একা সে নিবারে সবে,
অর্দ্ধ পথে তাহা হেলায় কাটিয়া
মারে অরি ঘোর রবে।
কবে ধরে ধনু কবে যুড়ে বাণ
কিছু নাহি যায় দেখা,
ক্ষণে শত্রু বুকে শোণিত অক্ষরে
জয় চিহ্ন রহে লেখা।
অঙ্গে অঙ্গে বাণ ফুটিয়া বিষম

মরি কি ধরেছে শোভা,
ক্ষতমুখ হতে ঝরিছে শোণিত
ভাসে যেন রক্ত জবা।
কিবা হল হলা অনলের ঝলা,
ছোটে বাণ অগ্নিমুখ
—অব্যর্থ সন্ধান— আঁখি পালটিতে
বিঁধিছে শত্রুর বুক।
দ্রুপদ-নন্দিনী পার্শ্বে অই তার
মরি কি সেজেছে ভাল,
সাহসের পাশে যেন উদ্দীপনা
ভানুর পারশে আলো।
দেখ দেখ দাদা,— দেখে শুনে বল,
ধরায় কে হেন বীর,
কিবা দুর্য্যোধন কিবা ধনঞ্জয়
কেবা যোগ্য দ্রৌপদীর ?

বলরাম। বুঝিনু—বুঝিনু কৃষ্ণ বুঝিনু সকল
নাহি তব অপরাধ, বৃথা দুষি তোমা
অর্জ্জুনের সম বীর নাহি ত্রিভুবনে,
সমরে অমর-ত্রাস, পরন্তপ শূর,
এ জীবনে হেন রণ হেরি নাই কভু;
ধন্য ধন্য বীরপণা ধন্যরে কৌশল,
হলায়ুধ অস্ত্রখেলা হেরিয়া বিস্মিত।
বাখানি বীরতা বটে, অপূর্ব্ব ক্ষমতা,
পার্থ মহারথী, যোগ্যপতি পাঞ্চালীর।

কিন্তু, অহো বড় ভক্ত মম দুর্য্যোধন
প্রাণ চাহে ইষ্ট তার। দূর হোক, যাই
অন্য কোথা, কাজ নাই,—কাজ নাই আর,
যাই আমি, ইচ্ছা হয়, তুমি থাক হেথা।

[বলরামের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সমরে বিজয়ী সখা মোর, হেন রণে
নাহিরে বাজনা, করি আমি শঙ্খনাদ।

[শঙ্খধ্বনি।

অই মোর আসিছে অর্জ্জুন, আসিতেছে
দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠির ভীমকর্ম্মা ভীম,
আসিছে পাঞ্চালী, পাঞ্চাল সৈনিক যত
আসিতেছে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের সহ।
সহসা সকলে কিন্তু না দিব দর্শন
অন্তরালে থাকি কোথা অদৃশ্য হইয়া।

[কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

[ব্যাস, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী এবং
দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সকলের প্রবেশ।

যুধি। কই, কোথায় কেশব? এই তো শুনিনু
বাজিতেছে পাঞ্চজন্য গভীর নিক্কণে,
কঠোরে কোমল ধ্বনি, এই তো শুনিনু,
কোথা গেল বাসুদেব—কোথায় গোবিন্দ!
বহুক্ষণ সে চরণ করিনি দর্শন;
এ দুর্দ্দিনে একমাত্র ভরসা সে পদ,
তাঁহারি প্রসাদে হেন সমর-তরঙ্গে

ফিরিয়া পাইনু পুন বিজয়ী অনুজে।
কোথা সখা এস হেথা দাঁড়াও হাসিয়া
কৃতজ্ঞতা-অশ্রু পদে দিই উপহার।

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।

যুধি। এ কি এ কি!

ভীম। পুন অই হয় শঙ্খনাদ!

দ্রুপদ। হবে বুঝি অন্য কেহ—

ধৃষ্টদ্যুম্ন। না হবে মাধব।

অর্জ্জুন। নিশ্চয় নিশ্চয় অই প্রাণসখা মম,
কিন্তু কেন হেন ছলা বুঝিতে না পারি।

(আকাশে বিশ্বরূপ প্রকাশ।)

ব্যাস। নহে ছলা ভ্রান্ত কেন হইলা সকলে,
দেখ অই আঁখি মেলে আকাশের পটে,
মরি মরি কি মূর্ত্তি মহান্। দেখ ঊর্দ্ধে
দেখ দেখ কিবা অই মহাশূন্য পরে
অনন্ত মহিমাময় মূর্ত্তি মনোহর,
কিবা দীপ্তি, নীলবপু কিবা সুশোভন—
বিশ্বপদ্মে বিশ্বনাথ! রাজরাজেশ্বর,
শোভিতেছে পদতলে সরসিজ সম
গ্রহ উপগ্রহ তারা সবিতৃ-মণ্ডল,
হিরণ্ময় বপু পরে হিরণ্ময় হার
কিরীট কুণ্ডল কিবা কেয়ূর শোভন
কি আলোক, কি সঙ্গীত, কি পুণ্য সৌরভ
প্রীতির উচ্ছ্বাস কিবা বহে প্রবাহিয়া,

অবিশ্রান্ত সুদর্শন চক্র ঘুরে করে,
মুখে বাজে মহাশঙ্খ অনন্ত প্লাবিয়া।
লীলাপদ্ম খেলা কিবা করে অন্য করে
হের হের বিশ্বরূপ মূর্ত্তি গদাধর।

(বিশ্বরূপ অন্তর্ধান)

সকলে। কই কই, হে মহর্ষি, কিছু না দেখিনু
কই সে মহান্ মূর্ত্তি আকাশের গায় ?

দ্রৌপদী। বারেক দেখাও আজি, দেখিব নয়নে
মরি মরি হেন শোভা কৃষ্ণের আমার !
কই দেব কই সেই রূপ ?

(আকাশে যুগল রূপ)

ব্যাস। একি একি !
একি লীলা লীলাময় করিছ প্রকাশ !
নাহি সেই মূর্ত্তি আর গগনের গায়,
নাহি সেই বিশ্বরূপ। মরি মরি মরি
হের কিবা দ্বাপরের রূপ বিমোহন,
শ্যাম কায়, কটি তটে পীতধটি ধরা,
চূড়াকারে শিখিপুচ্ছ শিরে বাঁকা হেলে,
চরণে নূপুর বাজে, গলে বনমালা,
বাঁকা ঠাম, কদম্বের মূলে দাঁড়াইয়া,
অধরে মুরলী কিবা রাধা রাধা বোলে।
হের হের পার্শ্বে অই বৃকভানুসুতা
মরি মরি কিবা শোভা মূর্ত্তি নারায়ণী,
সাজিয়াছে সেইরূপ কিবা সে সাজনে,

হেম কায়ে নীলসাটী করে ঝলমল;
পায়ে বাজে স্বর্ণ বেঁকী ভ্রমর গুঞ্জনে
গলে বেড়ে তারাহার, নাসায় বেসর,
পৃষ্ঠে দোলে বেণী যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
উছলিছে হাসি রাসি অধরে মধুর!
রঙ্গিনীরা বেড়ি দোঁহে খেলে রাস খেলা—
নেহার নেহার উর্দ্ধে গগনের পটে
রাসবেহারীর মূর্ত্তি নেহার মধুর। [মূর্ত্তির অন্তর্ধান

সকলে। কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য কিছুই না দেখি,
প্রলাপীর মত ঋষি কি কহিলা এত—
কোথা দেব কোথা মূর্ত্তি দেখাও মোদের।

দ্রৌপদী। বড় সাধ অই মূর্ত্তি দেখিব বারেক,
শুনে প্রাণ হইল আকুল, কোথা ঋষি—
কোথা ঋষি, উর্দ্ধে চাহি, কেন না দেখিনু,
কি পুণ্য করিলে বল পাইব দেখিতে।

ব্যাস। অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড। হয়েছি বিহ্বল,
কোথায় মিলাল মূর্ত্তি শূন্যে মুহূর্ত্তেকে!
(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)
পুন বাজে শাঁখ!

(পট পরিবর্ত্তন)

(রাসবেহারীরূপে যুগলমূর্ত্তি প্রকাশ)

হের হের হের সবে—
মরি মরি কি মহিমা! মূর্ত্তি পূর্ণতার,

নারায়ণী সম্মিলনে পূর্ণ নারায়ণ!
প্রকৃতি সৃষ্টির এই নিগূঢ় রহস্য
অপূর্ণ মানব ক্ষুদ্র বুঝিবে কেমনে?
কাল বক্ষে অবিরত ভেসে যায় যুগ,
সৃষ্টি যুগে যুগে, যুগে যুগে অবতার।
প্রথম সলিল ভিন্ন নাহি ছিল কিছু
অবতার মীনরূপে প্রথম সলিলে;
সলিলে জন্মিল পঙ্ক, কূর্ম্ম তার পর;
পঙ্ক দৃঢ়তর ক্রমে; উৎপত্তি ক্ষিতির,
ধরিলা বরাহদেহ রাখিতে ভূভার।
জনমিল প্রাণীকুল ক্রমে ধীরে ধীরে
আরম্ভে অপূর্ণ-অঙ্গ, নৃসিংহ মূরতি
—অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর—হইলা তখন।
ঘুরিল কালের চক্র, যুগধর্ম্ম বশে
তিলে তিলে পশুভাগ হইল অন্তর,
অপূর্ণ মানব মূর্ত্তি জন্মিলা বামন।
যুগে যুগে ক্রমে হইলা পরশুরাম
দেহে নাহি পশুভাব, কিন্তু মনে মনে
হিংসা দ্বেষ পশুবৃত্তি দারুণ প্রবল।
ফিরিলা আবর্ত্ত সেই কালচক্রে পুন,
প্রকৃত মানব জন্ম হইল তখন,
ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র প্রীতি-অবতার।
সে চক্র ঘুরিল পুন, এল অন্য যুগ
নর নারী উভয়েতে বুঝিল উভয়ে—

দ্বাপরের এই মূর্ত্তি হইল সে দিন,
প্রকৃতিতে পুরুষের যুগল মিলন!
প্রেমভক্তি এক সাথে মূর্ত্তি পূর্ণতার।
ব্রজবাসী সবে হলো হেরিয়া মোহিত
গৃহ পরিজন ভুলি মজিল তাহায়।
মরি মরি কিবা পুণ্য, সার্থক জনম,
নয়ন হইল ধন্য হেরি এ মূরতি।

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল! ধৃতকুণ্ডল এ—
"কলিতললিতবনমাল! জয় জয় দেব হরে!
"দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন! ভবখণ্ডন! এ—
"মুনিজনমানসহংস! জয় জয় দেব হরে!
"মধুমুরনরক বিনাশন! গরুড়াসন! এ—
"সুরকুলকেলিনিদান! জয় জয় দেব হরে!
"অমলকমলদললোচন! ভবমোচন! এ—
"ত্রিভুবনভবননিধান! জয় জয় দেব হরে!
"জনকসুতাকৃতভূষণ! জিতদূষণ! এ—
"সমরশমিতদশকণ্ঠ! জয় জয় দেব হরে!
"অভিনবজলধরসুন্দর! ধৃতমন্দর! এ—
"শ্রীমুখচন্দ্রচকোর! জয় জয় দেব হরে!
"তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় এ—
"কুরু কুশলং প্রণতেষু জয় জয় দেব হরে!"

সকলে। "তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় এ—
"কুরু কুশলং প্রণতেষু জয় জয় দেব হরে!"

[প্রণাম।

[স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে, গাহিতে গাহিতে অপ্সরাদ্বয়ের প্রবেশ।

গীত।

ইমন ভূপালী—কাওয়ালি।

মরি কি সুন্দর শোভা কি রূপ হেরি এ—
যুগল মিলনে মরি কিবা শোভা,
মোহিল মোহিল মনঃ প্রাণ রূপে।
দেখরে দেখরে দেখ নরনারী,
মহান মূরতি রাসবিহারী,
হৃদয় প্রাণ বিলাও—
কি কহিব, মায়াপাশ কাটি পদে আপনা বিলাও রে।
সকলে। দেখরে দেখরে দেখ নরনারী
মহান মূরতি রাসবিহারী;
হৃদয় প্রাণ বিলাও—
কি কহিব, মায়াপাশ কাটি পদে আপনা বিলাও রে।

যবনিকাপতন।

কল্পনা সম্পাদক

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রায়শ্চিত্ত।

এ পুস্তক বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে বিক্রয় হওয়া কর্ত্তব্য। * * * দুঃখের বিষয় সকলে ইহা দেখিতে পায় না। যদি সকলে ইহা দেখিতে পাইত, প্রথম সংস্করণেই অন্যূন ইহার দশ সহস্র কাপি কাটিয়া যাইত। বঙ্গদর্শন।

বিষবৃক্ষের পর সামাজিক উপন্যাস আমরা এই প্রথম পড়িলাম। * * ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসলেখক হইবেন। আচার্য্য।

লেখা বেশ, স্থানে স্থানে পড়িতে চক্ষে জল আইসে। এ প্রকার পুস্তক যতই প্রকাশিত হয় ততই সমাজের মঙ্গল।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ৶০ আনা।

দুটী ভাই।

ভাই ভালবাসার এমন সুন্দর চিত্র আমরা আর দেখি নাই।

বান্ধব।

ইহাতে বালিকার প্রেম নাই, কোকিলের কুহুরব নাই, যুদ্ধের ভেরীনাদ নাই, অথচ ইহাতে যাহা আছে তাহা সরল, মধুর এবং উপদেশপূর্ণ। নববিভাকর।

তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ।০ আনা।

কুলীন কাহিনী।

Works of fction directed agaivst early marriages, widowhood and Kulinism were recieved as in other years. The best among them was Babu Hari Das Banerjee's Kulin Kahini.

Report on the Bengal Library for 1885.

মূল্য ৵৹ তিন আনা।

সুহাসিনী।

এত বড় উপন্যাস এত অল্প মূল্যে আর কখন প্রকাশিত হয় নাই।

এই কলঙ্কের দিনে বাঙ্গালীর একটিও গৌরবকথা পাঠ করিয়া যদি সুখী হও, সতীত্বের স্বর্গীয় মহিমা, প্রেমের উচ্চ আদর্শ, জিতেন্দ্রিয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, বীরত্বের গৌরবচিত্র, পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখিয়া হৃদয় যদি মুগ্ধ হয়, এই উপন্যাস পাঠ করিতে অবশ্যই ভাল লাগিবে।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

আরাধনা।

"এরূপ অগ্নিময়ী কবিতা অনেক দিন পড়ি নাই।"

পরিদর্শক।

মূল্য ৵৹ এক আনা।

পাঞ্চালী-বরণ।

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা।